ইতেছে তন্নিমিত্ত দ্বেষ করিয়া তাহার প্রতি জুতা ফেলা সম্ভবে কি না?

আমার সম্পত্তি ও স্ত্রী প্রাপ্তি।

মি মার্কিন-দেশের অরণ্য-প্রদেশে মৃগয়া করিয়া দিন-পাত করিতাম। তখন আমার বয়ঃক্রম অল্প; এপ্রযুক্ত মৃগয়ায় পটু হই নাই। অপর তথাকার মৃগয়া-কার্য্য এতাদৃশ দুষ্কর যে তাহা বহু আয়াসেও সুসিদ্ধ করা কঠিন; অধিকন্তু আমি তৎসময়ে এক ঋদ্ধিমান্ প্রতিবাসীর একমাত্র কন্যার প্রতি অনুরক্ত ছিলাম; তাহার সঙ্গে পথে ঘাটে কোথায় দেখা হইবে, ও তাহার অমিয় বাণীতে পুলকিত হইব, এই বাসনায় সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতাম, মৃগয়ায় কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না; সুতরাং আমার অবস্থা তৎকালে অত্যন্ত জঘন্য ছিল। তদবস্থায় যে কেহ আপন কন্যাকে আমাতে সমর্পণ করে এমত সম্ভব নহে। তত্রাপি আমি ঐ কন্যাটীর প্রাপ্তি চিন্তা সর্ব্বদা করিতাম।

কন্যাটীর নাম মেরী। মেরী আমার প্রতি সহৃদয়া ছিল, এবং সেই অনুরাগের উপর নির্ভর করিয়া আমি এক দিবস গিয়া তাহার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলাম। পিতা ঐ প্রস্তাবের কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া গাত্রোত্থান করত আমার গ্রীবা-বস্ত্র ধরিয়া গৃহস্থ এক বৃহৎ দর্পণের সম্মুখে লইয়া গিয়া কহিলেন "কি দেখিতেছ?' গ্রীবা-বস্ত্রাকর্ষণে আমার বিলক্ষণ যাতনা হইয়াছিল, এবং তাঁহার আচরণে আমি যৎপরো নাস্তি বিরক্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু রাগ ও বেদনা সম্বরণ করিয়া কহিলাম, "কেন, আমি আপনাকে দেখিতেছি"।

পিতা। "তোমার বস্ত্র কেমন?"

আমি। "বস্ত্র মলীন বটে, কিন্তু অভদ্র নহে"।

পিতা "কেশ কেমন?"

আমি। "পুরুষের কেশ-বিন্যাস না থাকিলে হানি কি?'

পিতা। "মুখে কত দিন তৈল পড়ে নাই?"

আমি। "আমি তৈলব্যবসায়ী নহি"।

পিতা। "এই মুখে মেরীর কামনা করিস্? তোর তৈল নাই; বস্ত্র নাই; ঘর নাই; গাড়ী নাই; তোর ঘোড়াকে জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহার বিষ্ণুপঞ্জর দেখাইয়া কহে যে তোর ঘরে অন্ন নাই। তোর কুক্কুরকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কহে তোর শিকার করিবার ক্ষমতা নাই। তোর গৃহকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কহে যে তন্মধ্যে রন্ধন-কার্য্য প্রায়ই হয় না। এমন অবস্থায় বোধ হয় মেরীর পাণি প্রার্থনা বাতুলের কার্য্য। আগে সম্পত্তি সংগ্রহ কর্, পরে মেরীর প্রতি দৃষ্টি করিস্"। এই কথা বলিয়া আমাকে সে গৃহ-হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল।

এই অবস্থায় আমার মনে ক্রোধ ও দুঃখ এমত জড়ীভূত হইয়াছিল যে তৎপ্রভাবে আমি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম। প্রথম মনে করিলাম যে আমার কৃশ অশ্বটা আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়া আমার অনিষ্ট করিয়াছে; অতএব তাহাকে বিলক্ষণ প্রহার করিলাম। কুক্কুরটাকেও দুই চারি ঘা উত্তম মধ্যম দিলাম, কিন্তু তাহার ক্রন্দনে কিঞ্চিৎ দয়ার উদ্রেক হওয়াতে সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। গৃহের প্রতিও বিলক্ষণ দ্বেষ জন্মিয়াছিল, এবং তাহার অঙ্গ ভঙ্গ করা বিধেয় ইহা মনে পুনঃ পুনঃ উচিত বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে বৃক্ষতল মাত্র অবলম্বন থাকে, এই জ্ঞানের আলোকে তাহা করিতে দিলেক না। অতএব বিষণ্ণবদনে শয্যার প্রতিনিধি-স্বরূপ এক কাষ্ঠ-ফলকে শয়ন করিয়া সমস্ত দিবা-রাত্র অনাহারে কেবল সম্পত্তি লাভের উপায়

আন্দোলন করিতে লাগিলাম। এই দীর্ঘ কালে যে কত প্রকার ভাবনা হইয়াছিল তাহা বর্ণন করা দুষ্কর; কিন্তু কেবল শুইয়া ভাবিলে সম্পত্তি আইসে না, সুতরাং অপর দিন প্রাতে দেখিলাম যে অপরাপর ভাবনার কারণ রূপশত্রু মধ্যে ক্ষুধা একটী নূতন কারণ আসিয়া অপরাপরের সহায়তা করিতেছে। আর উহা অন্যাপেক্ষা বিশেষ দুর্দ্ধর্ষ, সে উন্মত্ত হইলে আর সকল শত্রুকে একেবারে নিরস্ত করে। এই বলবৎ শত্রুর পরাজয় না করিয়া অন্য কোন ব্যাপারে নিযুক্ত হওয়া অসাধ্য; কিন্তু ইহার পরাজয়ের অস্ত্র তৎকালে আমার গৃহে কিছুই উপস্থিত ছিল না। তাকহইতে বন্দুক, গুলি, বারুদ, ক্রমে সকল নামাইলাম; কুঠার, ছুরী ও খড়গও ইতস্তত করিলাম; কিন্তু তাহাতে দুর্দান্ত শত্রু কোনমতে ভীত হইল না; প্রত্যুত বিরক্ত হইয়া আরও বেদনাদায়ক হইল। অতএব বন্দুক স্কন্ধে লইয়া বনে যাত্রা করিলাম। ভাবিলাম যে দুই একটা হরিণ কি শশক মারিতে পারিলে তাহাই উৎকোচ দিয়া নূতন শত্রুটার মনঃ শান্ত করিব। পরন্তু এমনি দুর্দ্দৈব যে সমস্ত দিবস ভ্রমণের পর এক বৃহৎ জলাশয়ের ধারে একটী রাজহংস মাত্র পাইলাম। সেদিবস তাহা লইয়াই গৃহে আসিলাম; এবং ঐ জলাসয়ে বহুসহস্র হংস দেখিয়া তাহাই আমার ভাবিসম্পত্তির উপায় বলিয়া চিন্তন করিতে লাগিলাম। জলাশয়টী ক্ষুদ্র, এবং তাহাতে অল্পত দ্বাদশ সহস্র হংস আইসে। একটী প্রশস্ত জাল পাতিলে ঐ সমস্ত হংস একেবারে বদ্ধ হইতে পারে, এবং নগরে এক একটী পক্ষী দুইটাকা মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিলে অনায়াসে চব্বিশ হাজার টাকা সম্পত্তি হইবে। এই ভাবনা অতীব রম্য বোধ হইল। আনীত হংশটীদ্বারা ক্ষুধার শান্তি ও জলাশয়স্থ দ্বাদশ সহস্র হংশে চত্বারিংশ সহস্র মুদ্রা ও তৎসাহায্যে মেরীর প্রেমলাভ; ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় কি হইতে পারে? সেই আনন্দ সম্ভোগের সময় আমি ইন্দ্রাপেক্ষা আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিতে লাগিলাম। নিদ্রাভিভূত হইলে পরও সেই সুখানুভবের ব্যাঘাত হইল না। ফলে তাহাতে আমি এমনি নিমগ্ন ছিলাম যে সমস্ত রাত্রি আমি জাগ্রত কি নিদ্রিত ছিলাম তাহা স্থির বলা দুষ্কর। সে যাহা হউক পরদিন অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া যে কিঞ্চিৎ অর্থ ছিল তাহাদ্বারা প্রচুর শুতালি ক্রয় করিয়া এক বৃহৎ জাল প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হইলাম; এবং তিন দিবারাত্র পরিশ্রমের পর ঐ জাল সম্পন্ন হইলে এক জন প্রতিবাসির নিকটহইতে একখানি শকট ঋণ লইয়া তদুপরি বাগুরা স্থাপন করত জলাশয়ের নিকটে যাত্রা করিলাম। ঐ জলাশয় আমার গৃহের তিন ক্রোশ অন্তরে ছিল। মধ্যাহ্ন-সময়ে তথায় গিয়া দেখিলাম সকলই স্তব্ধভাব, হংসমাত্র তথায় নাই। বোধ করিলাম হংসেরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে তথায় আসিবে, এবং সেই আশায় নির্ভর করিয়া বিশিষ্টরূপে বাগুরা বিস্তার করত তাহার বন্ধনরজ্জু আপন হস্তে লইয়া মেরীর প্রেমানুধ্যানে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। আহা! সেই ধ্যান কি সরস! কখন ভাবিতেছি মেরী আমাকে কি প্রকার স্নেহ করিবে; কখন তাহার কি কি অপত্য হইবে; সেই অপত্য-স্নেহে আমি কিপ্রকার মুগ্ধ হইব; মেরীকে কত প্রকার বস্ত্র ও অলঙ্কার দিব; তাহার সহিত কি রূপ ব্যবহার করিব; তাহার নিমিত্ত কোন্ প্রকার গাড়ী ক্রয় করা উচিত; ইত্যাদি সংসার-যাত্রার সমস্ত কথা মনে আন্দোলিত হইতে লাগিল, এবং তাহাতে যে কি প্রকারে দিবার অবসান হইল তাহা আমার বোধগম্য হইল না। দিবার শেষ; সন্ধ্যার প্রাক্কাল; এমৎ সময়ে এক ঝটি-

কার শব্দের ন্যায় শন শন শব্দে চকিত হইলাম; এবং নভোমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, আগন্তুক রাজহাঁস-পুঞ্জের ছায়ায় সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে। অবিলম্বে ঐ হংসসকল জলাশয়ে অবতীর্ণ হইয়া আপন আপন অঙ্গ প্রক্ষালনরূপ ক্রীড়ায় তৎপর হইল; এবং সেই আনন্দোৎসবে এই প্রকার শব্দ করিতে লাগিল যে তাহাতে বধিরও বিরক্ত হইতে পারে। পরন্তু আমার পক্ষে তাহা প্রণয়ণী মেরীর প্রেমপূর্ণ কল কল ধ্বনির প্রাগাভাষ বোধ হওয়াতে আমি হৃষ্টচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলাম। কিঞ্চিৎ-কাল-বিলম্বে বোধ হইল যে পূর্ব্ব দৃষ্ট সমস্ত দ্বাদশ সহস্র হংস আসিয়া একত্রে হইয়াছে, এবং সকলে আমার বাগুরার আয়ত্ত আছে। তখন পাছে আমার হস্তস্থ রজ্জু ছাড়িয়া যায় এই ভয়ে তাহার অগ্রভাগ আমার কটিদেশে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া তাহা আকর্ষণ করিলাম। ঐ আকর্ষণমাত্রে সমস্ত হংস বাগুরায় আবদ্ধ হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন পরায়ণ হইল; কিন্তু জাল তাহাদিগের সকলকে ব্যাপিয়া ছিল, কেহই তাহাহইতে বহির্গত হইতে পারিল না; সুতরাং সকলে ঐ জাল লইয়া আকাশে উড্ডীন হইল। এইব্যাপার এতাদৃশ শীঘ্র ঘটিল যে তখন জালের রজ্জু আমার কটিদেশহইতে বিমুক্ত করিবার অবকাশ পাইলামনা; অগত্যা আমাকে ঐ পক্ষীদিগের সহিত আকাশে উড়িতে হইল। মেরীর প্রেম তখন একেবারে বিস্মৃত হইলাম; তাহার পিতাকে যৎপরোনাস্তি অভিসম্পাত করিলাম; প্রতিজ্ঞা করিলাম যে জীবনসত্ত্বে আর কখন সম্পত্তির চেষ্টা করিব না: পূর্ব্বকৃত অপরাধসকলের ক্ষালনার্থে ঈশ্বর-নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম; কটির রজ্জু কোন একটী বৃক্ষে নাবান্ধিয়া কটিতে বন্ধনের মূর্খতার নিমিত্ত আপনাকে তিরস্কার করিলাম; কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না। হংসেরা আকাশ-মার্গে গমন করিতে লাগিল, এবং আমি তাহাদিগের নিম্নে ঝুলিতে লাগিলাম। প্রতিজ্ঞা করিলাম, মেরীর আর মুখাবলোকন করিব না, এবং একবার মনে করিলাম যে কটিদেশে একখানা ছুরিকা আছে তাহাদ্বারা কটির বন্ধন কাটিয়াদি; কিন্তু আকাশহইতে ভূমিতে পতন আমার অভ্যস্ত ছিলনা; তাদৃশ প্রথম চেষ্টায় দেহের সমস্ত অস্থিগুলি চূর্ণহইবারই সম্ভাবনা, অতএব তাহা কর্ত্তব্য বোধ হইল না। পক্ষীরা উড়িতেছে, উড়িতেছে, ক্রমিক অবিশ্রান্ত উড়িতেছে, উড়িবার শেষ নাই, এবং আমারও তাহাদের সহিত ঝুলিবার শেষ নাই। হা পরমেশ্বর! এমত দুর্বিপাকেও মনুষ্য পড়ে! আর একটা রজ্জু বান্ধিবার কিঞ্চিৎ ভ্রমের কি এই গুরুতর শাস্তি! কি করি, প্রাণ যায়; তৃষ্ণায় কণ্ঠ ওষ্ঠাগত; ভয়ে শরীর অবসন্ন; ক্লেশে দেহ জর্জরীভূত। অন্ধকার রাত্রিতে কিছুই দৃষ্ট হয় না; সকলই তিমিরময়, এবং পরিত্রাণের কণামাত্র উপায় অনুপস্থিত। এমত সময়ে বোধ হইল যেন আমার দেহ একটা বৃক্ষে ঠেকিয়াছে; তৎপরেই জানিলাম যে জালও তাহাতে লগ্ন হইয়াছে, এবং হংস সকল ছটপট করিয়া বৃক্ষের উপর পড়িতেছে। তখন ভাবিলাম মেরীর অনুরাগে এই যাত্রা রক্ষা পাইলাম; এবং অবিলম্বে কটির রজ্জু বৃক্ষের একশাখায় বান্ধিয়া আপনার নিষ্কৃতি করিয়া প্রথমে মনে করিলাম যে বৃক্ষহইতে অবতরণ করি; কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দৃষ্ট হয় না, এবং ঐ সময়ে ভূমিতে আসিবার কোন ফল নাই; সুতরাং বৃক্ষের কাণ্ডাগ্রে একটা প্রসস্তস্থানে বসিয়া রাত্রিযাপনের কল্পনা করিলাম। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, যে তথায় বসিবামাত্র সেই স্থানটা ভগ্ন হইল, এবং আমি সেই ভগ্ন স্থান দিয়া একটা কূপসদৃশ কোটর-মধ্যে পড়িলাম, এবং তথায় কোন আঠাবিশিষ্ট ঘন দ্রব দ্রব্যে

গলদেশপর্য্যন্ত নিমজ্জিত হইল। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, তাহা মধু। বহুকাল ঐ কোটরে মধুমক্ষিকারা তাহাদের মধুথ চক্রনির্ম্মাণ করত মধু সঞ্চিত করিয়াছিল; পরে কোন কারণে তাহা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিয়াছে; প্রচুর মধু সঞ্চিত রহিয়াছে। অন্য সময়ে অপর্য্যাপ্ত মধু পাইলে সন্তুষ্ট হইতাম বটে; কিন্তু তৎকালে তাহা কোনমতে সুমধুর বোধ হইল না। গলদেশপর্য্যন্ত মধুর হ্রদে কেহ নিমজ্জিত থাকিতে ইচ্ছা করেনা, আর তাহাহইতে উত্থান শক্তি না থাকিলে সে মধু কি প্রকার গরল বোধ হয়, তাহা শ্রোতারা অনুভূত করিতে পারেন। কোটরের পরিসর অল্প, গভীরতা অধিক, এবং গাত্র এতাদৃশ মসৃণ যে তাহা ধরিয়া উঠিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। কিয়ৎকাল চীৎকার করিলাম; কিন্তু সেই অরণ্যে আমার চিৎকার-শ্রবণক্ষম কেহ ছিল না,এবং কদাপিকেহ যে সেখানে আসিবেক তাহারও সম্ভাবনামাত্র ছিল না। জীবমধ্যে কেবল হংসেরা বৃক্ষোপরি ছিল, এবং তাহারা আমার চীৎকার-শ্রবণে যেন হর্ষিত হইয়া আমার প্রতি অবহাসের শব্দ করিতে লাগিল। হা ভগবন্! এ কি ভয়ানক বিপদ্, জীবন্ত মধুতে প্রোথিত হইলাম! দীর্ঘকাল এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে বোধ হইল যেন কোটরের উর্দ্ধভাগ হইতে আলোক আসিতে লাগিল; জ্ঞান হইল যেন মধ্যরাত্রির পর চন্দ্রোদয়ের জ্যোৎস্না আসিতেছে; পরন্তু আমার সেই অবস্থায় চন্দ্র,সূর্য্য,জ্যোৎস্না,অন্ধকার,সকলই বিফল; কিছুতেই আনন্দোদ্ভব হইবার নহে। আশা নাই; ভরসা নাই; আসন্ন মৃত্যু; এবং সেই মৃত্যুই বা কি ভয়ানক? এই ভাবিতেছি, এমত সময়ে বোধ হইল যেন কেহ কোটরের দ্বার অবরুদ্ধ করিল। অবিলম্বে এক ভীষণ লোমশ পদ কোটর-মধ্যে আলম্বিত হইল। সেই পদ কাহার তাহা স্থির করিতে পারিলাম না; কিন্তু মনে করিলাম উহাতে আমার প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। এই জ্ঞানে দৃঢ়রূপে তাহা ধারণ করিলাম, এবং তাহা ধরিবামাত্র বোধ হইল যেন কেহ আমাকে উর্দ্ধে আকৃষ্ট করিতেছে। ক্রমশঃ সেই পদের আকর্ষণে আমার হস্ত কোটরের ধারে আসিল, এবং তাহা ধৃত করিয়া আমি সবেগে উত্থান করিয়া কোটরহইতে বহির্গত হইলাম। অন্য-সময়ে এই পরিত্রাণ বিশেষ আনন্দজনক,হইত,সন্দেহ নাই,কিন্তু তৎকালে তাহা অত্যন্ত ভয়ানক বোধ হইল। কোটরস্থ মধুর লোভে একটা ভীষণকার ভল্লূক তথায় আসিয়া তাহার পশ্চাদ পাদ কোটরমধ্যে দিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতেছিল, আমি তাহার পদধারণ করাতে সে ঐ পদ টানিয়া লয়; আমিও তাহার সাহায্যে উর্দ্ধে উঠিয়াছি। কিন্তু ভল্লূক তৎকালে তথায় বর্ত্তমান; পুনরায় কোটরের মধ্যে প্রবেশ করিবার মনন করিতেছে। তদ্দৃষ্টে মেরীর পিতাকে পুনরায় একবার অভিশপ্ত করিলাম; এবং তাহার প্রেমে মানসিকজলাঞ্জলি দিলাম; কিন্তু তাহাতে ভল্লূক তাড়াইবার কোন উপায় হইল না। এদিগে বিলম্বের সময় নাই, ক্ষণমাত্রে ভল্লূক আমারদিকে দৃষ্টিপাত করিলেই আমাকে বিনষ্ট করিবে; অতএব পূর্ব্ব পশ্চাৎ কিছুমাত্র নাভাবিয়া ভল্লূকের পৃষ্ঠদেশে এক ধাক্কা মারিলাম। সে নিরবলম্বনে বসিয়াছিল, ঐ ধাক্কায় উল্‌টিয়া পড়িল, এবং বৃক্ষতলে পড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিল। জ্যোৎস্নার আলোকে দেখিলাম, বৃক্ষ অত্যন্ত উচ্চ, এবং যেখানে আমি উপবিষ্ট আছি তথাহইতে তলদেশ বিংশতি হস্তেরও অধিক হইবেক;ঐ উচ্চস্থানাহইতে পতনে ভল্লূকের পৃষ্ঠদেশ ভগ্ন হইয়াছে। এতদ্দৃষ্টে মন স্থির হইল, এবং এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম এমত বিশ্বাস হইল অপিতু সেই বিশ্বাসের এমতই মাহাত্ম্য যে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইলাম, এবং মেরীর মোহনী

মূর্ত্তি মনে উদিত হইল; এবং তাহার ধ্যানে রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। প্রাতঃকালে দেখিলাম, হংসসকল আবদ্ধ রহিয়াছে, ভল্লূক মৃত হইয়াছে, এবং বৃক্ষকাণ্ডে শাখাপ্রশাখা এত আছে যে তাহার সাহায্যে অবতরণ করা সোপানদ্বারা অবতরণের সদৃশ সুসাধ্য। এই প্রকারে দুঃখের নিশাবসানে শুখের দিবস উদিত হইল। বৃক্ষটী জলাশয়ের অনতিদূরে স্থিত, তাহার তটে যে স্থানে শকট রাখিয়াছিলাম, তথায়ই তাহা রহিয়াছে, ও তাহাতে যোজিত অশ্ব খাদ্যাভাবে শিরশ্চালন এবং মধ্যে২ সম্মুখস্থ তৃণ দুই একটী চর্ব্বণ করিতেছে। অতঃপর বৃক্ষহইতে অবতরণ করিয়া শকটখানি নিকটে আনিলাম; হংস গুলি তাহাতে রাখিয়া ৪—৫ বারে তৎসমুদায় গৃহসাত করিলাম। ভল্লূকের শবও গৃহে আনিয়া তাহার মাংস লবণাক্ত করিলাম; ও তাহার মেদ ও হংস বিক্রয় করিলাম। তৎপরে কএকটী পীপা সঙ্গ্রহ করিয়া বৃক্ষ-কোটরহইতে সমুদায় মধু আনয়ন করত তদ্‌বিক্রয়দ্বারাও বিলক্ষণ অর্থ প্রাপ্ত হইলাম। সেই অর্থে আদৌ সুচারু বস্ত্র ক্রয় করিয়া শরীর আবৃত করা, অশ্বকে প্রচুর খাদ্য দেওয়া, গৃহ সুসজ্জীভূত করা, ক্ষণকালের কার্য্য; তাহা সিদ্ধ হইলে মেরীর চিন্তা বলবতী হইল। তখন শ্রুত হইলাম যে মেরীর পিতা তাহার আবাসস্থান আমার এক প্রতিবাসীর নিকট বন্ধক দিয়াছিল; অর্থাভাবে সে সেই ঋণ পরিশোধিত করিতে পারে নাই। তৎক্ষণাৎ আমি সেই খত ক্রয় করণানন্তর তাহার নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি আমার প্রতিবাসীর নিকটহইতে অর্থ ঋণ লইয়াছ?

সে বিরক্ত হইয়া কহিল, "তাহাতে তোর কি?"

আমি কহিলাম, এমত কিছু নহে কেবল তোমার এই বন্ধকী বাটী আমার লইবার ইচ্ছা, অতএব হয় টাকা দেহ, নচেৎ বাটী ছাড়িয়া দেহ।

সে কহিল, "আমি টাকা দী, বা নাদী, তাহাতে তোর কি? তুই কি তাহার খাজনা আদায়ের সরকার?"

আমি খত দেখাইয়া কহিলাম, এই খত চেন? ইহার পিঠে কি লেখা আছে দেখ।

ঐ খত আমাকে বিক্রীত করা হইয়াছে এই লিপি দেখিয়া সে বিস্মিত হইল, এবং তাহাতেই তাহার পূর্ব্ব উগ্রভাবের একেবারে তিরোধান হইল। তখন মৃদুস্বরে, কোমলভাবে, সসম্ভ্রমে আমাকে উপবেশন করিতে আহ্বান করিয়া সে কহিল, "তুমি আমার বহুকালের প্রতিবাসী, এবং আমার মেরীর প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলে; আমার প্রতি তোমার কাঠিন্য প্রকাশ করা বিহিত নহে। কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব করিলে আমি তোমার ঋণ পরিশোধিত করিব"।

আমি কহিলাম, "না আমার বিলম্বের অবকাশ নাই। হয় এই দণ্ডে টাকা দেহ; নচেৎ বাটী ছাড়িয়া দেহ"।

এই প্রকার বাদানুবাদের পর সে অনুনয়ে বিনয়ে তাহার কন্যার পানিগ্রহণার্থে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিল, এবং আমিও যে তাহাতে আন্তরিক আগ্রহী ছিলাম ইহা বলা বাহুল্য; ফলে সেই দিবসেই আমি মেরীর পানিগ্রহণ করিয়া সকল ক্লেশের শান্তি করিলাম।

ব্যাঘ্র মৎস্য।
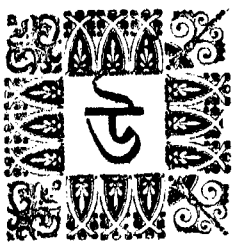
উপরে যে মৎস্যের চিত্র মুদ্রিত হইল তাহা কোন মতে সুদৃশ্য নহে। উহার আঠাবিশিষ্ট-ম্লান-হরিদ্বর্ণ গাত্র, ক্রূর দৃষ্টি, কদর্য্য মুখ, ও দুর্দ্ধর্ষ স্বভাব, কোন মতে উহাকে মনুষ্যের প্রিয় করিতে পারে না; এবং উহা বিশেষ সুখাদ্য বলিয়াও গণ্য নহে। পরন্তু ইহার অদ্ভুত দন্তপঙ্‌ক্তি-দৃষ্টে ইহাকে সকলেই পরমাশ্চর্য্য জীব বলিয়া গণ্য করিবেন, সন্দেহ নাই। ইহা মুখ ব্যাদান করিলে ঐ দন্তপঙ্‌ক্তি গুলি অবিকল ব্যাঘ্র-দন্তের সদৃশ বোধ হয়; এবং তদ্ধেতুক এই মৎস্য তাহার বিশেষ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার মস্তকের চিত্রপ্রতি দৃষ্টি করিলে ব্যক্ত হইবে যে ব্যাঘ্রের ন্যায় ইহার হনুর উপর যে দন্ত আছে তদ্ভিন্ন ইহার তালুতে প্রতিপার্শ্বে দুই পঁক্তি অতি স্থূল দৃঢ় চর্ব্বণদন্ত আছে, তাহার সাহায্যে এই মৎস্য চিঙ্গড়ী, কর্কটী, শম্বূকাদি দৃঢ়কায়বিশিষ্ট
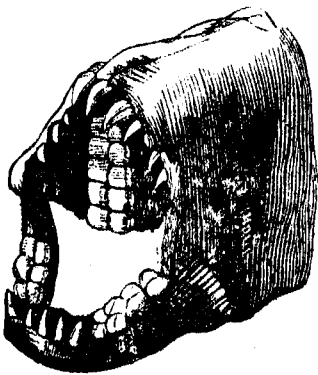
ব্যাঘ্র মৎস্যের মস্তক।

জীবদিগকে অনায়াসে চর্ব্বিত করিয়া আপন দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয়। জগৎপাতা এই মৎস্যকে উক্ত জীবাবলম্বনে দেহধারণ করিবার উপযুক্ত করিয়াছেন; এবং তৎকর্ম্ম অনায়াসে সাধনার্থে ইহার দন্তও তদুপযুক্ত হইয়াছে। এই মৎস্য চারি পাঁচ হস্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে, এবং ইহার বলও প্রভূত; কোন ক্রমে ইহাকে জাল বা হাতসূতাদ্বারা ধৃত করিলে ইহা সেই বলপ্রয়োগের কোন মতে ত্রুটি করে না; এবং যে কেহ নিকটস্থ হয় তাহাকে দন্তাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিতে বিলক্ষণ চেষ্টাকরে। অধিকন্তু সে চেষ্টাও প্রায় ব্যর্থ হয় না। স্বভাবতঃ এই মৎস্য গভীর সমুদ্রে বাস করে, কেবল অণ্ডপ্রসবকরণ-সময়ে জ্যৈষ্ঠ্যমাসে তটের নিকট আইসে। ইহার গতি অত্যন্ত দ্রুত এবং তাহার সাহায্যে ইহা ইচ্ছামাত্র যে কোন ক্ষুদ্র মৎস্যকে ধৃত করিতে পারে।

প্লেতোর জীবন চরীত।

গ্রীসদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সক্রেতিসের জীবন বৃত্তান্তে তদীয় শিষ্য বিখ্যাত পণ্ডিতবর প্লেতোর উল্লেখ আছে; অধুনা তাঁহার জীবন চরিত বিবরণ সাধারণের পাঠোপযোগি বিবেচনা করিয়া সঙ্‌ক্ষেপে তাহা প্রকটন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

খ্রীষ্টীয়াব্দের ৪২৮ বৎসর-পূর্ব্বে এমনস্‌-নগরে প্লেতো জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আরিস্টন্‌ অতিসম্ভ্রান্ত ও সুবিখ্যাত কোতরস-বংশে উৎপন্ন হন। তদীয় জননী সুপ্রশিদ্ধ গ্রীসীয়-ব্যবহার-বেত্তা মোলতের বংশোদ্ভবা ছিলেন। প্লেতো এইরূপ উত্তম কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বিদ্যাজ্যোতি দ্বারা পিতৃমাতৃ উভয় কুলকে প্রোজ্জল

করিয়াছেন। বাল্যাবস্থায় তিনি এরূপ মেধাবী ছিলেন যে অল্পকাল মধ্যে ব্যাকরণ ও অন্যান্য শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শীতা লাভ করেন। প্রখর-বুদ্ধি-প্রতাপে তিনি শৈশব কালেই সুন্দর কবিতা রচনা করিতেপারিতেন। বিংশতি-বর্ষ-বয়ঃক্রম-কালে তিনি সুপ্রসিদ্ধ সক্রেতিসের শিষ্য হইয়া তদীয় উপদেশানুযায়িক দর্শন-শাস্ত্র-অভ্যাসে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন, এবং সুন্দর মেধা ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম প্রভাবে অল্পকালমধ্যে ঐ পণ্ডিতের অতীব প্রিয়পাত্র হইলেন। প্রায় দশ বৎসর কাল গুরু-সহবাসে অতিবাহিত করিয়া তিনি তদীয় উপদেশসমূহ সঙ্গ্রহ করেন। পরিশেষে তদীয় কারাবদ্ধাবস্থায় তিনি পরমাত্মার চিরস্থায়িত্বের বিষয় যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন প্লেতো তৎসমুদায় সঙ্কলন করিয়া রাখেন।

সক্রেতিসের মৃত্যুর পর প্লেতো বিদ্যার্থী হইয়া মারগারা নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে গমন করিয়া পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ উক্লিদের নিকট তৎকৃত ক্ষেত্রতত্ব পাঠ করিতে লাগিলেন। পরে সাইপ্রস ইজিপ্ত এবং ইতালীর দক্ষিণাংশ পরিভ্রমণানন্তর বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া বহুকালের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি এমনস্-নগরে উপনীত হইয়া স্বদেশীয়দিগের উৎকর্ষ-বিধানে যত্নবান্ হইলেন। 'একেদেমিয়া' নাম্নী ক্ষুদ্র পল্লীস্থিত তালবৃক্ষোৎপবনে উপস্থিত হইয়া তিনি এমনীয়যুবকদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। তাহাতেতাঁহার বিদ্যাজ্যোতিঃ ও যশোরাশি দিন দিন দেশ-বিদেশে বিস্তারিত হইতে লাগিল; এবং শিষ্যগণ তদীয় মুখ-বিনির্গত উপদেশ-সমূহ-শ্রবণ-লালসায় দূরদেশহইতে আগমন করিতে লাগিল। অধিকন্তু স্ত্রীজাতিরাও বিদ্যালাভে সমুৎসুক হইয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে আগমন করিতেন। এইরূপে দেশ-বিদেশহইতে বহুসঙ্খ্যক যুবক আগত হইয়া ক্রমশঃ তাঁহার শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে দলবদ্ধ হইল। তথা তাঁহার সদুপদেশ ও যত্নে বিদ্যার্থিগণ শীঘ্রই কৃতবিদ্য হইতে লাগিলেন। তন্মধ্যে আরিস্তো ও দিমস্থিনিস্ অতীব প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। স্বদেশীয়দিগের বিদ্যানুরাগ ও শ্রীবৃদ্ধি করিবার মানসে তিনি সাতিশয় তৎপর ছিলেন ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ঐ বিষয়ের উৎসাহের নিমিত্ত, এমন কি তিনি স্বীয় বাটীর অভ্যন্তরে মুর্খ ব্যক্তিদিগকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিতেন, এবং এই অভিপ্রায়ে তদীয় প্রাসাদের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে ক্ষেত্রতত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে এক বীজক লিখিয়াছিলেন। আশু এই কার্য্যটী অভদ্র অতিগর্হিত ও নিন্দনীয় বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যে অভিপ্রায়ে তিনি ঐ কর্ম্মে রত হইয়াছিলেন তাহা অতি মহৎ ও উৎকৃষ্ট; অনভিজ্ঞ ব্যক্তি দিগকে বিদ্যাভ্যাসে উত্তেজনা করাই তাঁহার এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

চত্বারিংশৎবৎসর বয়ঃক্রম কালে প্লেতো সিসিলি দ্বীপেউপনীত হইয়াতদীয় সম্রাট্দায়োনিসসের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরন্তু তদীয় রাজ্য-সম্বন্ধে স্বীয়স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করাতে সেই নির্দ্দয় ভূপতি ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে সমুচিত দণ্ড করিতে কৃতকঙ্কল্প হন, কিন্তু প্লেতো পরমপ্রিয়র বান্ধব দিয় নের সাহার্য্যে, ঐ ঘোরতর বিপদহইতে উত্তীর্ণ হইয়া নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। নরাধিপের মৃত্যুর পর প্লেতো সিসিলি দ্বীপে বারদ্বয় গমন করেন, এবং অতিসমাদরে ও সম্মানের সহিত তথায় অভ্যর্থনা কৃত হইয়াছিলেন। প্লেতো জীবনাবধি বিবাহ করেন নাই, এবং তজ্জন্য পুত্রলাভে বঞ্চিত ছিলেন। তিনি রাজ কার্য্যে

কোন সময়েই নিযুক্ত ছিলেন না; কেবল বিদ্যাভ্যাসে ও শাস্ত্রালোচনায় সতত কালযাপন করিতেন। বিদ্যাভ্যাস করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। উহার চিন্তায় তিনি এরূপ মগ্ন থাকিতেন যে তাঁহার মুখশ্রী অবলোকন করিলে তাঁহাকে সতত চিন্তাকুল বোধ হইত।

প্লেতো যে সকল দর্শন-গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা গ্রীসদেশীয় সাহিত্য ও দর্শন-শাস্ত্র-মধ্যে এক এক অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ঐ গ্রন্থসকল প্রশ্নোত্তরে লিখিত; উহাদের রচনা প্রাঞ্জল ও অতীব মনোহর; বিশেষতঃ দর্শন-শাস্ত্রমধ্যে তিনি কবিত্বের লালিত্য-প্রয়োগ করিয়া এক চমৎকার রচনা প্রকাশ করেন। রসহীন কঠিন শব্দের পরিবর্ত্তে তিনি সুললিত মনোহর শব্দসমূহ দর্শন-শাস্ত্রমধ্যে ব্যবহার করিয়া রচনার মনোহারিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন; এবং তজ্জন্য তাহা সকলের বিশেষ আদরণীয় হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত এমরসন্ সাহেব উক্ত দর্শন-শাস্ত্র উপলক্ষে লিখিয়াছেন যে "বর্ত্তমান কালে শাস্ত্রকারেরা দর্শন-শাস্ত্র-সম্বন্ধে যে সমস্ত বিষয় লিখিয়াছেন তাহার অধিকাংশই প্লেতোর দর্শন-শাস্ত্রের অনুকরণমাত্র। প্লেতোও আপন দর্শনশাস্ত্র-মধ্যে কোন স্বতন্ত্র মত সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু উহাতে ন্যায়পদার্থ ও নীতিবিষয়ক উপদেশসমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি সক্রেতিসের ব্যাপদেশ-নামক পুস্তকে তদীয় সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত ও নীতি-গর্ভ উপদেশসমূহ প্রকটন করিয়া ঐ জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন"। দর্শনশাস্ত্র তিনি অংশত্রয়ে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা ন্যায়, পদার্থ, ও ধর্ম্মশাস্ত্র। মানবদিগের দেহ বিনষ্ট হইলে তদীয় আত্মা যে অনন্তকাল জীবিত থাকে তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন, এবং তদীয় গুরু সক্রেতিসের ন্যায় বিবিধ কারণ প্রদর্শন করিয়া উহা সপ্রমাণ করেন। খ্রীষ্টীয় শকের ৩৪৭ বৎসর-পূর্ব্বে তিনি মানব-লীলা সংবৃত করেন। তাঁহার স্মরণার্থক চিহ্ন-স্বরূপ তদ্দেশবাসীরা বহুকালাবধি তদীয়--জন্ম-দিবসোপলক্ষে এক মহোৎসব করিত।

অদ্ভুত কাঁঠাল বা রোটিকাফল।
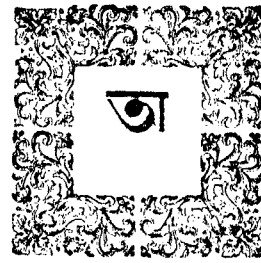
তা পর পৃষ্ঠে যে কাঁঠালের প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইল, তাহা স্থির সমুদ্রের দ্বীপে প্রচুরপরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়,এবং তথায় তাহা মনুষ্যের জীবনাবলম্বন বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই নিমিত্ত ইউরোপিয়েরা ইহাকে "ব্রেড্ফ্রুট" বা রোটিকাফল সঞ্জ্ঞায় বিধান করেন। ফলতঃ ইহা স্থিরসামুদ্রিক-মনুষ্যদিগের রোটিকা বটে, এবং ইহার অবলম্বনে তাহারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহার বৃক্ষ এতদ্দেশীয় কাঁঠাল-বৃক্ষের তুল্য বৃহৎ, কিন্তু ইহার পত্র তাদৃশ নহে। ইহার ফল মনুষ্যমস্তকের সদৃশ বৃহৎ, এবং তাদৃশ গোলাকার। এতদ্দেশীয় কাঁঠালের ন্যায় ঐ ফলের গাত্র কণ্টকবিশিষ্ট, এবং তরুণাবস্থায় হরিৎ ও পরিপক্কাবস্থায় পীতবর্ণ হইয়া থাকে। ইহার শষ্যও পীতবর্ণ; পরন্তু উহা কোষের সদৃশ নাহইয়া গোলআলুর শষ্যেরন্যায় বোধহয়। সুপক্ক হইলে এই শষ্য অত্যন্ত অখাদ্য-মিষ্ট হয়; এই নিমিত্ত লোকে ইহা পক্কহইবার প্রাক্কালে বৃক্ষহইতে সঞ্চিত করে, এবং আস্ত ফল অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহার শষ্য ভক্ষণ করে;
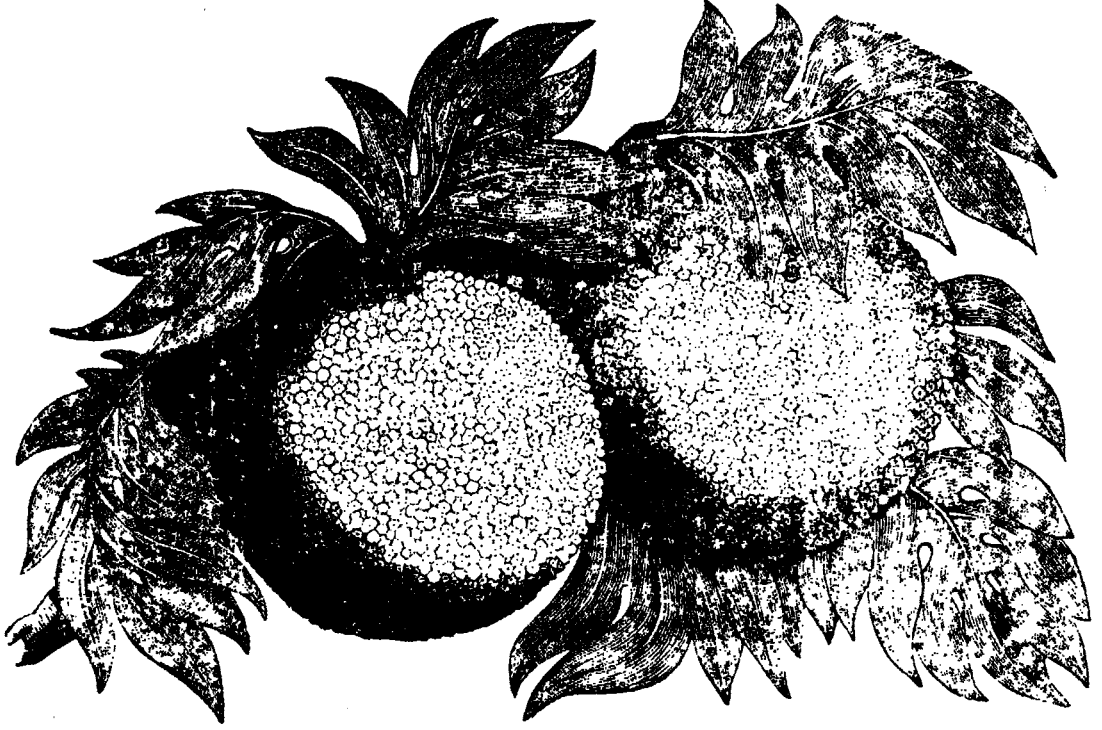
তদবস্থায় উহা অত্যন্ত উপাদেয় বলিয়া গণ্য, এবং আস্বাদ বিলাতি রোটিকার তুল্য। বৎসরের আট মাস ইহা বৃক্ষেপ্রাপ্ত হওয়া যায়। অপর চারিমাসের নিমিত্ত উহা আতপ-তাপে শুষ্ককরিয়া অথবা ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিতে হয়, তাহাতে এই ফলের কোন বিকৃতি হয় না। দগ্ধীকৃত ফল এক-মাসকাল সুখ্যাদ্য থাকে।

অপর এই বিশেষ প্রয়োজনীয় বৃক্ষের ত্বক্ সূত্রে পরিপূর্ণ, সেই সূত্রে বস্ত্র নির্ম্মিত হয়, এবং ইহার কাষ্ঠেও গৃহাদিনির্ম্মাণার্থে বিশেষ উপযুক্ত। অধিকন্তু ইহার শাখা রোপিত করিলেই অনায়াসে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, অতএব জগৎপাতা এই এক বৃক্ষই সামুদ্রিক ব্যক্তিদিগের সকল প্রয়োজনের আনুকূল্য-সাধক করিয়াছেন বলিলে বলা যায়।

এতদ্দেশীয় কাঁঠালের কাষ্ঠ অনেক অংশে মেহগিনীকাষ্ঠে তুল্য, এবং গৃহসজ্জাদি-নির্ম্মাণার্থে প্রয়োজনীয়; পরন্তু তাহা কড়িকাষ্ঠের যোগ্য নহে। অপর আমাদিগের কাঁঠাল-বৃক্ষের ত্বকে বস্ত্রনির্ম্মাণোপযুক্ত সূত্র নাই, এবং তাহার শাখা প্রোথিত করিলে নূতন বৃক্ষ জন্মেনা; প্রত্যুত অন্য বৃক্ষের ন্যায় তাহার কলম ও হয় না, ফলে সর্ব্বমত প্রকারে প্রস্তাবিত কাঁঠাল আমাদিগের কাঁঠাল হইতে উৎকৃষ্ট।

কলিকাতায় কএক ব্যক্তি এই ফলের বৃক্ষ রোপিত করিয়াছিলেন এবং বৃক্ষও সবল হইয়া-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ছিল, কিন্তু তাহাতে ফল উৎপন্ন হয় নাই।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

রিপুবিহার। শ্রীমহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তি-প্রণীত"। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি আমরা পরম প্রীতির সহিত পাঠ করিয়াছি, এবং ইহা যে কবিতা-রসানুরাগীদিগের আনন্দবর্দ্ধনের উপযুক্ত তাহা অনায়াসে স্বীকার করিতে পারি। বোধ হয় গ্রন্থকার পদ্যরচনায় নূতন ব্রতী, এবং তৎপ্রযুক্ত তাঁহার কাব্যের স্থানে স্থানে অলঙ্কার ও ভাবের দোষ লক্ষিত হইতে পারে; পরন্তু নিশাকরমণ্ডলেও কলঙ্ক লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব তৎপ্রযুক্ত ইহার পাঠে কোন বিশেষ বিদ্বেষের কারণ ঘটে না। উত্তমতা ও অধমতা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদার্থ নহে; কৃষ্ণ ও গৌরের ন্যায় কোন পদার্থ একেবারে উত্তম কি অধম হয় না; বিভিন্ন গ্রন্থের পরস্পর তুলনায় উত্তমাধমতার নিরূপণ হয়, এবং সেই তুলেপরিমিত করিলে এই নূতন কাব্য কোনমতে নিন্দার যোগ্য হইবেনা, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে নির্দ্দেশ করিতে কোন মতে কুণ্ঠ হইতেছিনা। ইহা তিলোত্তমা কি মেঘনাদবধ কি পদ্মিনী প্রভৃতি বাঙ্গালী মহাকাব্যের সহিত তুল্য হইবার প্রয়াস করে না, সুতরাং তাহাদের সহিত তুলনীয় ও নহে। পরন্তু যে অভিপ্রায়ে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে, এবং যে পদের ইহা প্রত্যাশী সর্ব্বতোভাবে ইহা তাহার যোগ্য; অতএব আমরা ইহার অনুমোদন করিতেছি। অপিচ আমাদিগের অনুমোদন কি পর্য্যন্ত যোগ্য তৎপ্রমাণার্থে মদ্যপানের দোষোদ্‌ঘোষণরূপ কবিতাবলীর কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম; পাঠকবৃন্দ তৎপাঠে আমাদিগের বিবেচনার যাথার্থ্য নিরূপণ করিতে পারিবেন।

১

হইল জীবের বপু, রিপুর আবাস।
জ্ঞান বিনিময়ে সদা, ভ্রমের আভাস॥
মোহিত হইল মন, কামের মায়ায়।
পশিল পলাশে অলি, মধুর আশায়॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়॥
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায়॥

২

কোথা জ্ঞান,—কোথা গেলে, বল এ সময়।
তোমার পালিত নর, পাপে হয় ক্ষয়॥
পুন কি হে ব্রহ্মলোকে, করেছ প্রয়াণ।
রিপু-সহবাস ভাবি, বিষের সমান॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়॥
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায়॥

৩

যদি তাহা সত্য হয়, কে মনেতে গেলে।
সুশীলা "সুমতি" সতী, রিপু-করে ফেলে॥
যদি বল শম দম, করিবে রক্ষণ।
কিরূপে পারিবে তারা, কিশোর দুজন॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়॥
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায়॥

৪

প্রথমে যখন তারা, এখানে আইল।
রিপুতঞ্চে দেহি-দেহে, পশিতে নারিল॥
সাহসী হইয়া দোঁহে, তব আগমনে।
প্রবেশি শাসিল পরে, বলী রিপুগণে॥

বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়॥
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায়॥

৫

তোমায় না দেখি এবে, উচাটন হবে।
রিপুর বিপুল দাপে, সভয়েতে রবে॥
আর কি করিবে তারা, বিজয় প্রয়াস।
হয় 'ত' ত্বরিত হবে, ভুজনার নাশ॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়॥
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায়॥

৬

বিরক্ত হইয়া যদি, "সুমতির" প্রতি।
ছেড়ে থাক সহবাস, মনোদুখে অতি॥
সময়েতে উপদেশ, কেন নাহি দিলে।
সরলারে চিরদুখে, তুমি 'ত' ফেলিলে॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়॥
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়?
রিপুর প্রভাবে যাহে, একেবারে যায়॥

৭

যদি তুমি গোপনেতে, থাক এই খানে।
(কিন্তু এই কথা মম, মনে নাহি মানে॥)
তুমি জ্ঞান তোমার কি, এই ভাব সাজে।
হাসিবে এ কথা শুনি, সুরের সমাজে॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়॥
আছে কি উপায় কিছ, আছে কি উপায়?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায়॥

৮

শম দম কেন দোঁহে, নিস্তেজ হইলে।
না বুঝিয়া পরিণাম, বিপদে পড়িলে॥
চিনিয়াও না করিলে, রিপু-প্রতীকার।
তাই 'ত' অরাতি-বল, হইল প্রচার॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়॥
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায়॥

৯

যদি বল জননীর, আদরের জনে।
করিবে অমতে তাঁর, শাসন কেমনে॥
রিপুর চাতুরী যত, বলিতে বিশেষ।
কামে কি আর হইত করুণার লেশ॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়॥
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায়॥

১০

এখন ভীষণ ভাব, ধর এক বার।
স্ববলে সাধন কর, শত্রুর সংহার॥
তোমরা শূরের পুত্র, বীর দুই জন।
কেন যে গোপনে আছ, না বুঝি কারণ॥
বাড়িল, মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়॥
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায়॥

রহস্য-সন্দর্ভ।

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

সপ্তম পর্ব্ব।

কলিকাতা।

সুচারু যন্ত্রে মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯২৯।

সূচীপত্র।

রহস্য-সন্দর্ভ।

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৭ পর্ব্ব।] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। সন ১২৭৮ [৬৭ খণ্ড।

ভূমিকা।

যৎকালে বঙ্গীয় সাহিত্য-চক্রে সম্ভ্রান্ত মাসিক পত্রিকার সম্যক অভাব ছিল, যৎকালে বঙ্গভাষানুরাগী সহৃদয় মাত্রেই দুই একখানি জ্ঞান গর্ভ পত্রিকার উদয় দর্শনাভিলাষী হইয়াছিলেন এবং যৎকালে গৌড়ভাষারূপ সাগরের একমাত্র নলিনী তত্ত্ববোধিনীর বহুতর পরিমল ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আপত্য বশতঃ অপার সাধারণ সকলের সম্ভোগ্য ছিল না, তৎসময়ে বহু শুভ কারিণী বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের সভ্যগণ একখানি বহ্বর্থ বিকাশিনী মাসিক পত্রিকার সংস্থাপন বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছিলেন এবং তদনুসারে ১৭৭৬ সালে শ্রীযুত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় উক্ত সমাজের সাহায্যে বিবিধার্থ সংগ্রহ নাম পত্র প্রকাশারম্ভ করেন ও তদবধি ক্রমান্বয়ে ছয় বৎসর তিনি উক্ত পত্র প্রকাশ করত পাঠকগণকে বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাণাদি বিবিধ বিষয়ে বিলক্ষণ পরিচিত করেন। উক্ত ছয়বৎসর কাল "বিবিধার্থ সংগ্রহ" যথানিয়মে প্রকাশিত হয়; কেবল মধ্যে বাঙ্গালা অনুবাদক সমাজ কিয়ৎকালের জন্য সাহায্য প্রদানে বিরত হওয়ায় উহার উদয়াভাব হইয়াছিল। ১৭৮২ শকে শ্রীযুক্তকালীপ্রসন্ন সিংহ বিবিধার্থ সংগ্রহের সম্পাদন ভার লয়েন এবং বৈশাখ হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত যথা ক্রমে সপ্তম খণ্ডের অষ্ট সংখ্যা প্রকাশ করণান্তে তৎপ্রচার বিষয়ে নিবৃত্ত হয়েন। এই রূপে বিবিধার্থ সংগ্রহের ধ্বংশ হওয়াতে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় পুনর্ব্বার অনুবাদক সমাজের আনুকুল্যাবলম্বনে এই "রহস্য-সন্দর্ভ" প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া কিয়ৎকাল যথানিয়মে প্রকাশ করেন, পরে শারীরিক অসুস্থতা ও অন্যান্য আনুসঙ্গীক কারণ বশতঃ উহা রীতিমত প্রচার করিতে অসমর্থ হয়েন। তদবধি রহস্য-সন্দর্ভের প্রচার বিষয়ে বিলক্ষণ অনিয়ম ঘটে এবং এক্ষণে বহুবিধ গুরুতর বিষয়ে বাপৃত থাকায় মিত্র মহাশয়ের অবকাশাভাব হইয়াছে এবং তজ্জন্যই তিনি ষষ্ঠ পর্ব্বের ষষ্ঠ সংখ্যায় তৎপ্রকাশে নিবৃত্ত হওনের বিজ্ঞাপন প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু কয়েক জন সহৃদয় তাঁহাকে রহস্য-সন্দর্ভের বিসর্জ্জনে বিরত হইতে অনুরোধ করায় তিনি ঐ পত্র সম্পাদনের ভার আমার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন, বিজ্ঞাপন দৃষ্টে পাঠকগণ বিশেষ জ্ঞাত হইবেন।

এই কার্য্যের সম্পাদন বিষয়ে যে আমি কি পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইব তাহা এক্ষণে কিছুই বলিতে পারি না, কারণ "আপরিতোষাৎ বিদুষাং ন সাধু-মন্যে প্রয়োগ বিজ্ঞানং" পণ্ডিতগণের তুষ্টিসাধন না হওন পর্য্যন্ত প্রয়োগ সাধুত্ব অগ্রাহ্য। যাহা হউক, যাহাতে এই "রহস্য-সন্দর্ভ" পাঠকবর্গের

সন্তোষ-প্রদ হয় তদ্বিষয়ে আয়াস ও যত্নের ত্রুটি করিব না,তবে ("যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষ?") যত্ন করিলেও যদি কার্য্য সিদ্ধ না হয় তাহাতে অপরাধ কি? আমি বর্ত্তমান প্রধান প্রধান লেখকগণকে এতৎ পত্রে প্রবন্ধ প্রেরণে সবিনয়ে অনুরোধ করিব এবং বোধ করি সেই সকল সহৃদয়ের নিকট আমার অনুরোধ নিষ্ফল হইবে না।

এক্ষণে সহৃদয়বর্গের নিকট আমার এই নিবেদন যে, তাঁহারা যেন মৎপ্রচারিত রহস্য-সন্দর্ভের খণ্ড গুলিন সামান্য মাসিক পত্রের খণ্ড বোধে পাঠ করেন এবং যেন রত্ন কোষ স্বরূপ বিবিধার্থ-সংগ্রহের বা ইতি পূর্ব্ব প্রকাশিত রহস্য-সন্দর্ভের সহিত তুলনা না করেন। যাঁহারা বৈদিক ও পৌরাণিক ইতিহাসাদি বিষয়ক পাণ্ডিত্যের ও ভাষাজ্ঞতার ইউরোপ ও আমরিকাবাসী সুধীগণ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতেছেন, তাঁহার জ্ঞানগর্ভ রচনার সহিত আমার অনভিজ্ঞতার তুলনা করা নিতান্ত অযোগ্য।

শ্রীপ্রাণনাথ দত্ত।

গৈকবাদ রাজ্য।

গুর্জ্জর প্রদেশের অন্তর্গত চম্পানীর নামক জনপদের মধ্যে বরদা এক প্রধান নগরী ছিল। উহার প্রাচীন নাম ব্রদরা। বারিঘোষা অথবা ব্রোচ নামক নগর হইতে পশ্চিমোত্তরাংশে চত্বারিংশত জ্যোতিষী ক্রোশ দূরে উহা অবস্থিত। প্রাচীন সময়ে গুর্জ্জর প্রদেশের মধ্যে সোলাঙ্কি এবং বঘেলা রাজপুত্র বংশীয় ভূপালগণ বহুকাল আধিপত্য করিয়া ছিলেন। তৎপরে আলা উদ্দীন কর্ত্তৃক উক্ত প্রদেশ পরাভূত হওনাবধি মুশলমানদিগের দীর্ঘকাল অধীন ছিল। অনন্তর প্রসিদ্ধ গুইকুয়ার নৃপতি বৃন্দের প্রভাব উক্ত প্রদেশের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইলে মুশলমান দিগের প্রভাব ধ্বংশ হওয়াতে প্রাগুক্ত রাজ বংশ দ্বারা উহার অধিকাংশ রাজ্য শাসিত হইয়া আসিতেছে। গুইকোয়ার বংশের প্রকৃত নাম গৈকবাদ। অধুনা বরদা নগরী গৈকবাদ বংশের প্রধান রাজপাঠ হওয়াতে উক্ত রাজ্য বরদা-রাজ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

গৈকবাদ ভূপাল বংশের আদি পুরুষ এক গোপের সন্তান ছিলেন। আদৌ তিনি মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির অধীনে সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। রায়গড় মুশলমানদিগের হস্তে নিপতিত হইলে ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ব্বিনীত পাপাত্মা ঔরঙ্গজেব অতি নিষ্ঠুরতাচরণ পূর্ব্বক মহারাষ্ট্রীয় অধীশ্বর শাম্বাজীর প্রাণ সংহার করে ও তদীয় দারাপুত্রদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে। অনন্তর ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্রগণ সাম্রাজ্য লোভে লোলুপ হইয়া ভয়ঙ্কর গৃহ বিবাদ প্রজ্জলিত করাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা দক্ষিণদেশে সংহার মূর্ত্তি ধারণ করতঃ মোগল প্রভুত্ব উচ্ছিন্ন করণের উপক্রম করিয়াছিল। ঐ সময়ে দক্ষিণ দেশের শাসন কর্ত্তা জুলফিকার খাঁ মহারাষ্ট্রীয় অধীশ্বর শাম্বাজীর পুত্র শাহুর কারা বিমোচনের কুমন্ত্রণা প্রদান করে। প্রায় সপ্তদশ বৎসর তিনি দিল্লিতে কারারুদ্ধ ছিলেন। সেই হেতু মহারাষ্ট্রীয়েরা শিবজীর কনিষ্ঠ সন্তান ও তদীয় পুত্রকে ক্রমান্বয়ে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া এতাবৎ কাল মহারাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন; যে সময়ে শাহু কারাগার

হইতে মুক্তি লাভ করেন, তৎকালে শাহুর পিতৃব্যপত্নী তারাবাঈ স্বীয় অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্রের প্রতিনিধি ছিলেন। শাহু দিল্লি হইতে মুক্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে তিনিই তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তির বিষম কণ্টক হওয়াতে ভয়ঙ্কর গৃহ বিবাদের সুচনা হইয়া দাঁড়াইল। যে তীব্র অস্ত্রে মহাত্মা শিবজী ও তদীয় আত্মজেরা ভারতবর্ষস্থ মোগল সাম্রাজ্য হীন ভাবাপন্ন করিয়া আনিয়া ছিলেন, জুলফিকার খাঁর কুচরিত্রেই সেই বিশ্বজয়ী শাণিত তরবারি স্বদেশের উপরে প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। উপরোক্ত সংগ্রাম কালে গুজরাট প্রদেশস্থ খুন্দিরাও ধবারি শাহুর পক্ষে সেনাপতির কর্ম্মে নিযুক্ত হন এবং দামাজী গৈকবাদ তাঁহারি অধীনে সৈনিক কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন, তিনি ঐ সময়ে বিপুল সাহস ও অপরিসীম রণদক্ষতা প্রকাশ করাতে খুন্দিরাও ধবারির অনুগ্রহে মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যাধিপতি শাহুর নিকট বিশেষ পরিচিত হইয়া সেনাপতির নিম্নস্থ পদ এবং সম্ভ্রান্ত উপাধি লাভ করতঃ গৈকবাদ বংশের নামোজ্জ্বল করেন ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে দামাজীর মৃত্যু হওয়াতে তৎপুত্র পীলাজী পৈতৃক কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম দক্ষিণ দেশে স্বাধীনতা সংস্থাপনার্থ সম্যক সচেষ্টিত হন, তদর্থে তিনি দিল্লীশ্বরের নিষেধের অনুমোদন না করিয়াও তাঁহার পিতৃব্যকে গুর্জ্জর প্রদেশের প্রতিনিধি শাসন কর্ত্তৃত্বে নিয়োজিত করতঃ মালব দেশস্থ সৈন্য লইয়া দক্ষিণ দেশাধিকারে ব্যাপৃত হন। সম্রাট নিজামের তাদৃশ স্বেচ্ছাচারিতায় কুপিত হইয়া সমুচিত দণ্ড বিধান জন্য সুরবলন্দ খাঁ এবং রাজা গিরিধারীকে মালব ও গুজরাট প্রদেশ শাসন জন্য প্রেরণ করেন। তজ্জন্য নিজাম মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যাধ্যক্ষ কাণ্টাজী ও গৈকবাদকে গুর্জর প্রদেশের আয়ের চতুর্থ ও দশমাংশ কর প্রদানের অঙ্গীকার করতঃ এক সন্ধি স্থাপন করেন। সুর বলন্দ খাঁ গুজরাট প্রদেশ আক্রমণ করিলে কাণ্টাজী ও পীলাজী গৈকবাদ নিজামের পক্ষে সহায়তা করাতেই সম্রাট-সৈনাগণ পরাভূত হয়। অনন্তর নিজাম অঙ্গীকৃত পুরষ্কার উক্ত উভয় মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যাধ্যক্ষকে প্রদান করেন, কিন্তু অর্থ বিভাগ বিষয়ে উভয় সৈন্যাধ্যক্ষের তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল। অঙ্গীকৃত করের কে কোন অংশ গ্রহণ করিবেন তাহার বিশেষ নির্দ্দেশ না হওয়াতে তাঁহারা উভয়েই শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন। কাণ্টাজী ও পীলাজী উভয়েই মহারাষ্ট্রীয় অধিপতির প্রধান কর্ম্মচারী এবং উভয়ই সমমর্য্যাদা বিশিষ্ট তজ্জন্য তাঁহারা নিজামের পুরস্কৃত করের কেহই ন্যূন অংশ গ্রহণে সম্মত হইলেন না। অনন্তর কাম্বে জনপদের মধ্যে তাঁহারা দারুণ উৎপাৎ এবং গ্রাম নগরাদি ভস্মীভূত করাতে তত্রত্য অধিবাসীরা কাণ্টাজীর প্রাধান্য স্বীকার করিলেক এবং গৈকবাদকে কাম্বে ত্যাগের জন্য বিংশতি সহস্র মুদ্রা প্রদানে সম্মত হইল। কিন্তু তাহাতে যুদ্ধের উপশান্তি না হইয়া আরও সংগ্রাম-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অনন্তর নিজামের কর্ম্মচারীগণের মধ্যবর্ত্তীতায় উক্ত বিবাদের উপশান্তি হয়। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে শাহুর প্রধান মন্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ বালাজী বিশ্বনাথের পরলোক প্রাপ্তি হয়। তদীয় সন্তান বাজীরাও পেশবা সর্ব্ব বিষয়ে পিতৃগুণাক্রান্ত ছিলেন। তিনি পিতৃপদে অধিরূঢ় হইয়া কিছুকাল শাহুর আজ্ঞাবহ হইয়া ছিলেন, পরন্তু মোগল সৌভাগ্য অধোগত হইতে দেখিয়া শাহুকে কতিপয় সৎ-

পরামর্শ প্রদান করেন, কিন্তু বাজীরাও যেরূপ বুদ্ধিমান ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, শাহুর প্রকৃতি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। মুশলমান অন্তঃপুরের শিক্ষা হইতে তাঁহার তেজস্বিনী সমুদায় মনোবৃত্তি বিকৃত হওয়াতে বাজীরাওর পরামর্শে অসম্মত হন। তদর্থে উক্ত মন্ত্রীপ্রবর শাহুর প্রতি উপেক্ষা করতঃ সকল কার্য্য স্বাধীন ভাবে সম্পাদন করণের সংকল্প করিলেন।

যে সময়ে গৈকবাদ ও কান্টাজীর পরস্পর বিষম্বাদ উপস্থিত হয় বাজীরাও তৎকালে হোলকার, সিন্ধিয়া ও পুয়ার প্রভৃতির সাহায্যে মালব ও শ্রীরঙ্গ পট্টন লুণ্ঠন ও চৌথ গ্রহণ দ্বারা বিশেষ উপদ্রব উপস্থিত করেন, তদর্থে নিজাম বাজীরাওর প্রতাপ লোপ করণার্থ সেতারার যুদ্ধানল পুনঃ উত্তেজিত করণের সংকল্প করিতে লাগিলেন। শাহুর প্রতিযোগী শম্বাজী ঐ সময়ে পেশবার কোন কোন সম্পত্তি তাঁহার পৈতৃক বিভব বলিয়া অভিযোগ করাতে নিজাম তৎসুযোগে আপন মনোভিষ্ট চরিতার্থ করণের বিহিত উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তজ্জন্য তিনি উভয় বিরোধী মহারাষ্ট্রীয় রাজ পক্ষকে তাঁহার নিকট তাহাদের স্বত্ব সাব্যস্ত করণের জন্য আহ্বান করিলেন। শাহু সমন্ত্রীবর্গে নিজামের উল্লিখিত অনধিকার চর্চ্চায় অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইলেন। বাজীরাও অনতিবিলম্বে সৈন্য সংগ্রহ করতঃ তন্নির্জ্জাতনে দৃঢ়তর অঙ্গীকার করিয়া নিজামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম উপস্থিত করিলেন, তাহাতে নিজাম পরাস্ত হইয়া পেশবার সহিত সন্ধি স্থাপনে প্রণোদীত হন। ঐ সময়ে সুরবলন্দ খাঁ বাজীরাওকে চৌথ প্রদানে অঙ্গীকৃত হইয়া তৎসহ সন্ধি স্থাপণ করেন। ঐ সন্ধি প্রকরণে লিখিত হইয়াছিল যে, তত্রত্য কোন অধিবাসী বিদ্রোহী দলে কোন প্রকার সাহায্য প্রদান করিতে পারিবে না। ঐ প্রকরণ শুদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ত্র্যম্বকরাও ধবারি ও গৈকবাদকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল। তন্নিমিত্ত গৈকবাদ ও ত্র্যম্বকরাও ধবারি বাজীরাওর প্রাগুক্ত প্রকরণের প্রতিবাদ করণার্থ মহারাষ্ট্রীয় শ্রেষ্টীগণের সহিত সন্ধি সমাধা করেন। পরন্তু উক্ত সংগ্রামে ত্র্যম্বক রাও ধবারির প্রাণত্যাগ হওয়াতে গুর্জ্জর প্রদেশের মধ্যে বাজীরাওর স্বাধীকার সংস্থাপিত হইল। অনন্তর বাজীরাও ধবারী ও গৈকবাদের প্রতি বিশেষ সদ্ভাব প্রকাশপূর্ব্বক ত্র্যম্বকরাও ধবারির অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্রের প্রতিনিধির কার্য্যে তদীয় ভ্রাতা উমাবাঈকে নিয়োজিত করিয়া পীলাজী গৈকবাদকে সেনাপতির কর্ম্মে নিয়োজিত করিলেন ও তাঁহাকে সেনা খাসকিল অর্থাৎ নৃপাধ্যক্ষ এই উপাধি প্রদান করিলেন। পরন্তু ইহাও স্থিরিকৃত হয় যে, গুর্জ্জর প্রদেশের মধ্যে ত্র্যম্বকরাও ধবারির অপ্রাপ্ত ব্যবহার শিশুর যে সমস্ত অধিকার থাকিবে কেবল বাজীরাওকে তাহার অর্দ্ধাংশ মাত্র কর প্রদান করা হইবে। কিন্তু দিল্লির সম্রাট বাজীরাওকে গুর্জ্জর প্রদেশের চতুর্থাংশ কর প্রদানে অসম্মত হইয়া সরবলন্দ খাঁকে রাজ কার্য্য হইতে অপসৃত করিলেন। এবং তৎপরিবর্ত্তে মাড়বার রাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ অভয় সিংহকে উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ সময়ে পেশবার অনুপস্থিতি জন্য পীলাজী গৈকবাদ অনেকগুলি জনপদ অধিকৃত করেন। অভয় সিংহ তাঁহার প্রাণ সংহারার্থে সন্ধির ছল করিয়া কতকগুলি অনুচরকে তাঁহার শিবিরে প্রেরণ করেন, তদবধি উহারা সর্ব্বদা পীলাজীর নিকট গতায়াত করিত। পরিশেষে একদা অপরাহ্নে উক্ত নৃশংস অনুচরেরা পীলাজীর সহিত সাক্ষাত করিয়া সায়ংকালে শিবির হইতে বহির্গত হয়,

পরন্তু উহার এক ব্যক্তি পুনরায় শিবির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অতি গোপনে একটা কথা কহিবার ছলে একেবারে পীলাজীর অত্যন্ত সন্নিকটে গমনপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ তরবারী দ্বারা তাঁহার বক্ষস্থল ভেদ করে। তাহাকে তদ্দণ্ডেই কৃতান্তের ভবনে প্রেরণ করা হইল, কিন্তু তাহার সহচর পূর্ব্বেই পলায়ন পুরঃসর আত্ম রক্ষা করিয়াছিল। বরদার সান্নিধ্য পাদরাবতস্থ দিলহা দশায়ীর সহিত পীলাজীর বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল, ঐ ব্যক্তি কোল ভীল প্রভৃতি অসভ্য লোকদিগকে প্রোৎসাহিত করত রাজ্যের নানাবিধ বিঘ্ন ও বিদ্রোহ সমুৎপাদনানন্তর পীলাজীর সহোদর মহাদাজীকে বরদা আক্রমণের জন্য আহ্বান করেন। মহাদাজীর হস্তে জম্বুশীর রক্ষার ভার ছিল, তিনি তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক বরদা আক্রমণ করত জয় লাভ করিলেন। সেই অবধি উক্ত রাজ্য গৈকবাদ ভুপালদিগেরই হস্তে নিবদ্ধ থাকিল।

পীলার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম্মাজী গৈকবাদ পিতৃহত্যার প্রতিকার মানসে সোনগড় হইতে বহু সৈন্য আনয়নপূর্ব্বক গুজরাটের পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক রাষ্ট্র জয় করত যোধপুর পর্য্যন্ত সমর শিখা পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সমর উত্তেজনায় অভয় সিংহ এত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন যে, অতি ত্বরায় আহম্মদাবাদে এক জন প্রতিনিধিকে নিযুক্ত করিয়া তিনি স্বদেশ যাত্রা করণে প্রণোদীত হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে ত্র্যম্বক রাও ধবারির পুত্র যশোবন্ত রাও ধবারি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তিনি পৈতৃক আসনাধিকারে কোন ক্রমেই সক্ষম না হওয়াতে পীলাজীর পুত্র ধর্ম্মাজী গৈকবাদ মহারাষ্ট্র অধীশ্বরের সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন।

সাহুজী পরলোক প্রাপ্তির কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তারা বাঈর পৌত্র রামরাজাকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। শাহুর মৃত্যুর পর তিনিই সেতারার রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে ভুপাল আপন মন্ত্রী বালাজী বিশ্বনাথের হস্তেই সমস্ত রাজকীয় কার্য্যের ভার প্রদান করিয়াছিলেন, সেই হেতু পেশবাই সমস্ত ক্ষমতা সংভোগ করিতেন, সেতারার রাজ বংশকে তিনি কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতে দিতেন না। পরন্তু তারা বাঈ অতি বুদ্ধিমতী এবং দুরভিজ্ঞা ছিলেন। তিনি আপনার পৌত্রকে পেশবার অধীনতা হইতে মোচনার্থে বালাজী বাজীরাওর বিরুদ্ধে সংগ্রাম উপস্থিত করিলেন। উক্ত সমর সূত্রে ধর্ম্মাজী গৈকবাদ তারা বাঈর পক্ষে সাহায্য ও অনুকুলতাচরণ করাতে কোন গুপ্ত অনুচর দ্বারা পেশবা তাঁহাকে ধৃত করত অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। অনন্তর গৈকবাদ পেশবাকে ভবিষ্যতে জয়ের সমান অংশ ও গুর্জ্জর প্রদেশের বক্রী করস্বরূপ পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রা দানের অঙ্গীকার করাতেই মুক্তি প্রদান করেন। পরবৎসর ধর্ম্মাজী কাত্তিবার জনপদ পরাভুত করিয়া যে বিভব প্রাপ্ত হন উহার অর্দ্ধাংশ তিনি বালাজী বাজীরাও পেশবাকে প্রদান করত অঙ্গীকার পালন করেন ও সংগ্রাম কালে পেশবার সাহায্যার্থে সৈন্য দানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। অতঃপর গৈকবাদ এবং পেশবা রাঘোবার অধীনে সৈন্য নিয়োগ করত মোগলদিগের হস্ত হইতে গুর্জ্জর প্রদেশাধিকারে উদ্যত হন। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা উক্ত প্রদেশের রাজপাঠ আহম্মদাবাদ নগর উৎপাটীত করিয়া সমানাংশ করিয়া উভয়ে উক্ত প্রদেশস্থ মোগল আধিপত্য গ্রহণ করেন। মধুরাও পেশবার আধিপত্য সময়ে পেশবার ভ্রাতা

রাঘবারাও রাজবিদ্রোহিতাচরণপূর্ব্বক গুর্জ্জর প্রদেশে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মাজী গৈকবাদ তৎকালে রাঘবার পৌষ্টিকতা করিয়াছিলেন। তদীয় পুত্র গোবিন্দ রাওর অধীনে বহুতর সৈন্য দিয়া তাঁহার যথোচিত সাহায্য করেন। তন্নিমিত্ত পেশবার সহিত তাঁহার যে সম্ভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল তাহা তীরোহীত হইল এবং যুদ্ধে পরাভূত হইয়া প্রতিবর্ষে তাঁহাকে ৭৭৯০০০ মুদ্রা ও যুদ্ধ সময়ে চারি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য প্রদান করিবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন।

ধর্ম্মাজী চারিজন পুত্রের জীবদ্দশাতেই পরলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তান গোবিন্দ রাও তাঁহার মধ্যম দারার গর্ব্ভজাত ছিলেন। সিয়াজী তাঁহার জ্যেষ্ঠ মহিষীর গর্ব্ভ সম্ভূত, মানজী ও ফতে সিংহ তাঁহার কনিষ্ঠ পত্নীর গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার মধ্যম স্ত্রীর গর্ব্ভসম্ভূত জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দ রাও পিত্রাদেশে বিদ্রোহী রাঘবার পক্ষে যোগ দেওয়াতে পেশবা পুনাতে তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখেন, তদবধি তিনি পুনাতেই ছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র তিনি পেশবাকে ভুরি অর্থ উপঢৌকন প্রদান করিয়া ও কতিপয় বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ হইয়া পৈতৃক পদ এবং উপাধী প্রাপ্ত হন। কিন্তু হিন্দু ব্যবহারানুসারে জ্যেষ্ঠ সন্তানই পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইবার রীতি থাকাতে ধর্ম্মাজীর কনিষ্ঠ সন্তান ফতে সিংহ জ্যেষ্ঠ বিমাতৃ-পুত্র সিয়াজীর রাজ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত বিশেষরূপে উত্তেজনা ও ভুরি আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পেশবার সম্মতিক্রমে পীলাজীর জ্যেষ্ঠ ভার্য্যার সন্তানকেই রাজ্যাভিষিক্ত করা ধার্য্য হইলে গৈকবাদ-রাজ্যে ভ্রাতৃ-বিরোধ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। তন্নিমিত্ত ফতে সিংহ ইংরাজদিগকে বারিঘোষা জনপদ প্রদানপূর্ব্বক ব্রীটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত এক মৈত্রেয় সন্ধি স্থাপন করেন। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, ভূতপূর্ব্ব পেশবার ভ্রাতা রঘুজী রাও নারায়ণ রাও পেশবার প্রাণ বিনষ্ট করত নির্ব্বিঘ্নে মহারাষ্ট্রীয় সিংহাসনে অধিরূঢ় হন্। তৎসময়েই তিনি ফতে সিংহের মধ্যম ভ্রাতা গোবিন্দ রাওকে বরদার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার ঐ গর্হিত কর্ম্মের অল্প দিবস পরে পেশবার মন্ত্রীবর্গ রঘুজী রাওকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ভূত-পূর্ব্ব পেশবার এক অতি শিশু সন্তানকে পেশবার পদে স্থাপিত করিলেন। রঘুজী গুর্জ্জর প্রদেশে পলায়ন করাতে গোবিন্দ রাওর সহায়তায় পুনঃ সিংহাসন প্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহার বিশেষ উৎসাহ জন্মিল। তন্নিমিত্ত বোম্বাই গবর্ণমেন্টের সহিত তাঁহার সন্ধি হইবার কল্পনা হয়, কিন্তু ঐ সন্ধি দ্বারা ইংরাজদিগের নিকট হইতে যে সৈন্য সাহায্য প্রাপ্ত হন্ তাহারা বরদার পদচ্যুত রাজার বিশেষ ইষ্টসাধন করিতে আদৌ অক্ষম হইয়াছিল, অনন্তর গুর্জ্জর প্রদেশে ব্রীটীশ বীরত্বক্রমে প্রকাশ হওয়াতে ফতে সিংহ রাঘবার সহিত এক সন্ধি স্থাপনে প্রমোদিত হন্। পরন্তু বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট ঐ সন্ধির পোষকতা না করাতে রঘুজীর সহিত ইংরাজদিগের সকল সংস্রব রহিত হয়।

বর্গেয়ন্ নামক স্থানের সন্ধি শেষ হইবার পর মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রভাব বিনাশের জন্য ইংরাজেরা গৈকবাদের সহিত মন্ত্রণা করিলেন, তৎসাহায্যেই পেশবার কোন কোন দেশ ইংরাজেরা অধিকৃত করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সহিত ইংরাজদিগের

পরস্পর সাহায্য দানের প্রতিজ্ঞায় এক মৈত্রেয় সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহাতে এই রূপ প্রতিজ্ঞায় সন্ধি সমাধা হয় যে, মাহী-নদীর উত্তর তীরবর্ত্তী-দেশ সকল গৈকবাদ গ্রহণ করিয়া তাপ্তি নদীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী অবশিষ্ট দেশ ইংরাজদিগকে অর্পণ করিবেন। এতদ্ভিন্ন আপদ কালে ইংরাজদিগকে তিনি ত্রিশ হাজার সৈন্য প্রদান করিবেন।

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর ফতে সিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার ভ্রাতা মানজী গৈকবাদ পেশবার অনুমতিক্রমে সিংহাসনে অধিরূঢ় হন্। কিন্তু মালব রাজ্যের অধিপতি সুপ্রসিদ্ধ মহাদাজী সিন্ধিয়া গোবিন্দ রাওকে তৎপদে স্থাপন জন্য বিশেষ সচেষ্টিত হইয়াছিলেন। ইংরাজদিগের সাহায্য প্রাপ্ত হইলে তিনি ঐ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতেন সন্দেহ নাই। সালবায়ের সন্ধির অনুরোধ বশত ইংরাজেরা তাঁহাকে সাহায্য দানে অসম্মত হইয়াছিলেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১ আগষ্ট মানজীর মৃত্যু হয়। গোবিন্দ রাও গৈকবাদ তৎপদাভিষিক্ত হওয়াতেই বরদা রাজ্যের গৃহ বিবাদের উপশান্তি হইয়াছিল।

পেশবার প্রতিনিধি আবাশেলুকার গৈকবাদ রাজ্যেশ্বরের অধিকৃত দেশে কর সংগ্রহ করাতে পেশবার সহিত পুনঃ গোবিন্দ রাওর শত্রুতা হয়। তদর্থে ইংরাজেরা মধ্যস্থ হইয়া ঐ বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেন এবং পণ্ডিত প্রধান বাজীরাও পেশবা বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা কর গ্রহণে গৈকবাদকে পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত গুর্জ্জর প্রদেশস্থ সমস্ত অধিকারের সনন্দ প্রদান করেন।

উক্ত অব্দে আশ্বিন মাসে গোবিন্দ রাও গৈকবাদের পরলোক প্রাপ্তি হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আনন্দ রাও গৈকবাদ তৎপদে অধিরূঢ় হন্। আনন্দ রাও অতীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং মৃদুস্বভাব বশতঃ তাদৃশ উচ্চ পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলেন। তাঁহার পিতার অনভিজাত, উপদারার কানোজী নামে এক পুত্র ছিলেন। সেই ব্যক্তিই আনন্দ রাওকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হন্। পরন্তু তাঁহাকে ত্বরায় সিংহাসন হইতে দুরীকৃত করা হয়।

গৈকবাদ রাজ্যেশ্বরের অধীনে বহু আরব সৈন্য ছিল। ঐ সকল সৈন্য গৈকবাদ রাজ্যের মধ্যে অত্যন্ত উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল। উহাদের নিমিত্ত রাজ সংসার হইতে প্রতিবর্ষে ৩,০০,০০০ লক্ষ টাকা অপব্যয় হইত। অথচ তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করণের রাজার কোন ক্ষমতাই ছিল না। কারণ ২০,০০,০০০ বিংশতি লক্ষ মুদ্রা তাহাদের বেতন পাওনা রহিয়াছে, তদ্ভিন্ন উপস্থিত বর্ষের সমস্ত রাজস্ব তাহারা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। এই হেতু গৈকবাদ উহাদের দমন জন্য ইংরাজদিগকে প্রায় ষাটী সত্তর লক্ষ টাকার আয় প্রদান করত উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে বম্বে গবর্ণমেণ্ট গৈকবাদের নিকট হইতে এক কোটী মুদ্রা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার সমস্ত জনপদ প্রত্যর্পণ করিবার মানস করেন। কিন্তু তৎকালে কর্ত্তৃপক্ষ ঐ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করেন নাই।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, পাঁচ লক্ষ মুদ্রা গ্রহণে পেশবা গৈকবাদকে কাস্তিবার ও আমেদাবাদ নগরের সনন্দ দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বারে দশবৎসরের জন্য দিবার প্রতিজ্ঞা ছিল। অতএব তিনি ঐ অর্থের জন্য গৈকবাদকে উত্তেজনা

করিলে তাঁহাকে তিনি এই প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন যে, তাঁহার অসম্মতিতে পেশবা ইং-রাজদিগকে ব্রোচ জনপদ অর্পণ করিয়াছেন, অধিকন্তু গুর্জ্জর প্রদেশস্থ পেশবার অধিকৃত রাজ্য রক্ষার জন্য তাঁহার অধিক অর্থ ব্যয় হইয়াছে, অতএব তিনি আর অতিরিক্ত অর্থ প্রার্থনা করিতে পারেন না। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত সনন্দ শেষ হওয়াতে পেশবা গৈকবাদকে পুনঃ সনন্দ প্রদানে অসম্মত হইলেন।

ত্র্যম্বকজী আঙ্গ্লিয়া নামা পেশবার এক বিশেষ অনুগৃহীত কর্ম্মচারী কাত্তিবার প্রদেশীয় কর গৈকবাদ না গ্রহণ করিতে পারেন, তন্নিমিত্ত তত্রস্থ শ্রেষ্ঠীগণকে বিশেষরূপে সতর্ক করিয়া দিলেন। ঐ বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য গৈকবাদ প্রধানামাত্য গঙ্গাধর শাস্ত্রীকে ইং-রাজদিগের প্রতিভূর উপর নির্ভর করিয়া পুণায় প্রেরণ করিলেন। ঐ স্থলে দুরাত্মা ত্র্যম্বকজী আঙ্গ্লিয়া নিরীহ শাস্ত্রীর অতি জঘণ্য রূপে প্রাণ সংহার করাতে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জুন ইংরাজদিগের সহিত পেশবার এক সন্ধি স্থা-পিত হয়। ঐ সন্ধিতে গৈকবাদ রাজ্যের উপর পেশবার সম্বন্ধ রহিত হইল। কেবল পেশবার বক্রি ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত গৈকবাদ প্রতি বর্ষে ৪,০০,০০০ লক্ষ মুদ্রা পেশবাকে প্রদান করিবেন কথা ছিল। কিন্তু পরে পেশবার প্রভুত্ব উচ্ছিন্ন হওয়াতে তিনি ঐ দায় হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ছিলেন।

উপরোক্ত পরিবর্ত্তন জন্য ইংরাজদিগের সহিত আর এক সন্ধি হয়, তাহাতে আনন্দ রাও গৈকবাদ পেশবার যে সমস্ত দেশ অধিকৃত করিয়া ছিলেন তাহা ইংরাজদিগকে অর্পণ করিলেন। উভয়ে বিপদকালে পরস্পরের সাহায্য প্রদান করণের প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইলেন। এবং পলায়িত অপরাধিকে উভয়েই স্ব স্ব রাজ্য হইতে ধৃত করিয়া দিবার অঙ্গীকার করিলেন।

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের দ্বি-তীয় দিবসে আনন্দ রাও গৈকবাদের মৃত্যু হয়, এবং তদীয় ভ্রাতা সায়জী রাও সিংহাসন প্রাপ্ত হন্। তাঁহার মৃত্যু অবধি ইংরাজেরা বরদার রাজকার্য্যে আর কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি-তেন না। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে গৈকবাদ রাজ্যের ১০,৬৬,২৯৭ এক কোটী সাত লক্ষ ছয়ষষ্টি সহস্র দুই শত সাতানব্বই মুদ্রা ঋণ প্রকাশ হইয়া পড়িল। ঐ সময়ে উক্ত ঋণ পরিশোধের বিশেষ নিয়ম ইংরাজেরা স্থির করিয়া দেন।

ঐ অব্দে ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার আর এক সন্ধি হয়। ঐ সন্ধি দ্বারা ইংরাজেরা গুর্জ্জর প্রদেশের মধ্যে অহিফেন বিক্রয় করণের অনু-মতি প্রাপ্ত হন্। গৈকবাদ সন্ধি দ্বারা স্বীয় অধীনে পাঁচ হাজার সৈন্য রাখিবার অঙ্গীকার করেন, পরন্তু তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যেরা শিক্ষা অভাবে সংগ্রাম ব্যাপারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিল, এই হেতু উক্ত শিক্ষার ভার ব্রীটীশ গবর্ণমেণ্ট স্বকরে গ্রহণ করেন এবং তাহাদিগের আবশ্যকীয় ব্যয় সম্পাদনার্থে গৈকবাদের নিকট হইতে পঞ্চদশ লক্ষ বার্ষিক আয়ের জনপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, অনন্তর দশলক্ষ মুদ্রা এককালে প্রদান করাতে ইংরাজেরা ঐ জনপদ পরিত্যাগ করেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের পর অবধি ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার মনোভঙ্গ হয়। ১৮৪০ অব্দে ব্রীটীশ গবর্ণমেণ্ট গৈকবাদকে সৈন্য হ্রাস করণের প্রস্তাব করেন। পরন্তু নৃপতি তাহা না করিবায় ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রীটীশ গবর্ণমেণ্টের সহিত বরদা অধীশ্বরের

বিবাদের সূচনা হয়, তজ্জন্যই গৈকবাদ পুনরায় আর এক সন্ধি করেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শিপাহী বিদ্রোহ সময়ে গৈকবাদ ইংরাজদিগের যথেষ্ট আনুকূল্য করাতে তাঁহার বার্ষিক যে তিন লক্ষ মুদ্রা সৈন্যের জন্য ইংরাজদিগকে প্রদান করিতে হইত তাহার রহিত হইল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গৈকবাদ বরদা ও বোম্বাই রেলওয়ে স্থাপন জন্য ভূমি প্রদান করেন। তন্নিমিত্ত তিনি স্বীয় রাজ্যের রেলওয়েয় লভ্যের অংশ গ্রহণার্থ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। কিন্তু তাহা বিফল হইয়াছিল।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৯ ডিসেম্বর সায়জীর পরলোক প্রাপ্তি হয়। তাঁহার পুত্র গণপত রাও গৈকবাদ বরদার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ১৮৫৬ অব্দের নবেম্বর মাসের ১৯ গণপতরাওর মৃত্যু হয়, এবং ১২ ডিসেম্বর তাঁহার সহোদর খুণ্ডিরাও রাজা হন। তিনি দত্তক গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্ত হন। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তদীয় ভ্রাতা মুলহর রাও বরদার রাজ্যের রাজা হইয়াছেন। তাঁহার সম্মানার্থে একবিংশতি তোপ ধ্বনি হইবার আদেশ আছে। ১৮৪০ অব্দে উক্ত রাজ্য হইতে অণুমরণ, এবং ১৮৪৯ অব্দে শিশু-বিক্রয়-প্রথা রহিত করা হইয়াছে। ১৮৫৬ দাস-বিক্রয় প্রথাও রহিত হইয়াছে। বরদা রাজ্য ৪৩৯৯ চতুরস্র জ্যোতিষী ক্রোশ দীর্ঘ। রাজ্যের আয় ৬০,০০,০০০ লক্ষ মুদ্রা। অধিবাসী ১৭১০৪০৪ লোক। অশ্বারোহী সৈন্য ৫৭৫০। পদাতিক চারিসহস্র। ২৫ টা কামান। অন্যান্য তিন সহস্র।

পাংশুবর্ণ নোর বা শুক।

আমাদিগের পাঠকগণের মধ্যে অনেকে এতৎ পত্রে চিত্রিত ও বহুকালাবধি এতদ্দেশে প্রসিদ্ধ পাংশুবর্ণ নোর দেখিয়াছেন। ইহার বর্ণ পাংশুর ন্যায়, কিন্তু প্রত্যেক পক্ষের পার্শ্ব ভাগ ক্রমশঃ শ্বেতবর্ণে পরিণত হওয়াতে ইহার দেহ এক প্রকার চক্রাবলিতে সজ্জিত দেখা যায়। ইহার পুচ্ছদেশ লোহিত বর্ণ এবং বক্ষ দেশের নিম্ন ভাগ হইতে সমস্ত তল দেশ শ্বেতাক্ত বিশিষ্ট হয়। ইহার শব্দানুকরণ নৈপুণ্য এতাদৃশ অধিক যে আমাদিগের জানিত শুয়া জাতীয় পক্ষীর মধ্যে আর কোনটিও ইহার শিক্ষা নৈপুণ্যের সমতা লাভ করিতে পারে না। পাংশু বর্ণ নোরের নর ভাষা শিক্ষা বিষয়ে আমরা সচক্ষে যাহা দেখিয়াছি তাহা লিখিতেছি। ৺ পিতাঠাকুর একটি পাংশুবর্ণ শুয়া পালন করিয়াছিলেন, এবং ঐ পক্ষীটি নরভাষা ও শব্দানুকরণে এরূপ পটু হইয়াছিল যে উহা তাঁহার স্বরাদির অবিকল অনুকরণ করিত। ঐ শুয়া সর্ব্বদা বিনা শৃঙ্খলে দ্বারসম্মুখে লম্বমান ডাড়ে বসিয়া থাকিত এবং আমাদিগকে ও ভৃত্যগণকে ৺ পিতাঠাকুরের স্বরে নামোচ্চারণ করিয়া ডাকিতে পারিত। এক দিবস আমাদিগের পারিবারিক ডাক্তর গৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন এমত সময়ে ঐ পক্ষী ডাড় হইতে উড়িয়া তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করে "তুমি কে না বলে যে ঘরে যাচ্চ" তাহাতে ডাক্তর চমৎকৃত হইয়া ঐ নোরকে জিজ্ঞাসা করেন "তুমি কে?" নোর অমনি "আমি বাবার সকের খাঁখি নোর" বলিয়া উত্তর দেওয়াতে ডাক্তর রহস্যের সহিত কহিলেন "আমি বাবার ডাক্তর" এবং তচ্ছ্রবণে নোর

পাংশুবর্ণ নোর বা শুক।
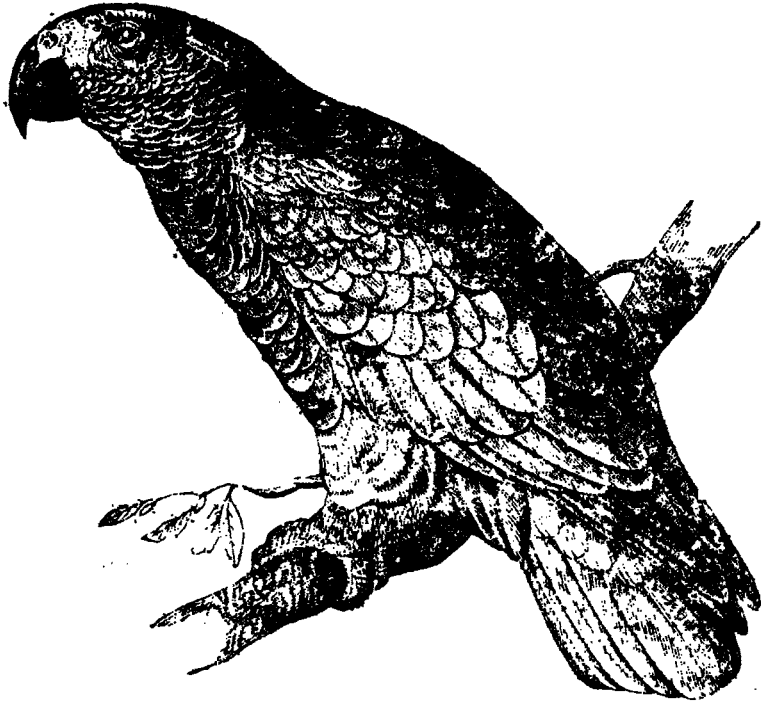
তাড়ে উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল "বাবা ডাক্তার এসেচেন"। ঐ শুক তৃষ্ণান্বিত ও ক্ষুধার্ত হইলে ভৃত্যগণের নামোল্লেখ করিয়া ডাকিত ও আহার দিতে বলিত এবং তাহারা বিলম্ব করিলে ৺পিতাঠাকুরকে বলিয়া উহাদিগকে তিরস্কৃত করিত।

আমেরিকা খণ্ডের পশ্চিমাংশে এই পাংশু নোরের আদি উৎপত্তি স্থান। ইহার স্বাভাবিক অবস্থাও বিশেষ বৃত্তান্ত অদ্যাপি সম্পূর্ণ রূপে প্রচারিত হয় নাই। ইহা যে ইউরোপ ও আসিয়া খণ্ডে বহু কালাবধি পালিত হইতেছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রোম নগরের এক জন কারডিনাল পদ বিশিষ্ট, বর্দ্ধিষ্ণু লোক যে একটি পাংশু শুক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রায় ক্রয় করেন তাহা ইতিহাসে দেখা যায়। ইহার গঠনাদি ও জাতীয় স্বভাবালোচনায় বোধ হয় যে ইহারা বন্যাবস্থায়, শুষ্ক বৃক্ষ-কোটরে কুলায় নির্ম্মাণ ও সন্তানোৎপাদন করে কিন্তু তাহা অদ্যাপি কেহ প্রত্যক্ষ দেখেন নাই। ইহাকে পালন অর্থাৎ রুদ্ধ করিলে প্রায়ই শাবকাদি উৎপাদন করে না, কিন্তু সুবিখ্যাত প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ বকোন সাহেব বলিয়াছেন যে, তিনি সচক্ষে এক পুরুষ ও এক স্ত্রী পাংশু নোরকে ফ্রান্স দেশে ক্রমাগত ৪।৫ বৎসর শাবকোৎপাদন ও পালন করিতে দেখিয়াছেন। উক্ত পক্ষী-মিথুন করাতনির্গত কাষ্ঠের গুড়ায় কতক পূর্ণ একটি কাষ্ঠের পিপাতে কুলায় করিয়াছিল এবং তথায় অণ্ড প্রসব সময়ে প্রতিবার প্রায় চারিটী কপোতাণ্ডবৎ শ্বেতবর্ণ অণ্ড প্রসব করিত। পাংশু নোর সযত্নে পালিত হইলে বহুকাল জীবিত থাকে এবং লিভিলান্ট সাহেব কহেন যে তিনি একটিকে অন্যূন ৯৩ বৎসর জীবিত থাকিতে দেখিয়াছিলেন।

বার্‌লিন্ নগর।

অনধিক-কাল-নির্ব্বাপিত যে ফ্রাঙ্ক-পুশিয়ান্ সমরানলে বহু লক্ষ মহা-প্রাণীর বিনাশ হইয়াছে এবং যাহাতে ভূমণ্ডলের ভূষণ স্বরূপ শোভা ও সম্পদশালী ফ্রান্স রাজ্য স্থানে২ প্রবল বাত্যাবিদলিত উদ্যান-ভূমির ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন দশাগ্রস্ত হইয়াছে তাহার ঘটনাকালে পাঠক মাত্রেই তৎ যুদ্ধ সম্বন্ধীয় তাড়িৎ যন্ত্র যোগে প্রেরিত ও অন্যান্যরূপে আগত সংবাদ শ্রবণে ব্যগ্র হইয়াছিলেন ও ফরাসিস বা পুশিয়ানদিগের সম্বন্ধীয় প্রস্তাব সকল সাদরে পাঠ করিয়াছিলেন। অপিচ লুইনেপোলিয়ানের সিংহাসনারোহণ কাল হইতে ফ্রান্স রাজ্য ক্রমশঃ উন্নতি পাইয়া ইতি পূর্ব্বে ইউরোপীয় রাজ্য সমস্তকে ঈর্ষান্বিত করিয়াছিল এবং অধীশ্বর তৃতীয় নেপোলিয়ান্ নিজ বুদ্ধি কৌশলে এরূপ আত্মগৌরব ও সাম্রাজ্যশ্রী সম্পাদন করিয়াছিলেন যে ইউরোপ, আশিয়া, আফ্‌রিকা ও আমেরিকার ভূপতিগণ ও রাজ্যতন্ত্রবিৎ বিজ্ঞবৃন্দ তিনি কোন সময়ে কি করেন ও কি বলেন তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য নবমেঘ-পথ-পূর্ব্ববর্ত্তী চাতকের ন্যায় সোৎকণ্ঠে প্রতীক্ষা করিতেন। মহাজন-প্রিয়তা গুণ হেতুক এতদ্দেশীয়গণও সম্রাট নেপোলিয়ানের ও ফ্রান্সদেশের সৌর্য্যাদি গুণের প্রশংসা আনন্দের সহিত শ্রবণ ও পাঠ করিতেন। অতএব যে পুশিয়ানগণের আর্য্য সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন-প্রিয়তা সকলেই জ্ঞাত আছেন, যাহাদিগের অদৃষ্ট পূর্ব্ব সংগ্রাম চাতুর্য্যে সমস্ত ভূমণ্ডল বিস্মিত হইয়াছে এবং যাহাদিগের অতুল বীর্য্যে ফ্রান্স বিজিত ও মহারাজ নেপোলিয়ান শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছেন, সেই পুশিয়ানদিগের আচার ব্যবহারাদি বিষয়ক প্রসঙ্গ পাঠকবৃন্দের তুষ্টিকর বোধে আমরা পুশিয়ান বর্ত্তমান রাজধানী বার্‌লিন্ নগর সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

জর্ম্মানি ও পুশিয়ার সম্মিলনে যে সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে বারলিন্ তাহার রাজপাট। ইহা স্প্রিনদীর তীরে, এবং ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন্ নগর হইতে ২৮৭॥ ক্রোশ পূর্ব্বে স্থিত। শিল্প-কার্য্যালয় ও বিদ্যা-মন্দির ইহাতে যে রূপ বাহুল্য আছে এপ্রকার পুশ রাজ্যের অন্য কোন নগরে দেখা যায় না এবং ইহাতে ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ম রাজ্য কালে যে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হয় তাহা পরম্পরাগত ভূপতীগণের অসামান্যবদান্যতাবলে ইউরোপের সর্ব্ব প্রধান বিজ্ঞানসাহিত্যাদিবিৎ পণ্ডিতগণের আশ্রয় স্থান হইয়াছে এবং এতৎ কারণ বশতই ভূমণ্ডলের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়াপেক্ষা উত্তম বলিয়া পরিগণিত হয়। বারলিন নগর পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল রূপে নির্ম্মিত এবং যে প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্ঠিত তাহাতে ষোড়শটি সুপ্রশস্ত তোরণ বিশিষ্ট প্রবেশদ্বার আছে। ঐ সকল দ্বারের মধ্যে ব্রাডেন-বর্গ তোরণাঙ্ক পথ দিয়া যে রাজ পথ নগরের মধ্য স্থানে গিয়াছে তাহাই বার্‌লিনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাজপথ এবং উহা দীর্ঘে প্রসারিত চারিপংক্তি জম্বীর তরুদ্বারা পঞ্চস্তবকে বিভক্ত হওয়ায় অতি রমনীয়। পূর্ব্বে বারলিনে কতকগুলিন ধীবর মাত্র বাস করিত ও ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকল নিঃশস্য মরুভূম ছিল যাহা ক্রমশঃ তৎস্থান নিবাসীদিগের শ্রম বলে বর্ত্তমান উৎপাদিকা শক্তি ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে! বাণিজ্যাধিক্যাভাব বশতঃ ইহাতে "কনিগসোট্রাসি" অর্থাৎ রাজবর্ত্মাঙ্ক একটি মাত্র চিরবহুজন-সঞ্চারিত প্রধান মার্গ

আছে। ইহাতে উত্তম অট্টালিকা, সুশোভিত সাধারণ প্রাসাদ, সুদৃশ্য সশস্য ক্ষেত্র ও সরল পন্থা বহুতর দেখা যায়, এবং এই শেষোল্লিখিত কারণ জনাই এই নগরে বিদেশীয় অপরিচিতপূর্ব্ব আগন্তুকেরাও পথ ভ্রান্ত হয় না। বারলিনে বিদেশীয় লোক সচরাচর বাস না করা হেতুক তন্নগরবাসীগণের সামাজিকতাগুণ সম্যক্ প্রস্ফুরিত নহে। পারিস নগরে বিদেশী ব্যক্তি যাইয়া স্বজন মধ্যে বাসের সুখ ও সচ্ছন্দ ভোগ করে, এবং লণ্ডন, ভায়েনা প্রভৃতি অপরাপর প্রধান নগরেও লোক অতৃপ্ত থাকে না, কিন্তু বারলিনে স্বজন-হীন সহায় শূন্য বোধ করে। বারলিন বাসীরা একটী ভিন্ন শ্রেণী স্বরূপ হয়েন ও মাতৃভাষায় বিশুদ্ধালাপ জন্য মনেং অহঙ্কার করেন, অধিক কি তাঁহাদিগের মধ্যে দুই জন যদি বহুকালের পর বিদেশেও সম্মিলিত হয়েন তথাচ প্রথম আলাপেই পরস্পরকে বারলিনবাসী বলিয়া জানিতে পারেন।

ফ্রান্সাধিপতির যুদ্ধ ঘোষণা অত্রস্থ সংবাদ পত্রাদিতে প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই কোন জর্ম্মাণী দেশজ বন্ধু যুদ্ধারম্ভের সংবাদ আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া স্বদেশানুরাগীতারসহিত কহেন "আমরা যে এতদিন কি করিয়াছি তাহা এইবার দেখিবা"। পরে যৎকালে প্রুশিয়ান্ চমূ ফ্রান্স মধ্যে প্রবেশ করতঃ পারিস নগরাক্রমণে উদ্যোগী হয় তৎকালে আমরা তাঁহাকে যুদ্ধবিষয়ক প্রশ্নাদি করাতে উত্তর করেন "প্রথম দুই চারি যুদ্ধে ফরাসীসগণ পরাজিত হওয়াতে আমি সম্যক্ সন্তোষ লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে তাহাদিগের ক্লেশে আমি আন্তরিক দুঃখিত যেহেতু ফরাসি জাতির ন্যায় সামাজিক জাতি আর নাই এবং আমি স্বজাতি সঙ্গ অপেক্ষা ফরাসিসদিগের সঙ্গ সুখকর বোধ করি"। যে সময়ে পারিস নগর পরিবেষ্টন ও তোপদ্বারা আক্রমণ করণার্থ প্রুশিয়ানগণ আয়োজন করে তৎকালে রাজ্ঞী অগষ্টা কহিয়াছিলেন "আমার বারলিন হইতে পারিস প্রিয়, এবং তত্রত্য লোকগণের সামাজিকতাগুণ আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। অতএব পারিসের ধ্বংশ আমার অভিলষিত নহে"। বারলিনের উচ্চশ্রেণীস্থ লোক সমস্ত লাটিন ভাষা ও পুরাবৃত্ত বিশেষ রূপে শিক্ষা করেন, এবং দর্শন ও আবশ্যকীয় শিল্প শাস্ত্রের আলোচনায় বিমুখ থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে যে সামান্য বিষয়ে বহু শ্রম, অর্থ ও সময়াপব্যয় করিয়া থাকেন তদ্দ্বারা কোন বিশেষ প্রশংসনীয় জ্ঞান লাভ হয় না। তত্রত্য রামাগণ যদিও সুনিয়মে শিক্ষিতা হয়েন কিন্তু যাহাতে তাঁহাদিগের জ্ঞানের গাঢ়তা ও ব্যাপ্তি সম্পন্ন করে এরূপ চেষ্টা করা হয় না, এবং তাঁহাদিগের শিক্ষা-নিয়ম গৃহধর্ম্মানুসারিণীর পক্ষে সুপ্রযুক্ত না বলিয়া বরং তপস্বিনী ও বৈধব্যধর্ম্মানুগামিনীর যোগ্য বলা যাইতে পারে। আর পুরুষগণ তথায় কামিনীগণকে বিশেষ সম্ভ্রম ও শীলতার সহিত ব্যবহার করেন, কারণ অল্পমাত্র সভ্যাচরণের ত্রুটি হইলেই যুবীদল সম্ভ্রম স্খলনাপরাধ জন্য রুষ্ট হয়েন। বারলিনের কর্ম্মীলোকগণ সরল, সৎ ও সুরমণীয় স্বভাব সম্পন্ন এজন্য তাহাদিগের সহবাসে কেহই অসন্তুষ্ট হয় না।

আমাদিগের শিক্ষা-প্রণালী।

মাদিগের বালকগণকে বর্ত্তমানে যে প্রণালীতে শিক্ষা প্রদান করা হয় তাহা হিতকর নহে। ইউরোপীয় ভদ্র সন্তানগণ ইহা অপেক্ষা বহ্বংশে উত্তম ও ব্যবহারোপযোগী শিক্ষা প্রাপ্ত হয় এবং পরে যে তাহারা নিজ নিজ শ্রমও অধ্যবসায় বলে বিশেষ উৎকর্ষ্য লাভ করিবে তাহার পথও ঐ শিক্ষা দ্বারা সম্পাদিত হয়। প্রথমত আমরা শিশু সকলের মধ্যে পুত্র সন্তান গুলির শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হই এবং কন্যাগণের শিক্ষার প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখি না। অদ্যাপি অনেকে স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী আছেন, সুতরাং তাঁহারা বলিতে পারেন যে, কন্যাদিগের শিক্ষার কি প্রয়োজন? এতদ্বাক্যের উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, আমরা শিক্ষা শব্দে কেবল গ্রন্থ পাঠ করণ বলি না; যে সমস্ত বিষয় জানিলে লোকের হিতাহিত ও ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান হয় এবং সংসার যাত্রা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ ও আপনার মুক্তি সাধনের ক্ষমতা হয় সেই সমস্ত বিষয়ে উপদেশ প্রদানও পরিচিত করাকে শিক্ষাদান বলি। যাঁহারা স্ত্রী-শিক্ষার উত্তেজক নহেন, তাঁহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে যে, কন্যাগণকে শিল্প-বিদ্যা ও গৃহ-কর্ম্মাদি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা পিতা মাতার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং সেই কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি হইলে সন্ততীগণ সংসার-ভারগ্রস্ত হইলে সর্ব্বদাই অস্বচ্ছন্দ ও বিপদ-গ্রস্ত হয়। যাহা হউক, কন্যাগণের সম্বন্ধে এস্থলে আর অধিক না বলিয়া পুত্রাদির শিক্ষার দোষাদোষ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিশেষ লিখিতে প্রবর্ত্ত হইলাম।

"জমিদারের ছেলের লেখাপড়ায় কি হবে। আমার ছেলের পড়বার দরকার কেরানিগিরী তো করিবে না," ইত্যাদি প্রকার যে সকল বাক্য আমাদিগের ধনাঢ্যগণ বলিতেন এক্ষণে তাঁহাদিগের মুখে তাহা আর শ্রবণ করা যায় না। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে বিদ্যা কেবল অর্থ উপার্জ্জনেই আবশ্যক নহে, অর্থ রক্ষার্থেই বিশেষ প্রয়োজনীয়। এক্ষণে বর্ত্তমান সময়ে কি ধনাঢ্য কি সামান্য সকলেই বালকগণের শিক্ষা প্রদান করেন এবং তন্মধ্যে যাঁহাদিগের অর্থের অনাটন তাঁহারা পর্য্যাপ্ত শ্রম ও বহু যত্নে পুত্রদিগকে সুশিক্ষিত করিতে চেষ্টা করেন, যাঁহারা ধনাঢ্য তাঁহারা যদিও পুত্রগণের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা শুনিতে ইচ্ছা করেন, দ্বাদশ মাসে ত্রয়োদশ পার্ব্বণ, ধনগর্ব্ব ও আত্ম-সুখাভিলাষ বশতঃ তাহাদিগের শিক্ষা বিষয়ে অনেক অপহেলা করেন, কিন্তু এই সকলের মধ্যে কেহই যথার্থ শিক্ষা সম্পাদন কিরূপে হয় তাহা জানেন না এবং যাঁহারা জানেন তাঁহারাও কার্য্যত করেন না।

এক্ষণে ৩০। ৪০ টাকা বেতনের অনেক কর্ম্মচারী নিতান্ত কষ্টে সংসার নির্ব্বাহ করিয়া পুত্রকে মাসিক ১০। ১৫ টাকা ব্যয় করিয়া শিক্ষা দিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদিগের উৎসাহের ত্রুটি বলা যায় না, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের সমস্ত শ্রম ও ব্যয় নিরর্থক হয় এবং কত লোককে ঐ অর্থ ব্যয়াদি জন্য দুঃখের সহিত পুত্রশোকও ভোগ করিতে হয়। বঙ্গীয় পিতামাতাগণ যদিও গৃহ নির্ম্মাণ কালে ভিত্তির দৃঢ়তা সম্পাদনে বিশেষ যত্নবান্ হয়েন ও প্রাসাদ ভারবহ কাষ্ঠ গুলিকে উত্তম ও সারবান দেখিয়া লয়েন, তথাচ তাঁহারা বিদ্যোপার্জ্জনের অনন্ত শ্রম-ভার-বহনকারী শরীরের

স্বাস্থ্য রক্ষার আবশ্যকতা বুঝেন না। শিক্ষার সর্ব্বাগ্রে বালকগণের স্বাস্থ্য ও সর্ব্বশক্তির উন্নতিকর ব্যায়াম শিক্ষার আবশ্যক, কারণ শরীরের দৌর্ব্বল্যই মনের দৌর্ব্বল্যের প্রতি কারণ এবং মনের দৌর্ব্বল্যই সকল শিক্ষা নিষ্ফলকর। দেহ সবল হইলে মন সবল ও পরিপুষ্ট হয় সুতরাং মনের পুষ্টির সহিত স্মরণাদি আন্তরীক শক্তি সকলেরও পুষ্টতা জন্মে এবং সকল শক্তির গ্রহণীয় বস্তুাহরণের ও শ্রম বহনের ক্ষমতা জন্মে। আর শরীর দুর্ব্বল হইলে মনের শক্তি সমস্ত অপরিপুষ্ট ভাবে থাকে ও তাহাদিগের ধারকতা ও গ্রহণীয়তাদি গুণের প্রাখর্য্য থাকে না, সুতরাং বহু শ্রম ব্যতিরেকে বিদ্যাভ্যাসাদি হয় না। কিন্তু দুর্ব্বল-দেহ বহু শ্রমের ভার ধারণাশক্ত হইয়া অল্পকাল মধ্যেই উৎকট পীড়া গ্রস্ত হয়। আমরা এবিষয়ের অনেক প্রমাণ দেখিয়াছি এবং ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, বি, এ, এম্, এ, বি, এল্ প্রভৃতি উপাধির পরীক্ষা প্রদানার্থ যে সমস্ত ছাত্র পাঠ করে তন্মধ্যে অনেকে হয় পরীক্ষার পূর্ব্বে, নচেৎ পরীক্ষা কালে, অথবা পরীক্ষোত্তীর্ণ হওনের পর উৎকট পীড়াগ্রস্ত হইয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। অতএব পিতা মাতার পুত্রের বিদ্যা লাভ জন্য প্রশংসা শ্রবণ লালসায় কেবল পড় পড় বলা কর্ত্তব্য নহে, যাহাতে তাহাদিগের দেহ সবল ও পরিপুষ্ট হয় তাহাতে বাল্যকাল হইতে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।

আমাদিগের মধ্যে অনেকেই অনেকাংশে ইংরাজগণের অনুকরণ করেন, কিন্তু তাঁহাদিগের বালক সমূহের শারীরিক শিক্ষার অনুকরণ যে কেন করেন না তাহার কারণ দেখি না। ইংলণ্ডীয় বিশ্ববিদ্যালয় সকলের ছাত্রগণের শারীরিক চর্চ্চা বিষয়ক যে কত যত্ন ও উৎসাহ ডিঙ্গিধাবন ও গোলাব্যাট প্রভৃতি ব্যায়াম ক্রীড়াই তাহার প্রমাণ স্থল।

আমাদিগের বালকগণের প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীতে কেবল ব্যায়ামাদি বিষয়ক শিক্ষার অভাব নহে, আর অনেক অত্যন্ত আবশ্যকীয় বিষয়েরও অসদ্ভাব দেখা যায়। মানব মাত্রের ধর্ম্মবুদ্ধি থাকা কর্ত্তব্য; কারণ তাহা না থাকিলে কার্য্যাকার্য্যের বিচার থাকে না ও তজ্জন্য লোকের বিশ্বাস ও স্নেহের পাত্র হইতে পারে না। যেরূপ কোন সূতিকাবৈদ্য অবিবাহিত হইলে কেহ তাঁহাকে চিকিৎসার্থ আহ্বান করে না ও নাস্তিক ব্যক্তির অঙ্গীকারে যেরূপ কেহ প্রত্যয় করে না সেই রূপ লোকে ধর্ম্মবুদ্ধি-হীন ব্যক্তির বাক্য ও কার্য্যাদিতে বিশ্বাস করে না। আর ধর্ম্মবুদ্ধি ব্যতিরেকে মনুষ্যেরা সমাজ-বদ্ধ থাকিয়া পরস্পর সাহায্যে, জীবন যাত্রানির্ব্বাহ করিতে পারে না। যদি আমরা অপরকে বিপদ হইতে মুক্ত করা বা অন্যান্যরূপে সাহায্য করা আমাদিগের ধর্ম্ম বলিয়া না জ্ঞান করি তাহা হইলে আমাদিগের বিপদকালে বা অপর সময়ে অপরের সহায়তা সম্ভবে না। যদি আমরা পিতা মাতার পুত্রপালন ও পুত্রের পিতৃ মাতৃ সেবাধর্ম্ম অস্বীকার করি তাহা হইলে অবল ও কর্ম্মাক্ষম সন্তানের শৈশবেই মৃত্যু হয় এবং পিতা মাতার প্রথম পীড়াতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়। ইত্যাদি প্রকার ব্যাঘাত সত্বে মনুষ্যের সমাজ-বদ্ধ হইয়া থাকায় ও না থাকায় সমান হয়; কিন্তু যখন সকলেই ইহা স্বীকার করেন যে, সমাজ-বদ্ধ হইয়া থাকা মনুষ্যের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ জন্য আবশ্যক তখন ইহাও স্বীকার করিতে হয় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে (যে ধর্ম্মবুদ্ধির অভাবে সংসার অচল হয়) এই ধর্ম্মবুদ্ধি বালকগণের কোমলান্তঃকরণে সহজেই প্রবিষ্ট ও

সকলকে এরূপ উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য যদ্দারা তাহাদিগের হৃদয় ক্ষেত্রে ধর্ম্মবুদ্ধির বীজ অঙ্কুরিত হয়। এতদ্ভিন্ন সামাজিকতা ও সভ্যতা বিষয়ক উপদেশও বালকগণকে সময় ও অবস্থানুসারে দিতে হয়, কারণ এরূপ অনেক প্রমাণ দেখা যায় যে, পরম পণ্ডিত, কর্ম্মক্ষম ও ধর্ম্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও সভ্যতা ও সামাজিকতাভাব জন্য উন্নতি লাভ করিতে পারেন না। শিল্প ও সংগীত শাস্ত্রের শিক্ষাও যে বালকগণের হিতকারী তাহা আমরা অবকাশমত প্রবন্ধান্তরে লিখিতে ইচ্ছা করি, এহেতু এস্থলে তৎসম্বন্ধে কিছুই বলিলাম না।

বালক-শিক্ষার বিষয়ে অন্যান্য অনেক বক্তব্য আছে এস্থলে তৎসমস্ত বিশেষরূপে বর্ণন করার স্থান নাই, এজন্য আমরা সময় বিশেষে তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ করিব।

নূতন গ্রন্থের সমালোচনা।

"মেঘনাদ বধ নাটক" এই গ্রন্থখানি উত্তম কাগজে এবং উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা অষ্ট পেজি ফরমার অষ্ট ফরমায় সম্পূর্ণ এবং ওজনে প্রায় ৬য় ভরি হইবে। ইহার গুণাগুণ বিষয়ে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, রামযাত্রা শ্রবণ করিলে এ নাটক পাঠের আবশ্যক করে না।

"গোলকের উপযোগীতা" নর্ম্মাল ইস্কুলাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে এই গ্রন্থের রচয়িতা তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। যেহেতু ইহা ইতি পুর্ব্বে একবার মুদ্রিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থ যদিও পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ মাত্র তথাপি আমরা ইহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিতে বাধিত হইয়াছি। এই সংস্করণে লেখক পরিশিষ্ট যোগদ্বারা নিজ রচিত গ্রন্থের কায়া দ্বাদশ পঙ্ক্তি করমার ৭৬ পত্র বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই পরিশিষ্টে অতিক্রম যন্ত্র ও প্রাচীর বৃত্তাংশ দুইটি জ্যোতিষিক যন্ত্রের বর্ণন করিয়াছেন, এবং পৃথিবীর আকারাদি, রাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি, ঋতু পরিবর্ত্তন, চন্দ্রের গতি, গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাব সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় লিখিয়াছেন। এই রূপে বর্দ্ধিত হওয়াতে গ্রন্থখানি পূর্ব্বা[illegible] ছাত্রগণের পক্ষে বহ্বাংশে উপকারী হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছাত্র-শিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট যত্ন করিতেছেন এবং তৎকৃত দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধীয় যে কএক খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তৎপাঠে সহৃদয় পাঠক মাত্রেই সম্যক আনন্দ লাভ করেন। রচয়িতা নিজ রচনা সমস্তকে জ্ঞানগর্ভ ও প্রাঞ্জল করণার্থ যে বিশেষ যত্ন করেন তৎকৃত গ্রন্থ সকলই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ-স্থল। যদিও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কয়েক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাকে মূতন ব্রতী বলিতে আমরা বিশেষ অপরাধী হইব না। তেঁহ অল্পকাল মধ্যে শ্রম ও বুদ্ধি বলেই দুরূহ বিষয় সকলের যেরূপ সরল বাঙ্গালানুবাদ করিয়াছেন, বিশেষ ব্যবসায়ী সুপ্রবীণ লেখকগণও যথেষ্ট যত্ন না করিলে তদপেক্ষা উত্তম লিখিতে পারেন না। "গোলকের উপযোগীতা" ইত্যভিধান গ্রন্থে লিখিত প্রস্তাব সমস্তের কোনটির কোন অংশই এস্থলে উদ্ধৃত করা দুস্কর এজন্য আমরা নিবৃত্ত হইলাম।

ব্রজেশ্বরী কাব্য—শ্রীশ্রীকণ্ঠনাথ সরকার এই গ্রন্থের রচয়িতা। শ্রীকৃষ্ণের লীলা সর্ব্বরসাত্মক, এজন্য পুরাকালাবধি অনেকে তচ্চরিতাবলম্বনে বহুতর কাব্যাদি রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তন্মধ্যে শ্রীজয়দেব কৃত গীত গোবিন্দেই যথার্থ কবির

উৎকর্ষ দেখা যায় শ্রীমদ্ভাগবত রচয়িতার কবিত্বাপেক্ষা ভক্তজতার স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে এজন্য কৃষ্ণলীলাত্মক কাব্য বলিয়া উক্ত গ্রন্থদ্বয়কে আমরা এস্থলে গ্রহণ করিলাম না। রঘুনন্দন গোস্বামী প্রণীত শ্রীরাধামাধবোদয় গ্রন্থাবলম্বনেই ব্রজেশ্বরী কাব্য রচিত হইয়াছে, লেখক যে প্রণালীতে লিখিয়াছেন তাহা পূর্ব্ব প্রচলিতাপেক্ষা অনেক উত্তম, কি[illegible]নি কবিতা রচনায় যে নূতন ব্রতী তাহা স্পষ্ট দেখাইতেছে।

"বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না।" শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা চাতুর্য্যাদি বিষয়ে আমাদিগের কিছু বলার প্রয়োজন করে না, যেহেতু সহৃদয় পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা গদ্যের আদি উন্নতিকারক ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লেখক। বর্ত্তমান গ্রন্থে প্রশংসিত মহাশয় কুলীনগণের বহু-বিবাহরূপ কুপ্রথার দোষাদোষ ব্যাখ্যা করিয়া অবৈধতা ও তন্নিবারণ কর্ত্তব্যতা দর্শাইয়াছেন। এতদ্গ্রন্থ সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, পাঠকগণ যেন ইহাকে কেবল বহু-বিবাহ নিবারণ করণার্থে প্রদর্শিত কারণ সমষ্টি মাত্র বিবেচনা না করেন। বিদ্যাসাগর মহোদয় "বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কি না" ইত্যভিধেয় যে দুই খণ্ড গ্রন্থ পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছেন তদ্দ্বারা বাঙ্গালা গদ্যের বিশেষ উন্নতি সিদ্ধ হইয়াছে। আমাদিগের ভাষায় কাব্য অলঙ্কার ইতিহাস দর্শন প্রভৃতি বিষয়ক রচনার অভাব দেখা যায় না, কিন্তু যথার্থ বৈচারিক রচনার লেশমাত্রও ছিল না। "বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কি না?" ও "বহু বিবাহ নিবারণ হওয়া উচিত কি না?" ইত্যাখ্য গ্রন্থ খানিতে বাঙ্গালার সে অপযশ দূরীকৃত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের রচনা-প্রণালী বিশেষরূপে আলোচনা ও অভ্যাস করিলে এক ব্যক্তি ন্যায়দর্শন পাঠ ব্যতিরেকেও উত্তম বৈচারিক রচনায় পারগ হয়েন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নব নব রচনা দর্শনে কেবল আমরা অভিলাষী নহি বোধ করি বঙ্গলক্ষ্মী তাঁহার নূতন গ্রন্থ নিত্য নিত্য দেখিতে ইচ্ছা করেন।

কৌতুক-কণা।

(১) কোন এক সুকবি পথে চলিতেছিলেন এমন সময়ে ভোলানাথ নামক একজন পথিক অপর এক পথিকের সম্মুখে পড়াতে সে তাহাকে বলিল "তুই তো বড় বেল্লিক, তৎশ্রবণে কবির দিকে ফিরিয়া ভোলানাথ বলিল "মহাশয় দেখ্‌লেন বেল্লিক ব্যাটা আমায় বেল্লিক বল্লে" কবি কহিলেন বাপু তুমি ওকে কি বলিলে? তাহাতে ভোলানাথ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন "আমি ওকে বেল্লিক বল্লুম" এতৎশ্রবণে কবি কহিলেন বাপু তোমরা উভয়েই সত্য বলিয়াছ।

(২) সর্ব্বস্ব-রক্ষক শুক—কোন এক ভদ্র লোকে একটী শুক পালন করিয়াছিলেন এবং ঐ শুকটি স্বামী যে সকল কথা সচরাচর কহিতেন তৎসমস্ত শিখিয়াছিল ও সর্ব্বদাই তাহা কহিত। একদা ঐ ভদ্র লোকের গৃহে এক জন চোর প্রবেশ করিয়া সমস্ত অলঙ্কারাদি বহু মূল্য দ্রব্য একত্রে বান্ধিয়া পলায়নোদ্যোগ করিতে ছিল, এমন সময়ে ঐ শুক তাহার স্বামীর স্বরে কহিয়া উঠিল "আমি দেখাচ্ছি, দেখাচ্ছি কাতান খান দে ত" চোর তৎশ্রবণে আস্তে ব্যস্তে বাতায়ন হইতে লম্ফ দিয়া পড়িল। শব্দ হইবাতে সকলে আসিয়া চোরকে ধরিল।

রহস্য-সন্দর্ভ।

নাম

পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র।

৭ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। সন ১২৭৯ [৬৮ খণ্ড।

জল-ছুছুন্দরী।

আমরা এই ভূমণ্ডলে যে সকল বস্তু দর্শন করি তৎসমস্ত অতি অপূর্ব্ব, কারণ তত্তৎ সৃজন বিষয়ে বিশ্ব নিয়ন্তা যে নব নব কৌশল প্রয়োগ করিয়াছেন তদ্দর্শনে সকলকেই আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমরা এক বস্তুকে যতই দেখি ততই পরম পিতার সৃষ্টি নৈপুণ্যের প্রমাণ আমাদিগের নয়ন ও মন পথে উদয় হয়। যখন একটী বিড়াল বা অন্য কোন জীব প্রথমতঃ আমাদিগের দৃষ্টিগত হয় তৎকালে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সন্নতি বা বিকৃতি ও বর্ণের সৌন্দর্য্য বা অপকর্ষ দর্শন করিয়া আমরা চমৎকৃত বা বিরক্ত হই। পরে তাহাকে যত অধিক নিরীক্ষণ ও বিচার করিয়া দেখিতে থাকি ততই আমরা ঐ জীবের দেহে নূতন সৌন্দর্য্য দর্শন করি। ক্রমশঃ আমরা বুঝিতে পারি যে, ঐ জীবের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাহার অবস্থার উপযুক্ত এবং আত্মরক্ষা ও জীবিকাদি নির্ব্বাহের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। কখন কখন এপ্রকার দুই একটি জীবও দৃষ্টি গোচর হয় যে, তাহার প্রত্যঙ্গের অনেকাংশের উপযোগিতা আমরা বুঝিতে পারি না, কিন্তু তাহাতে বিশ্বস্রষ্টার অপটুতা প্রকাশ না পাইয়া আমাদিগের অজ্ঞতা ব্যক্ত হয়। এস্থলে যে পশুর প্রতিমূর্ত্তি প্রদত্ত হইয়াছে ইহাও ঐ প্রকার একটি, যেহেতু প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা ইহার প্রকৃতি ও অবয়বাদি সন্দর্শনে প্রথমতঃ বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং অদ্যাপিও সে বিস্ময় সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই।

যদিও এই বিচিত্র জীব উভচর, তথাপি ইহার স্বভাবে জলচরত্বের প্রাধান্য আছে। ইহা নদীর স্রোত হীন অংশের কূলদেশে সুগভীর বিবর খনন পূর্ব্বক আবাস-স্থান নির্ম্মাণ করে এবং ইহার দেহও এক প্রকার জীবন নির্ব্বাহের জন্য বিশেষ উপযুক্ত হয়। অস্ট্রেলিয়া দ্বীপে এই পশু অনেক দেখা যায় এবং ইহার পরিপুষ্টতা-প্রাপ্ত দেহের পরিমাণ প্রায় সার্দ্ধ দুই ফুট, অর্থাৎ সার্দ্ধ দুই পদ পর্য্যন্ত হয়।

এই জীবের দেহ লম্বা গঠনের এবং অটার নামক পশুর সহিত ইহার আকার ও বর্ণের এত সৌসাদৃশ্য আছে যে দূর হইতে ইহাকে অটার ভিন্ন কিছু বোধ হয় না।

অন্যান্য স্তন্যপায়ী জলচর দেহে যেরূপ দুই পুরু কোমল লোম থাকে এই জীবেরও সেই রূপ আছে এবং ঐ দুই পুরু লোমের উপরি ভাগস্থ গুলিন চিক্কণ সূক্ষ্ম ও ঘনীভূত; ও অন্তরস্থ গুলিন অতি কোমল ও এত ঘন যে তাহা চর্ম্মোপরি এক প্রকার জল-সংযোগ-নিবারকের কার্য্য করে। ইহার লাঙ্গূলদেশ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও কর্কশ লোমাবৃত, সূক্ষ্মাগ্রে অপরিনত ও তলভাগ কেশ শূন্য বলিলে বলা যায়। ইহার চারটী পদ বিশেষ সবল, ধমনীপূর্ণ ও খর্ব্ব এবং থাবা গুলিন বাহুল্য রূপে চর্ম্মলিপ্ত থাকাতেও মৃত্তিকা খনন পূর্ব্বক বিবর নির্ম্মাণে বিলক্ষণ পটু। ইহাদিগের থাবা চতুষ্টয় অধিক চর্ম্মলিপ্ত দেখিয়া বোধ হয় যে, উহা তাহাদিগের মৃত্তিকা খনন কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মায় কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, কারণ এই জীব ভূমি খনন কালে ঐ অঙ্গুলী মধ্যবর্ত্তী চর্ম্ম-লেপ এরূপ শ্লথ করিতে পারে যে তাহাদিগের থাবার ব্যবহারের কোন ব্যাঘাত হয় না। এই জীবের পশ্চাদ্বর্ত্তী দুইটী পদ পুরোপদ দ্বয়াপেক্ষা খর্ব্ব এবং এই জাতীয় পুং পশুগণের পশ্চাৎ পদদ্বয়ে এক একটি করিয়া কঠিন ও সূক্ষ্মাগ্র বিশিষ্ট কাঁটা আছে, কিন্তু ঐ কাঁটার বিশিষ্ট উপযোগিতা দেখা যায় না। জল ছুছুন্দরীর দেহের সর্ব্বাংশ হইতে শীরোভাগের গঠন অতি আশ্চর্য্য। ইহার মুখাগ্র অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীবের ন্যায় থুতনীতে পরিনত না হইয়া হংস চঞ্চুর ন্যায় একটী স্থূল চঞ্চু বিশিষ্ট এবং ঔ চঞ্চু এক প্রকার কোমলাস্থি নির্ম্মিত ও উহার মূলদেশ এক খণ্ড শ্লথভাবাপন্ন চর্ম্ম খণ্ডে বেষ্টিত। যখন এই জীব গাঢ় পঙ্কে চঞ্চু প্রবেশ পূর্ব্বক আহারান্বেষণ করে, তৎকালে চঞ্চু-মূলদেশবর্ত্তী উক্ত লুলিত চর্ম্মদ্বারা তাহার চক্ষু রক্ষিত হয়। এই পশুর চক্ষুদ্বয় ক্ষুদ্র ও উজ্জ্বল, কর্ণবিবর এরূপ সৃষ্ট যে ইচ্ছামত রুদ্ধ হইতে পারে, দন্ত নাই এবং জিহ্বা খর্ব্ব ও স্থূল। এই জীব অণ্ডজ কি জরায়ুজ তাহা অদ্যাপি প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা নির্ণয় করিতে পারেন নাই; তবে এই মাত্র স্থির করিয়াছেন যে যদিও ইহারা সাবয়ব ও সজীব প্রসূতহয় তথাপি ইহারা মাতৃগর্ব্ভে অণ্ডান্তর্গত থাকে এবং ঐ অণ্ড (যে রূপ অনেক সর্পের দেখা গিয়াছে সেই রূপ) গর্ভ মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়।

জল ছুছুন্দরীর সতর্কতা ও শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা এত অধিক যে মৃগয়াকারীরা তাহাদিগকে শীঘ্র বাণ বা গুলির লক্ষ্য করিতে পারে না, কারণ অত্যল্প শব্দাদিতেই ভীত হইয়া ইহারা জল মধ্যে মজ্জন করে। আর যখন কোন শত্রুর আগমনাদির শব্দ না থাকে তখনও ইহারা বহুক্ষণ একত্রে সলিলোপরি ক্রীড়া না করিয়া মধ্যে২ এক২ বার জলে মজ্জন করে, এবং তজ্জন্যই মৃগয়াকারীগণ যে সময়ে ইহারা মজ্জনান্তে পুনর্ব্বার ভাসমান হয় ঐ সময়ে লক্ষ্য করিয়া তীর বা গুলি মারে।

বেনেট সাহেব একাধিক জল-ছুছুন্দরী ধারণ ও পালন করিয়াছিলেন এবং তিনি কহেন যে তিনি প্রথমতঃ একটি এই জীব কৃত নদীকুলবর্ত্তী বিবরের সলিল সন্নিকটস্থ মুখ হইতে খননারম্ভ করেন ও প্রায় দশফুট খণিত হইলে পর একটি পশুকে ধরেন। প্রাগুক্ত সাহেব এই জীবের স্বভাবাদি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া-

ছিলেন, এজন্য তাঁহার এতৎ সম্বন্ধীয় বাক্য সকল প্রমাণ রূপে পরিগৃহীত হয়। তিনি লিখিয়াছেন যে এই পশু নদী তীরে সলিল সন্নিকটস্থ স্থান হইতে বিবর খননে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমশঃ তির্য্যক্ পথে উহা ২০ ফুট পর্য্যন্ত ভুমির উপরিভাগাভিমুখে লইয়া যায় এবং সেই শেষ ভাগে বিবরকে শাবকের সহিত বাসযোগ্য প্রশস্ত করিয়া তথায় তৃণাদি বিকীরণান্তে সন্তান প্রসব করে। বেনেট সাহেব আরও বলেন যে, এই পশু সলিলে সন্তরণান্তে স্থলে উঠিয়া আপনার দেহের আপাদ মস্তক অতি আশ্চর্য্য রূপে পরিস্কার করিতে পারে এবং ইহারা চঞ্চু বিশিষ্ট মুখ লাঙ্গুল দ্বারা আবৃত করিয়া শল্লকীর ন্যায় গোল পিণ্ডবৎ হইয়া নিদ্রা যায়। উক্ত সাহেব এক সময়ে দুইটি জল ছুছুন্দরী-শাবক ধরিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটি স্ত্রী ও একটী পুরুষ ছিল। ঐ দুই শাবক বৈকালে পিঞ্জরস্থ পাত্র হইতে আহারাদি করিয়া কুক্কুর শাবকের ন্যায় নানাবিধ লম্ফ ঝম্ফে পরস্পরের দেহে উঠিয়া পড়িয়া ক্রীড়া করিত। বেনেট সাহেব কহেন যে, এই পশুর খাদ্যবস্তু হংসাদির ন্যায়, কেবল শিশু সন্তান গুলিন মাতৃ দুগ্ধ পান করিয়া থাকে এবং কর্দ্দম মধ্যে চঞ্চু প্রবিষ্ট করিয়া কীট ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জলচর জীব গ্রহণে সক্ষম হইলেই স্তন্য দুগ্ধপানে বিরত হয়।

ভারতবর্ষীয় আচার্য্যের সন্নিধানে আলেক্ জণ্ডারের বিনয় ও নম্রতা।

যৎকালে মাসিডনাধিপতি মহাবীর আলেক্জণ্ডার আশিয়া খণ্ড জয় করেন, তৎকালে ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধির সীমা ছিল না। তন্নিবন্ধন এদেশ জয় করণের তাঁহার অভিলাষ হওয়াতে সসৈন্যে ভারতবর্ষাভিমুখে উপস্থিত হন। এতদ্দেশীয় শাস্ত্রজ্ঞ দর্শনবিদগণের প্রতি তাঁহার অতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল, তজ্জন্য কতিপয় প্রসিদ্ধ জ্ঞানীকে সমাদর পূর্ব্বক নিজ সন্নিধানে রাখিয়াছিলেন, পরন্তু মহাপূজ্যপাদ বিখ্যাত পরমহংস দণ্ডমাচার্য্যকে* বিবিধ প্রলোভন দ্বারা আলেক্জণ্ডার বিমোহিত করিতে পারেন নাই। নিম্নস্থ বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই তাহা পাঠক বর্গের সুবিদিত হইবেক।

একদা আলেক্জণ্ডার প্রাগুক্ত পরমহংসের অসাধারণ জ্ঞান ও বৈদগ্ধ্যের বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে তৎসন্নিধানে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিয়া পরিশেষে ওনেসিক্রিতস্ নামা এক জন গ্রীক পণ্ডিতকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন।

প্রাগুক্ত দূতের মুখে আলেক্জণ্ডারের আহ্বান বার্ত্তা শ্রবণ করত তাপস অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। যাহা হউক, কিয়ৎক্ষণ অনেসিক্রিতসের সহিত সক্রেতিস্, পিথাগোরাস, এবং ডাওজিনিসের মত সম্বন্ধে তাঁহার বিচার হইলে পর ব্যক্ত করিলেন,

* গ্রীক্দিগের উচ্চারণ বিপর্য্যয় বশতঃ ভারতবর্ষীয় শব্দের নানা স্থলে প্রমাদ ঘটিয়াছে।

"উহারা বুদ্ধিমান্ এবং জ্ঞানী, কিন্তু লৌকিক ব্যবহার ও জাতীয় আচারেই তাহাদের বুদ্ধি আবদ্ধ রহিয়াছে, নৈস্বর্গীক নিয়মালোচনা দ্বারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে আমাদের ন্যায় বিবস্ত্র ভ্রমণ করাকে তাহারা নিন্দার্হ জ্ঞান করিত না।"

যদিও ওনেসিক্রিতস্ আচার্য্য সন্নিধানে আলেক্জণ্ডারের মানস প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনার ক্রটী করিল না, কিন্তু শ্রদ্ধাস্পদ পরমহংস অমোঘ বাক্যে আলেক্জণ্ডারের উপরোধ পরিত্যাগ করিলেন। তাহাতে ওনেসিক্রিতস কহিল "আমাদের মহাধিপতি আলেক্জণ্ডার জুপিতর অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্র; সকলি তাঁহার ইচ্ছায়ত্ত; তিনি আপনাকে এমন বর প্রদান করিতে পারেন যে, ভুমণ্ডলে তাহা অত্যন্ত দুর্লভ। অপিচ তিনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর; তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না হইলে তিনি ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া আপনার প্রানদণ্ডের আদেশ করিবেন।" পরমহংস কহিলেন "মাসিডনাধিপতি ঈশ্বরের পুত্র তাহা কোন মতেই বিশ্বাস হইতে পারে না। অপর তাঁহার যে কিঞ্চিন্মাত্র অর্থ আছে তাহাও অনুভব হয় না, কারণ তাঁহার অর্থ থাকিলে তিনি তাহাতে পরিতুষ্ট হইতেন, এবং আপনাকে নিতান্ত ক্লেশাপন্ন করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য খণ্ডের মানবগণকে এত দুর্দ্দশান্বিত করিতেন না। অধিকন্তু তাঁহার নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির আমার অভিরুচী নাই, এবং তাহাতে আমার আবশ্যকতাও দেখিতে পাই না। মাসিডন নরপতির কর্কশ বিভীষিকাতেও আমার অন্তঃকরণে উদ্বেগের সঞ্চার হয় না। যদ্যপি তৎকর্ত্তৃক আমার জীবনাবশেষ হয় তাহাতেও বিশেষ ক্ষতি হয় না, কারণ এতদ্দারা জীর্ণ বপু হইতে আত্মা মুক্ত হইয়া অবারিত সুখাবহ অবস্থা লাভ করিবে। এরূপ দৈহিক পরিবর্ত্তনে কে কোথায় কাতর হয়।"

আলেক্জণ্ডার ভারতবর্ষীয় শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য বৃন্দকে এত সম্ভ্রম করিতেন ও তাঁহার গুনগ্রাহিতা এরূপ ছিল, যে পরমহংসের তীব্র প্রত্যুত্তরে রোষ প্রকাশ না করিয়া অত্যন্ত নম্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক আপনি আচার্য্যকে যে এক খানি পত্র লিখেন তাহা এস্থলে লিখিত হইল "ভারতবর্ষীয় পূজ্যপাদ আচার্য্যগণের অসীম জ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্রের অসাধারণ মাহাত্ম্য ও আর্য্যনিচয়ের অলৌকিক নীতি এবং সদ্ব্যবহার ও প্রগাঢ় বিদ্যা বুদ্ধির ব্যাপার শ্রবণ করিয়া তাহা বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইবার জন্য অতি উৎসুক হইয়াছি। আপনি পরম জ্ঞানী ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত। আমাকে ঐ সমস্ত ব্যাপার যদি বিশেষ রূপে জ্ঞাপন করেন তাহা হইলে আমি আপনার নিতান্ত অনুগত হইয়া থাকিব এবং আর্য্য দর্শন শাস্ত্রে বিশেষ ঔৎকর্ষ্য আমার উপলব্ধি হইলে আমি আপনার শিষ্য হইব।"

আলেক্ জণ্ডারের অসাধারণ নম্রতা দর্শনে আচার্য্য সন্তুষ্ট হইয়া এক খানি প্রত্যুত্তর পত্র লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। ঐ পত্রের আভাষ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"আলেক্জণ্ডার! তুমি আর্য্য জাতির আচার ব্যবহার রীতি নীতি ধর্ম্ম তত্ত্ব প্রভৃতি পরিজ্ঞাত হইবার বাসনা প্রকাশ করাতে তোমার জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছে। বস্তুত তোমাকে জ্ঞানী বলায় আমার বিশেষ প্রতিবন্ধক নাই। শুদ্ধ ইহাই একমাত্র আপত্তি আছে যে, তুমি ভূমণ্ডলের বিবিধ রাজ্য স্বীয় বাহু বলে পরাভূত করিয়া গ্রীক সাম্রাজ্যের অধীন করিয়াছ, তথাপি

এখনও তোমার দিগ্বিজয়ের বাসনা সম্পূর্ণ হয় নাই। অদ্যাপি ভূমণ্ডলের প্রান্তভাগে সংগ্রাম ব্যাপারে মত্ত রহিয়াছ। পৃথিবীস্থ সমুদয় জাতিকে পরাভূত করিয়া ভূমণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করা জ্ঞানীর কার্য্য নহে। যে ব্যক্তি আপনাকে জয় করিতে সক্ষম হয় এবং নিস্পৃহ হইয়া ইন্দ্রিয়াদি জয় করত জ্ঞানের বশীভূত হইতে পারে সেই যথার্থ জ্ঞানী, কিন্তু তোমার ন্যায় অপরিমিত লোভীদিগের জ্ঞানোপার্জ্জনে অনাধৃষ্য প্রতিবন্ধকতা প্রায় ঘটিয়া থাকে। তুমি আমাদিগের আচার ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের বৃত্তান্ত জানিতে সমুৎসুক হইয়াছ, কিন্তু উপরোক্ত বিষয়ে তোমার সন্তোষ উৎপাদনে আমি সম্পূর্ণ অসমর্থ; যদিও তাহা তোমার প্রীতিযোগ্য হয়, অস্ত্র চালনার চিরাভ্যাস বশতঃ আমার বাক্যে তোমার কর্ণপাত করিতেও অবসর হইবে না। তথাপি তোমার ব্যগ্রতা হেতু আমি সঙ্ক্ষেপে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি; কিন্তু এবিষয়ে তোমার স্তুতি করা আমার ইচ্ছা নহে। আমরা সত্যবাদী, অকপট; অলীক বিষয়কে কি রূপে মিথ্যাবরণে আচ্ছন্ন করিতে হয় তাহা আমাদিগের অপরিজ্ঞাত।

আর্য্যেরা পরম জ্ঞানী, অকপট, সাধু-সদাশয়, নির্ম্মল-স্বভাব, শুদ্ধচরিত। অন্যে যে ইন্দ্রিয় সুখের দাসত্ব করে, আমাদের সে ইন্দ্রিয় সুখে মোহ জন্মে না। এক মাত্র জ্ঞানই আমাদিগের চক্ষু ও মনের আলোক; আমরা সর্ব্ব অবস্থাতেই সমভাবে সুখী; বিপদ হইলে আমরা অবিচলিত চিত্তে তাহা সহ্য করি; আত্মদেহে আমাদের মমতা নাই; ঐশ্বর্য্য সুখ সম্পত্তি আমাদের অজ্ঞাত পদার্থ; পৃথিবী গর্ভজাত কন্দমূলফল আমাদিগের ভোক্ষ্য; আমরা ক্লেশহীন এবং চিন্তা বিরত; অন্যের আর্ত্ততা ভিন্ন আমাদিগের প্রকৃষ্ট শোকের হেতু নাই। সর্ব্ব প্রাণীতেই আমাদের সমভাব, এই নিমিত্ত আমাদের নিভৃত আশ্রম ঈর্ষা, দ্বেষ, অসূয়া শূন্য। অন্যের আজ্ঞাবহ হইয়া দাসত্ব করা আমাদের রীতি নহে।

অন্যের অপকার করা আর্য্য জাতির আচার বিরুদ্ধ কার্য্য; আমরা পুণ্য এত প্রিয় জ্ঞান করি যে, আমাদের অসৎকর্ম্মের শাসন জন্য বিচারালয়ে দণ্ড বিধি নাই; বহু ব্যবস্থাবলীতে লোকের অসৎকার্য্যে মন উৎসাহযুক্ত হয় এই হেতু আমরা তাহার পক্ষপাতী নহি; ধর্ম্মের সেবা করাই আমাদের একমাত্র ব্যবস্থা।

আমাদের মধ্যে যে ব্রাহ্মণ অলস, সে অত্যন্ত নিন্দাস্পদ হয়, যেহেতু আলস্যই ক্ষীণতার কারণ। জীবিকা উপার্জ্জিত হইলেই আমরা পরিতুষ্ট হই, কারণ অতিরিক্ত বিলাস জন্য নিদারুণ দরিদ্রতা ভোগ করিতে হয়। আমাদিগের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ নহে, যেহেতু তাহা স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধ। খেচর, ভূচর, জলচর, প্রাণীদিগের ঈশ্বর কর্ত্তৃক যে স্বাধীনতা প্রদত্ত হইয়াছে, আমরা তাহার অপলাপ করি না; রৌদ্রই আমাদের শীত নিবারক; শিশির শীতল সুখস্পর্শা। প্রাতঃকালে সমীরণ আমাদের চিত্ত বিনোদন ও শরীর সুশীতল করে; নদী জলে আমাদের দেহ নিত্য সুপবিত্র হয়। বৃক্ষ সকল বিবিধ ফল প্রদান করতঃ আমাদের ক্ষুধা শান্তি করে। পৃথিবী আমাদের পল্যঙ্ক, এতদুপরি শয়ন করত নির্ভাবনায় আমরা নিদ্রার অমৃত সুখাস্বাদন করি এবং অন্তঃকরণের সুস্থতা নিবন্ধন আমরা চিত্তকে সর্ব্বক্ষণ স্বাধীন ভাবে পরিচালন করিয়া থাকি। ঈশ্বর অনন্ত জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, এই হেতু মনুষ্য মাত্রকেই আমরা

ভ্রাতৃবৎ স্নেহ পাত্র জ্ঞান করি, বাসের নিমিত্ত আমাদের শৈল ভেদ ও বনরাজী উৎপাটন করিতে হয় না, পর্ব্বতের স্বাভাবিক গুহাই আমাদের আলয়। অস্ত্র ধারণ করা আমাদের কর্ত্তব্যের বহির্ভূত; জীবদ্দশায় আমরা যে গিরিকুট্টীমে কাল অতিবাহিত করি, তাহাই মৃত শরীরের সমাধী স্থল হয়; সুন্দর সুচিক্কণ বসন অপেক্ষা বৃক্ষের বল্কল আমাদের পবিত্র পরিচ্ছদ; আমাদের নারীগণ ভূষণ এবং শারীরিক সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতিনী নহে; তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার এই যে, পৃথিবীর সমস্ত কৃত্রিম অলঙ্কারের এক স্থলে সমাবেশ হইলেও কুরূপার সৌন্দর্য্যের অভাব মোচন অথবা সতীত্বের অভিমান সাধন করিতে পারে না; সেরূপ অলঙ্কার ধারণে শরীরের ভার বৃদ্ধি হয় মাত্র। এই হেতু অলঙ্কার প্রিয়তার যত ক্লেশ সকলি আমাদিগের নারীগণের নিকট ব্যর্থ হয়; তাহারা বুদ্ধিমতী ও গাম্ভীর্য্যবতী: ব্যভিচারাদি পাপ অস্মৎ রমণী মণ্ডলে নিতান্ত অপরিশ্রুত। আমাদিগের তপস্যার আশ্রম শান্তির নিকেতন; নরহত্যা পাপের নাম শ্রবণে আমাদিগের অন্তঃকরণ সশঙ্কিত হয়; সর্ব্বজনই আমাদের প্রিয় পাত্র; কেবল সম্পদ আমাদের পরম শত্রু। ইন্দ্রিয় নিগ্রহকেই তত্ত্বজ্ঞান সাধনের প্রারম্ভ কাল আর্য্যেরা বলিয়া থাকেন; মৃত্যুকে আমরা স্বাভাবিক নিয়ম বলি; তন্নিমিত্ত কাহারও মৃত্যু হইলে আমরা অনুতাপ করি না। জীবিত ব্যক্তি অপেক্ষা মৃত ব্যক্তির দেহ অস্থায়ী ও অপবিত্র এই হেতু তাহার উপর আর্য্যেরা স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন না; পৃথিবীর অপচার সংহার জন্য তাহা অনলেই দগ্ধ করা হয়।"

ওনিসিক্রিতস্ পরমহংসের লিপি গ্রহণ পূর্ব্বক আলেক জণ্ডারের নিকট প্রস্থান করনানন্তর উল্লিখিত আচার্য্যের বিশেষ বৃত্তান্ত তাঁহাকে বিদিত করিয়া কহিলেন যে, ভয় বা প্রলোভ প্রদর্শনে তিনি ঐ আচার্য্যকে কদাপি তাঁহার সন্নিধানে আনয়ন করিতে পারিবেন না। পরে আলেক্‌জণ্ডার স্বয়ং দণ্ডম'চার্য্যের নিকট গমনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। এই জন্য তিনি কতিপয় বান্ধব সমভিব্যাহারে যে বনে দণ্ডমা বাস করিতেন সেই স্থানে গমন করিলেন। আচার্য্যের আশ্রমের সন্নিহিত হইয়া আলেক্ জণ্ডার অশ্ব হইতে অবরোহণ করত মুকুট রাজপরিচ্ছদ এবং সঙ্গে যে কোন সম্পদের চিহ্ন ছিল সমস্তই পরিহার করিয়া বিনীত বেশে একাকী আচার্য্যের সন্নিধানে উপনীত হইলেন; এবং তাঁহার কিঞ্চিৎ দূরে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন "আপনি আমার সন্নিধানে গমনে অসম্মত হওয়াতে আমাকেই আপনার নিকট আসিতে হইয়াছে।" আচার্য্য কহিলেন 'কি মানস করিয়া আসিয়াছ? আমাদের এই নিভৃত-অরণ্যাশ্রমে কি সম্পত্তি আছে যে তাহা তোমার হরণের বাসনা হয়? তোমার যাহা বাঞ্ছিত এস্থলে তাহা নিতান্ত দুর্লভ; যাহা আমাদের সম্পত্তি তাহা তোমার নিষ্প্রয়োজনীয়; আমরা ঈশ্বরের প্রতি ধ্যান, মনুষ্যের প্রতি সৌহার্দ্য, ধনে অবজ্ঞা, মৃত্যুকে ঘৃণা করি; তুমি তদ্বিরুদ্ধে মৃত্যুকে শঙ্কা, স্বর্ণে মমতা মনুষ্যকে অবজ্ঞা, জগৎপতিকে অশ্রদ্ধা কর।" আলেক্‌জণ্ডার আচার্য্যের বাক্যে লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "ভগবন্ আমাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান দ্বারা আমার ভ্রমের নিরশন ও মনের মালিন্য দূর করুন। সর্ব্ব লোকের নিকট শুনিতে পাই আপনি মহা পুণ্যাত্মা,দেবতুল্য; আপনি জ্ঞানদ্বারা ঈশ্বরকে দর্শন করেন, কিন্তু গ্রীক জাতির জ্ঞানী অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে আপনি শ্রেষ্ঠতা

লাভ করিয়াছেন, এবং কোন কোন বিষয়ে অন্য জ্ঞানীগণ আপনার নিকট পরাভূত হইয়াছেন, তাহা শুনিবার নিমিত্ত আমি অত্যন্ত সমুৎসুক হইয়াছি।” পরমহংস বলিলেন “ঈশ্বর সন্নিধানে যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা তোমাকে প্রদান করিতে সম্মত আছি, কিন্তু তোমার হৃদয় তাহা ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না; তোমার মনে লোভ ও শত শত কামনা নিরন্তর অস্থির তরঙ্গের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছে; সাম্রাজ্য জয়েচ্ছায় তুমি উন্মত্ত ও প্রেতাবিষ্ট হইয়া রহিয়াছ; এসকলি আমাদিগের মতের বিপরীত। সুতরাং উপদেশ দ্বারা তোমার মন হইতে ঐ সকল পাপ বীজ কি রূপে অপসৃত করিব। ভূখণ্ড জয় করিয়া তুমি সমুদ্র জয় করিবারও মানস করিয়াছ, শেষ যখন বিজয়ের আর স্থল দেখিতে পাইবে না, তখনি শোক জন্য তোমার হৃদয় দগ্ধ হইবে। সমস্ত ভূমণ্ডল জয় করিয়াও যাহার মনে সন্তোষের উদয় হয় না, আমার দ্বারা তাহার মন তুষ্ট করা কি রূপে সম্ভব হইতে পারে।

পৃথিবী অপেক্ষা ঈশ্বর তোমাকে কত ক্ষুদ্র করিয়াছেন, কিন্তু তুমি বিধাতার সমস্ত বিশ্ব রচনা জয় করিতে চাহ। এবং মানব জাতির সুখ হরণ পূর্ব্বক একাকী তাহা সম্ভোগ করিবার অভিলাষ কর; কিন্তু সমস্ত পৃথিবী জয় করিলেও ইহার কার্য্য সকল তোমার আজ্ঞার অধীন হইবে না। ভৌতিক নিয়ম বলে সর্ব্ব লোকেরই ইচ্ছানুযায়ী শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, ভোজনাদি ক্রিয়া সমাধা হয়, এবং জগতে শত সহস্র প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলেও সে সমস্ত কল্যাণ কর নিয়মের কদাপি বিঘ্ন ঘটে না; এবং ঈশ্বর জল, বায়ু, তেজঃসহ এপ্রকার অখণ্ডিতরূপে মনুষ্যের বিহার ও ইচ্ছার নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে তাহা কেহই অন্যথা করিতে পারে না। আমি শয়ন করিয়া আছি, কিম্বা তুমি উপবেশন করিতেছ, কেহই ইহার প্রতিবাদী হইতে পারে না; কারণ দেখ এস্থান পরিত্যাগ করিলেও আমার সেই ভৌতিক সুখাবহ নিয়মের কোন মতেই ব্যাঘাত হইবে না। মনে কর তুমি জয় দ্বারা সমস্ত সরিৎ অধিকৃত করিয়া তাহার জল পান কর; যখন ইচ্ছা কর তখনি প্রাপ্ত হও। আমি ঐ নদী সকল জয় দ্বারা অধিকৃত করি নাই কিন্তু ইচ্ছা হইলেই জল পান করি। তবে তোমার দিগ্বিজয়ে আর আমার না জয় করাতে কি বিভিন্নতা রহিল। সুতরাং পৃথিবীর উপর সকল মানবের ঈশ্বর সমানাধিকার প্রদান করিয়াছেন। এক দিগ্বিজয়ীর নিমিত্ত সমস্ত সুমধুর দ্রব্য, আর এক দরিদ্রের জন্য অপকৃষ্ট দ্রব্যের তিনি বিধান করেন নাই।

এই হেতু মানবের স্বাধীনতা হরণ করিবার চেষ্টা তোমার কোন ক্রমেই সফল হইতে পারে না। আমার নিকট যদ্যপি তুমি জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্তির ইচ্ছা কর তাহা হইলে নিষ্কাম হও; যেহেতু কামনা বিহীন হইলেই মনুষ্যের কোন অভাব থাকে না; স্পৃহাই নির্ধনতার প্রসূতী। যে সকলসুখের আকাঙ্ক্ষা করে সে কদাপি সুখী হইতে পারে না; তাহার ভাগ্যে সুখের অভাব কোন কালেই শেষ হয় না। নিত্য নিত্য নূতন সুখের বাসনা জন্য নিয়তই তাহার অন্তঃকরণ দরিদ্রের পুরীর ন্যায় তৃপ্তি ও প্রীতি শূন্য হয়। বৎস! তুমি অপার অসন্তোষময়ী বাসনা পরিত্যাগ করিয়া যদ্যপি আমার ন্যায় এই নিভৃত স্থানে ঈশ্বর ধ্যানে নিমগ্ন থাক, তাহা হইলে তুমি কুবের অপেক্ষা ধনের অধিকারী হইয়া বিপুল আনন্দে তাহা সম্ভোগ

করিতে পার, এবং ক্রমে তোমার জ্ঞানের বিকাশ হইলে আমার সকল সম্পদের তুমিও অধিকারী হইতে পার। আকাশ আমার চন্দ্রাতপ, পৃথিবী আমার শয্যা, নদী ও প্রস্রবণ আমার পান করিবার স্থান ও ক্ষুধার সময় ঐ ক্ষেত্র সকল আমাকে আহার প্রদান করে। মাংসাশী পশুর ন্যায় আহারার্থ আমি কোন প্রাণীর জীবন সংহার করি না অথবা কোন প্রাণীর অস্থি, মাংস, উদরসাৎ করত আমার এই চেতনাযুক্ত শরীরকে মৃত পশুর কবর স্বরূপ কদাচ করি না। শিশু কালে মাতা যে রূপ স্তন্য প্রদান করিয়া এই শরীরের পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। মাতার ন্যায় বসুধা সেই রূপ স্নেহময় স্তন্য প্রদান করে না। তুমি জানিতে উৎসুক হইয়াছ যে অন্যান্য মানব অপেক্ষা আমার জ্ঞান ও ব্যবহার কোন কোন বিষয়ে প্রশংসনীয়; কিন্তু এতৎ বিষয়ের প্রশ্নের আবশ্যকতা কি? আমার যে রূপে দেহের সৃষ্টি হইয়াছে তদ্রূপ নিয়মানুসারেই বাস করি; মাতৃ গর্ব্ভ হইতে যে রূপ শূন্য দেহে অবতীর্ণ হইয়াছি, সেই রূপ বস্ত্র ও বিভব ভাবনাও ভয়াদি শূন্য হইয়া স্বাভাবিক অবস্থাতেই সর্ব্বদা অবস্থিতি করি। ঈশ্বর যে অভিপ্রায়ে আমার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি, এবং উত্তর কালে তিনি যাহা করিবেন তাহাও জানিতে পারিয়াছি। তুমি ঈশ্বরীয় নিগূঢ় তাৎপর্য্য অবধারণে সক্ষম না হওয়াতেই ভবিষ্যদ্বাক্যে কখন উত্তেজিত কখন বিস্ময়াপন্ন হও। পরন্তু ঈশ্বর প্রতিমুহূর্ত্তেই তোমায় তাঁহার কার্য্যের ফল প্রত্যক্ষ করাইতেছেন। জগৎ স্রষ্টার সেই সমস্ত কার্য্য আলোচনায় আমরা কদাপি বিস্মৃত হই না।"

আলেক্‌জণ্ডার এতক্ষণ অভিনিবেশ পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন আচার্য্যের বাক্যাবসানে কহিলেন "আপনি যে সকল কথার উল্লেখ করিলেন তাহা যথার্থ, তাহা আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। কারণ আপনার পবিত্র অংশে জন্ম গ্রহণ প্রযুক্ত আপনি নির্ব্বিঘ্নে নিয়ত সমস্ত জীবন ধর্ম্মচিন্তা ও স্বভাবালোচনাতেই অতিপাত করত শান্তি সুখের আস্বাদ গ্রহণ করিতেছেন ও আমি তদ্বিরুদ্ধে জনতাপূর্ণ বিবিধ বিপদ সঙ্কুল রাজ্যে অবস্থিতি করি; যে সকল ভৃত্য আমার দেহ রক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত, তাহাদিগকেই আমাকে অধিক ভয় করিতে হয় এবং শত্রুগণকে যত আশঙ্কা না হয়, মিত্র হইতে ততোধিক ভয়ের আবির্ভাব হয়। আর দেখুন বিপক্ষদলের সৈন্য অপেক্ষা বন্ধুকুলের অবিশ্বস্ততা হইতে নিত্যই আমাকে ব্যস্ত ও বিপদগ্রস্থ হইতে হয়। অতএব দেহ রক্ষকেরা আমায় হত্যা করিবে কি বিপদ হইতে আমার জীবন রক্ষা করিবে এই উদ্বেগে আমার অন্তঃকরণ কদাচ সুস্থ হয় না। দিবাভাগে অন্য লোকের প্রতি অত্যাচার ও তাহাদের প্রাণ সংহার করিয়া আমি সময়াতিবাহিত করি এবং রাত্রি কাল উপনীত হইলে অন্যের দ্বারা হত হইবা এই চিন্তাতে স্বয়ং দগ্ধ হইতে থাকি। যাহাদের হস্ত হইতে আমার মৃত্যু আশঙ্কা হয়, যদ্যপি তাহাদের একবারে সকলের প্রাণ বিনাশ করি তাহা হইলে ভূমণ্ডলে আমার কলঙ্ক ও অখ্যাতির সীমা থাকিবে না। পক্ষান্তরে নম্রতাচরণে উচ্চ সম্ভ্রান্ত পদের যথোচিত বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা; আমার বলিয়া সকলেই আমাকে অবজ্ঞা করিবে, সুতরাং উভয়ই শঙ্কট। এবম্প্রকার শঙ্কটাবহ জীবনের মধ্যে আমার কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে হইবে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না, যদ্যপি

আমি আপনার ন্যায় আশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এই শান্তি সুখাকীর্ণ নির্জ্জন প্রদেশে তপস্যায় কাল অতিবাহিত করি, তাহা হইলে পৃথিবীর কত অপকার হইবার সম্ভাবনা তাহার সীমা হয়না। ঈশ্বরানুগ্রহে আমি যে পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি, তাহা হইতে অবরোহণ করাও কোন ক্রমেই যুক্তি সিদ্ধ হয় না, কারণ মাদৃশ ব্যক্তি ভিন্ন বসুধার ভার মোচন করা অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে; তন্নিমিত্তই ঈশ্বর আমাকে এই মহোচ্চ পদে স্থাপিত করিয়াছেন, আমি এতৎকার্য্য সাধনেই নিয়োজিত আছি মঙ্গলময় জগত্ স্রষ্টা এই জন্যই আমাকে ক্ষমা করিবেন। হে পরম কারুণিক ভুবনালঙ্কার! আপনার সদুপদেশ দ্বারা আমার দুর্ব্বল অন্তঃকরণের অনেক সমতা হইয়াছে। আপনার জ্ঞানগর্ভ বচনে আমি বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছি। আপনার সম্মানার্থ যে উপহার আনয়ন করিয়াছি তাহা গ্রহণ করত আমাকে কৃতার্থ করুন।

মহাবীর আলেক্ জণ্ডার এই কথা বলিবামাত্র তদীয় অনুচরেরা স্বর্ণ, রজত নির্ম্মিত বিবিধ প্রকার আশ্চর্য্য শিল্পজাত বস্তু, সুগন্ধ তৈল এবং মিষ্টান্ন যোগীবরের সম্মুখে আনয়ন করিল, দণ্ডমি তদ্দর্শনে ঈষৎ হাস্য করিলেন। অনন্তর পুনর্ব্বার কহিলেন অরণ্য-স্থানবাসী বিহঙ্গগণকে অর্থের প্রলোভ দেখাইয়া কে বসন্তঋতুর সঙ্গীতআলাপে প্রোৎসাহিত করিতে পারে? যদি তাহা অসম্ভব হয় তবে নিকৃষ্ট বিহঙ্গ অপেক্ষা আমাকে কি হেতু এরূপ অবজ্ঞাস্পদ করিতেছ। যাহা আমি ভোজন করিব না তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। যে বস্তু এই অরণ্য প্রদেশে বিক্রয় করা যায় না তাহা তোমার নিকট গ্রহণ করিবারও আবশ্যকতা নাই। জগত্ স্রষ্টা স্বর্ণের জন্য মনুষ্যকে কোন পদার্থই বিনিময় করেন না। এস্থানে আমার অভাব কি আছে? পিতার অমূল্য জ্ঞান অবারিত। যাহারা প্রার্থীত হয় তিনি তাহাদিগকে কদাচ বঞ্চিত করেন না। ক্ষুধিত ভোজন অমৃত পান তুল্য, যদ্যপি তোমার এই রোটিকায় মাধুর্য্য থাকিত তাহা হইলে উহা অনলে দগ্ধ করিবার কোন প্রয়োজনই হইত না। যোগী এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন। আলেক্জণ্ডার অন্যান্য দেশ দিগ্বিজয় কালে পরাজিত দেশের প্রতি যে প্রকার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বীরকীর্ত্তি ভূমণ্ডলে প্রতিষ্ঠাবিধায়িনী না হইয়া কলঙ্কই বিঘোষনা করিত! পরন্তু কোন কোন বিষয়ে তাঁহার চরিত্রে বিশেষ ত্রুটী থাকিলেও তিনি যে প্রকৃত পুণ্যবান্ সারগ্রাহী ও মহান্ উদারচিত্ত ছিলেন উপরোক্ত বৃত্তান্তে তাহা সপ্রমাণীকৃত হইতেছে। অনন্তর আলেক্জণ্ডার আচার্য্যের চরণে প্রণাম পূর্ব্বক আশ্রম হইতে ভক্তি পুলকিত হৃদয়ে বিদায় হইলেন।

শিল্প শিক্ষা।

মরা ইতি পূর্ব্ব খণ্ডে শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিখিয়াছি এবং তৎপত্রেই প্রকাশ করিয়াছি যে, শিক্ষা বিষয়ে আমাদিগের যথেষ্ট বক্তব্য আছে। স্থানের অল্পতা জন্য এক খণ্ডেই সমস্ত প্রকাশ অসম্ভব বোধে অবকাশ মতে এক এক খণ্ডে তৎসম্বন্ধীয় এক এক বিষয়ের বৈধাবৈধতা ও প্রচলিত প্রণালীর দোষাদোষ ব্যক্ত করিবার মানস করিয়াছি এবং তদনুসারে বর্ত্তমান খণ্ডে শিল্প শিক্ষা বিষয়ে যথা কথঞ্চিৎ লিখিতে প্রবর্ত্ত হইলাম।

শিল্পকে দুই প্রকারে বিভক্ত করিলাম,—প্রথমতঃ সুদৃশ্য-সাধক-শিল্প এবং দ্বিতীয়তঃ ব্যবহারোপযোগী, অর্থাৎ আবশ্যকীয় শিল্প। আমরা ইংরাজী মতাবলম্বন করিয়া শিল্পকে দৈহিক শ্রমসাধ্য ও মানসিক শ্রমসাধ্য এই ভাগে বিভক্ত করিয়া কবি প্রভৃতিকে শিল্পী রূপে গণনা করিলে বাঙ্গলা পাঠকগণের মনে বিশেষ সন্দেহের উদয় হইবার সম্ভাবনা এজন্য যে সকল শিল্প দ্বারা কেবল লোকের দর্শন সুখ সম্পাদন হয় এবং যাহার উপকারিতা প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হয় না, তৎসমস্তই সুদৃশ্য সাধক বলিলাম, যথা—চিত্র কার্য্য ও ভাস্কর কার্য্যাদি। যে সকল শিল্প আবশ্যকীয় দ্রব্যের প্রভব তাহা ব্যবহারোপযোগীশিল্প গৃহ নির্ম্মাণ, বস্ত্রবয়ণ, মুদ্রাঙ্কন কার্য্যাদিই তাহার প্রমাণ স্থল। আমাদিগের দেশে শিল্প শিক্ষা নাই বলিলেও বলা যায়, তাহার কারণ এই যে এতদ্দেশীয় লোকে শিল্প শিক্ষার উপকারিতা ও আবশ্যকতা কিছু মাত্র জ্ঞাত নহে। সামান্য ব্যক্তিরা সন্তানগণকে কেবল ভাষা শিক্ষা প্রদানেই ব্যগ্র এবং যদিও পুত্রাদিকে অর্থোপায় জন্য ভাষা শিক্ষা প্রদান উচ্চশ্রেণীস্থ ধনাঢ্য ব্যক্তি সকলের উদ্দেশ্য নহে, তথাপি অর্থরক্ষা ও তাহা বৃদ্ধি করা ভিন্ন আর অভিপ্রায় দেখা যায় না। এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত দুই দলেই বিশেষ ভ্রম বশতঃ শিল্প শিক্ষাকে অবজ্ঞা করেন, কারণ শিল্প শিক্ষাদ্বারা তাঁহাদিগের সকলেরই অভিপ্রায় অধিকতর সুচারুরূপে সিদ্ধ হইতে পারে এবং শিল্প শিক্ষার অভাবে সময়ে২ তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সাধনের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে। এক্ষণে ভাষা শিক্ষায় এত অধিক লোক প্রবর্ত্ত আছে যে তাহাদিগের সকলের কর্ম্ম পাওয়া দুষ্কর হইবে। সুতরাং ঐ সকল শিক্ষিত লোক আপনং বিদ্যাদির উপযুক্ত বেতনের জন্য অপেক্ষা করিতে না পারিয়া যৎসামান্য বেতনেও দাসত্ব স্বীকার করিতে বাধিত হইবে। এপ্রকার ঘটনা বর্ত্তমানেই অনেক দেখা যায়, পরে আরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং ভাষা শিক্ষার অর্থকারীত্ব হ্রাস হইতেছে। পরন্তু শিল্প শিক্ষা তাহার বিপরীত; শিল্প বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানবান্ ব্যক্তির নিতান্ত অভাব, এজন্য সৎস্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই শিল্প কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইলে বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জন করিবার সম্ভাবনা আছে। যে সময়ে যে শ্রেণীতে লোকাভাব দেখা যায় সেই সময়ে সন্তানগণকে তৎ শ্রেণীতে প্রবিষ্ট

করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। যখন দশ টাকা বেতনের কেরানীগিরী খালি হইলে শতাধিক আবেদন ও সুপারিস পত্র পড়ে, যখন এম, এ, বি, এ, পরীক্ষা দিয়াও পঞ্চাশ টাকা বেতনের জন্য ব্যস্ত হইতে হয়, যখন বি, এল, উপাধী বিশিষ্ট লোককেও ভগিনীপতি প্রভৃতি আত্মীয়ের অন্নে উদর পূর্ত্তি করিতে হয়, তখন ভাষা শিক্ষা অপেক্ষা যে সকল শিল্প কার্য্যে মাসিক ২০০৷২৫০ টাকা অনায়াসে অর্জ্জিত হইতে পারে তাহাকে অর্থকরী জ্ঞান করা সামান্য ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য।

ধনাঢ্যগণের পক্ষেও সন্তান সকলকে শিল্প শিক্ষা প্রদান করা বিধেয়। কেবল ভাষা শিক্ষাতেই যে ধনরক্ষা হয়; এরূপ নহে কারণ ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত অনেক ব্যক্তিকে পানাদি দোষ জন্য একেবারে অকর্ম্মণ্য হইতে দেখা গিয়াছে। ধনাঢ্য ও সামান্য ব্যক্তি সকলের সন্তানগণ অবকাশ কালে নিজ২ চিত্তরঞ্জন করিতে অক্ষম হইলে ঐ অবকাশ সময় তাহাদিগের স্কন্ধে অত্যন্ত দুর্ব্বহ বোঝার ন্যায় বোধ হয় সুতরাং ঐ ভার দূর করিবার জন্য তাহারা ব্যগ্র হয় এবং গমনাগমন ও সহবাসের স্থান বা লোক বিচার না করিয়া যে কোন প্রকারে ঐ অবকাশ কাল সচ্ছন্দে অতিবাহিত করিতে যত্ন করে। কুস্থানে গমন ও কুসংসর্গে অবস্থিতি মনুষ্য স্বভাবকে এরূপ অল্পে২ অবোধ্য ভাবে কুপথানুগামী করে যে পণ্ডিত ব্যক্তিরাও তাহা বুঝিতে না পারিয়া ক্রমশঃ কলুষ সাগরে নিপতিত হয়। যখন ঐ স্বভাবের ভ্রষ্টতা হৃদয়ঙ্গম হয় তখন তাহাদিগের প্রত্যাবর্ত্তনের বা সংস্করণের ক্ষমতা থাকে না। শিল্প শিক্ষা প্রচলিত হইলে যুবকগণ সহচরের ও স্থানান্তর গমনের প্রতীক্ষা না করিয়া আপনিই আত্মচিত্ত-বিনোদন করিতে পারিবেন এবং ভ্রষ্ট স্বভাব হইবার অত্যল্পই সম্ভাবনা থাকিবে। ধনাঢ্যগণের ইহা বিশেষ জ্ঞাতব্য যে সৎস্বভাব না হইলে কেবল ভাষা শিক্ষাতেই ধন রক্ষার উপায় হয় না।

শিল্প শিক্ষা প্রচলিত হইলে ধনাঢ্য গণের সন্তান সকল অবকাশকাল অতিবাহিত করণার্থ ব্যগ্র হইবার কারণ থাকিবে না। তাহারা সহচরাভাবেও বিরক্ত হইবে না; আর কুস্থানাদিতে গমন করিতেও বাধিত হইবে না। যাহারা ভাষাশিক্ষায় শিক্ষিত তাহাদিগের অবকাশ সময় সকলের অনেকাংশ কোমল কাব্য ও নবন্যাসাদি পাঠে নিয়োযিত হয়। তদ্ভিন্ন যে সময় পাঠে প্রবৃত্তি জন্মে না তৎকালে চিত্রকার্য্য দ্বারা চিত্ত বিনোদন হইতে পারে ও সেতার বেহালাদি যন্ত্রের বাদনে মনেরবিশিষ্ট বিশ্রামওপ্রীতিসাধন হইবার সম্ভাবনা। সামান্য বস্থার যুবকগণের পক্ষে চিত্রকার্য্যাদি উভয়তউত্তম; প্রথমতঃ হৃদয়ানন্দ প্রদ; দ্বিতীয়তঃ অর্থের উপায়কর। আমাদিগের পূর্ব্ব খণ্ডের সমালোচনাকালে কোন সম্পাদক আমাদিগের বিদিতার্থ লিখিয়াছেন যে শিল্প শিক্ষা প্রদ একটী বিদ্যালয় ব্রাহ্ম সাম্প্রদায়ীক দিগের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে। এস্থলে আমাদিগের ব্যক্তব্য এই যে ঐ বিদ্যালয়ের ও অন্যান্য দুই একটীর বর্ত্তমানতা আমরা জ্ঞাত আছি এবং তদ্রূপ বিদ্যালয়াদির বিরলতা জন্যই আমরা দুঃক্ষিত। ভারতবর্ষে ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয় অনেক হইয়াও সর্ব্বত্র অভাবশূন্য করিতে পারে নাই। এখনও ৫।৭ শত ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয়ের নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব দুই চারিটী স্থানে শিল্প ব্যয়ামাদি শিক্ষিত হইলে তাহাকে নিতান্ত অভাব বিবেচনা করাই কর্ত্তব্য।

পণ্ডিতবর থিয়োডোরগোলড্‌ষ্টকর।

আমরা গভীর শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি অদ্বিতীয় সংস্কৃত বিদ্যা বিশারদ থিয়োডোর গোলড্‌ষ্টকর মহোদয় নিদারুণ কাশ রোগাক্রান্ত হইয়া লণ্ডন্ নগরে গত মার্চ্চ মাসের ৬ই তারিখে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন; পূর্ব্বে ইনি রোগ অতি সামান্য বিবেচনায় উপেক্ষা করিয়াছিলেন, পরে দিন২ উহা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল, অবশেষে বিচক্ষণ ভিষক্‌বর্গের পরিশ্রমও ব্যর্থ হইয়া গেল। তাঁহার বয়ক্রম ৫৮ বৎসরের অধিক হয় নাই কিন্তু দিবা রাত্রি বিদ্যালোচনায় নিযুক্ত থাকা প্রযুক্ত শরীর এককালে জীর্ণ হইয়াছিল, এজন্য হটাৎ দেখিলে বৃদ্ধের ন্যায় বোধ হইত। তিনি জর্ম্মণ দেশান্তর্গত কনিগস্‌বর্গ নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা জর্ম্মণি দেশের হিব্রীয় ছিলেন। এই বেদজ্ঞ পণ্ডিতবর বন নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিখ্যাত ওয়েষ্টার গার্ডের সহিত একত্রে পাঠ সমাধা করেন। বার্লিন নগরে আগমন করিলে তথাকার পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে অধ্যাপকপদের উপযুক্ত বিবেচনায় নিয়োগপত্র প্রদান করিলেন। তথাহইতে তিনি পারিস নগরীতে আগমন করিয়া বিদ্যাবুদ্ধি সমুদ্র ইউজিনবর্ণুফের বন্ধুত্ব রত্ন লাভ করিলেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মহামহোপাধ্যায় ক্রিশ্চান লাসেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত পত্রিকায় অমরকোষের সমালোচনা প্রকাশ করেন, এই প্রবন্ধটী তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষার প্রথম ফল স্বরূপ এবং ইহাতেই বৃহৎ-অভিধান প্রকাশের আশা প্রথমে তাঁহার হৃদয় মধ্যে অঙ্কুরিত হয়। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে "প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের" অনুবাদ তাঁহার বন্ধু অধ্যাপক কারল রসেনক্রান্টস্ রচিত ভুমিকা সহ প্রকাশিত হইয়াছিল। জর্ম্মণ ভাষায় মহাভারতের অনুবাদ করিবার আশা তাঁহার বহু দিবস হইতে বলবতী হইয়াছিল এবং প্রায় অনুবাদ সম্পূর্ণ করিয়া ছিলেন কিন্তু কোন অংশ মুদ্রিত করিতে পারেন নাই। ইনি বৈদিক গ্রন্থ প্রাপ্ত মাত্র অতি সাদরে পাঠ করিতেন এবং একদা হটাৎ ইণ্ডিয়া আফিসের পুস্তকালয়ে "মানবকল্প সূত্র" নামক বৈদিক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া তাহা গুরুতর পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়নান্তর একটী সুদীর্ঘ ভুমিকার সহিত মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। এই ভুমিকায় পাণিনি ব্যাকরণ, মীমাংসা দর্শন ও বৈদিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন। উইলসন সাহেবের কৃত সংস্কৃত অভিধান সংশোধনানন্তর খণ্ডে২ পুনঃ মুদ্রিত করিতে নিযুক্ত হওয়াতে তাঁহার নাম ক্রমে ভুবন বিখ্যাত হইয়া উঠিল, এ পর্য্যন্ত আদ্যক্ষর 'অ' ৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ হয় নাই। এই বৃহদ্ ব্যাপার তাঁহার দ্বারা অচিরে সম্পন্ন হওয়া কঠিন বিবেচনায় অনেকে তাঁহাকে একখানি সংক্ষিপ্ত সংস্কৃত কাব্য নাটক পাঠোপযোগী অভিধান প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করেন। উক্ত গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে, বোধ করি অল্পকাল মধ্যে ট্রুবনার কোম্পানির দ্বারা প্রকাশিত হইবেক। লণ্ডনে "সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচারিকা সভার" সম্পাদকের ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল এবং তিনি যত্নসহকারে উক্ত সভার সাহায্যে মাধ্বাচার্য্য কৃত 'ন্যায় মালবিস্তার' নামক মীমাংসা গ্রন্থ ৫ খণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ দর্শন ছিল এবং প্রিবিকৌন্সেলে মধ্যে২ এতৎ সম্বন্ধে তাঁহার অভি-

প্রায় সাদরে গৃহীত হইত। সম্প্রতি 'ইষ্টইণ্ডিয়া' সভায় হিন্দুদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র সম্বন্ধে যে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন তাহা ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি রএল আসিয়াটীক সুসাইটীর এক জন প্রধান সদস্য ছিলেন, তথায় কতিপয় উৎকৃষ্ট বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন, সে গুলি এবং অপ্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহ একত্রে সংগ্রহ করত মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিলে সাহিত্য সমাজের বহুল উপকার সংসাধিত হয়। আমরা সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হইয়াছিলাম যে তিনি অপ্রকাশিত প্রবন্ধ নিচয় একেবারে বিনষ্ট করিবার জন্য এক অনুজ্ঞা পত্র মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সি, মেথার সাহেব লিখিয়াছেন যে এসংবাদ সম্পূর্ণ অলীক। এতদ্বিধায় তৎকৃত উল্লিখিত প্রস্তাব নিচয় একত্রে যত্ন সহকারে ভট্ট মোক্ষমূলর, হল, কিম্বা কাউএল সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইলে তৎপাঠে সংস্কৃত শাস্ত্র ব্যবসায়ী মাত্রেই সুখী হইবেন। গোল্ডষ্টকর সাহেব লণ্ডন নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিদ্যাধ্যাপক ছিলেন। সংস্কৃত বিদ্যা অনুশীলন জন্যই এই পদ গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়েন। তাঁহার লণ্ডনস্থ ভবন প্রাচীন ঋষির আশ্রম বলিয়া বোধ হইত; যখন স্তুপাকার সংস্কৃত গ্রন্থ মালা মধ্যে স্থির চিত্তে উপবিষ্ট হইয়া বেদ, বেদাঙ্গ, পাণিনি, ষড়দর্শন, কোষশাস্ত্র, ও সুশ্রুতাদি অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলে হৃদয় এক অপূর্ব্ব রসে নিমগ্ন হইত। তিনি অপরিসীম দয়া, উদারতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্গুণে ভূষিত ছিলেন, এবং কপটতা আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। ভারতবর্ষবাসী যুবকগণ ইংলণ্ডে অধ্যয়নার্থ গমন করিলে তাঁহাদিগকে ইনি পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, এবং সর্ব্বদা যথাবিহিত উপদেশদানে কখনই পরাঙমুখ হইতেন না। আমরা এই ভারতবর্ষের অকৃত্রিম বন্ধুর মৃত্যু সংবাদে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছি।

নূতন গ্রন্থের সমালোচনা।

পৌরাণিক ইতিবৃত্ত—ইত্যাখ্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ড দেখিয়া আমরা পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইংরাজি ও অন্যান্য ভাষাতে ক্লাসিকল অভিধান থাকাতে সাহিত্যাদি পাঠের বিশেষ সাহায্য হয়। এবম্প্রকার গ্রন্থের অসদ্ভাব বশত বঙ্গীয় সাহিত্য পাঠকারীগণের বিশেষ ক্লেশ হয়, এবং অনেকে ইচ্ছা সত্বেও যে তৎপাঠে বিরত হয়েন তাহার কারণ—ত্রিশঙ্কু, হরিশ্চন্দ্র, কর্ণ, নল, সগর, দশরথ, রাম, অর্জ্জুন প্রভৃতি মহাত্মাগণের আচার ব্যবহার ও কর্ম্মাদি উদ্দিষ্ট হইয়া উপমাদ্যলঙ্কার প্রয়োগ হইলে সামান্য পাঠকগণ সহজে বুঝিতে পারেন না।

কোন একটি নূতন বিষয় প্রচলিত হইতে গেলে অনেকে তাহার বিলক্ষণ উপকারীত্ব ও গুণাগুণ বুঝিতে পারে না। মান্যবর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তের "তিলোত্তমা সম্ভব" কাব্যের প্রথমোদয়ে তদন্তর্গত অমিত্রাক্ষর কবিতায় গ্রথিত মনোহর ভাব গুলির রসাস্বাদন অতি অল্প লোকেই করিয়াছিলেন ও অনেকেই তাহা অতি জঘণ্য ও পঠনাযোগ্য বোধে পাঠ করেন নাই। অধিক কি দুই জন সুবিজ্ঞ বাঙ্গলা লেখক, যাঁহাদিগের রচনা পাঠকগণ সাদরে সর্ব্বদা পাঠ করিতেছেন, "তিলোত্তমাকে" দুরূহ দুষ্ট কাব্য ও অতি জঘণ্য বলিয়া আমাদিগের সহিত বিতণ্ডা করিয়াছিলেন ও অমিত্রাক্ষর কবিতা বাঙ্গলা ভাষায় অযোগ্য ও শ্রবণ কটু বলিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহাদিগের সে ভাব এক্ষণে আর দেখা যায় না, এবং তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন স্বয়ং একখানি অমিত্রাক্ষর কাব্য রচনা করিয়াছেন ও অপর জনকে পূর্ব্ব-দুষ্ট অমিত্রাক্ষরের ও দত্তজ মহাশয়ের প্রশংসা করিতে দেখা যায়। বর্ত্তমান সমালোচ্য গ্রন্থও সেই রূপ সর্ব্ব সাধারণের আদরণীয় হয় নাই, তাহার কারণ অনেকে বিবেচনা করেন, মহাভারত, রামায়ণাদি পাঠ করিলেই যাহা জানা যাইতে পারে তাহা ভিন্ন রূপে আবদ্ধ হওয়ার কি ফল। এস্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই যে এরূপ বিবেচনা করা ভ্রমের কার্য্য। যদি এপ্রকার গ্রন্থের আবশ্যকতা না থাকিত তাহা হইলে সভ্য জাতীয় সমুন্নত ভাষামাত্রেই ইহার সদ্ভাব দেখা যাইত না। আমাদিগের যাহাতে পাঠকগণের পাঠ সৌকর্য্য সাধন হয় ও যাহাতে অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হইতে নিরর্থক সময়াপব্যয় নিবারণ হয় এরূপ গ্রন্থই পাঠকগণের বিশেষ উপকারী ও আবশ্যক। এবম্প্রকার গ্রন্থের উপকারিতার বিশেষ ব্যাখ্যা আর অধিক প্রয়োজন করে না, কারণ আমাদিগের পূর্ব্ব প্রচলিত ও বর্গাদি নিবদ্ধ সংস্কৃত অভিধান হইতে বর্ত্তমান অকারাদি ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণানুসারে বিন্যস্ত শব্দকোষ সকল কত সুবিধাকর পাঠকগণ তাহা বিবেচনা করিলেই "পৌরাণিক ইতিবৃত্তের" আবশ্যকতা জ্ঞাত হইবেন।

এই গ্রন্থ সুবিখ্যাত পাদ্রি অব্রাএন স্মিথ সাহেবের কৃত এবং এতদ্রূপ গ্রন্থ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হওয়া ইহাঁর যোগ্য কার্য্য হইয়াছে। ইহার সংগ্রহে যে অসাধারণ শ্রম ও অধ্যবসায় আবশ্যক করে তাহা সচরাচর লোকের সম্ভব নহে। ইউরোপীয়গণের দৃঢ়ব্রতগুণে বঙ্গভাষা নানাবিধ রূপে উপকৃত হইয়াছে, হইতেছে এবং উত্তর কালেও হইবার সম্ভাবনা, এবং এই বহু শুভকর গ্রন্থ খানিও তাঁহাদিগের আয়াসে সম্পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে এক্ষণকার অভিধানের প্রথানুসারে অকারাদিক্রমে পুরাণাদি প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত মহাজন, নগর, দেশাদির নামও সঙ্ক্ষেপ বিবরণ লিখিত হইতেছে এবং প্রথম খণ্ডে অবর্ণ-প্রথম শব্দ সকল শেষ হইয়াছে। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে বহু ব্যয় ও শ্রম হইবে তজ্জন্য আমরা বঙ্গভাষানুরাগী সহৃদয়গণকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা গ্রন্থকারকে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদানে যত্ন করুন, নচেৎ উৎসাহিত না হইলে যদি তিনি এতদ্গ্রন্থ প্রকাশে হতোদ্যম হইয়া নিবৃত্ত হয়েন তবে বঙ্গভাষার বিশেষ ক্ষতি হইবে ও একটি অক্ষয় রত্নাগারের দ্বার রুদ্ধ হইবে।

চৈতন্যচন্দ্রামৃত—ইত্যাখ্য সংস্কৃত গ্রন্থ ও তাহার "রসিকাহ্লাদিনী" নাম্নী টীকা বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ দাস মহাশয়ের যত্নে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার কেবল মূলের মাত্র বাঙ্গালা অর্থ দেওয়া হয় নাই টীকার অর্থও করা হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি বৈষ্ণবদিগের পরম ভক্তির গ্রন্থ এবং ধর্ম্ম গ্রন্থের বাহুল্য সমালোচনা করায় আমাদিগের অনভিমত সত্বে এস্থলে আমরা এতদ্গ্রন্থান্তর্গত একটী শ্লোক ও তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি পাঠকগণ নিজ নিজ অভিপ্রায়ানুসারে বিচার বরিবেন।

মূল।

যন্নাপ্তং কর্ম্মনিষ্ঠৈর্নচ সমধিগতং যত্তপোধ্যানযোগৈঃ, বৈরাগ্যৈস্ত্যাগতত্ত্বস্তুতিভিরপিনযত্তর্কিতঞ্চাপি কৈশ্চিৎ। গোবিন্দ প্রেমভাজামপি ন কলিতং যদ্রহস্যং, স্বয়ং তন্নাম্নৈব প্রাদুরাসীদবতরতি পরে যত্র তং নৌমিগৌরম্॥

অন্যার্থঃ।

যে প্রেম কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরাও পায় না, যাহা তপ, ধ্যান ও যাগাদি দ্বারাও সম্যক্ রূপে জ্ঞেয় নহে, যাহা বৈরাগ্য, ত্যাগ, তত্ত্ব ও স্তবাদিদ্বারাও উপলব্ধ হয় না, এবং যাহা গোবিন্দ প্রেম পরায়ণ ব্যক্তিদিগেরও অলভ্য, সেই গূঢ় প্রেম যে পরমেশ্বর অবতার হইলে স্বয়ং নামমাত্রেই প্রকাশিত হইয়াছিল সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে প্রণাম করি।

বর্ষবর্ত্তন—এতদাখ্য এক খানি ক্ষুদ্র কায় কাব্য আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া নিঃশেষ হইলে স্বল্পতা জন্য আমাদিগের মনে ক্লেশ হইয়াছিল, যেহেতু রচয়িতার রচনা পদ্ধতিতে এক প্রকার চিত্তবিনোদকারীত্ব আছে এবং কিঞ্চিৎ পাঠ করিলেই আর পাঠ করিতে ইচ্ছা যায়। পাঠকগণের গোচরার্থ কিয়দংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"তরুপত্র প্রান্তভাগে লম্বিত নিহার,
কামিনীর কটাক্ষ ইঙ্গিত,
সুচিত্রিত চারু ইন্দ্রচাপ বরিষার,
উড্ডীন পাখীর কল গীত,
সন্ধ্যার রক্তিম ঘটা, পতিত তারার ছটা,
সরো জল হিল্লোল নর্ত্তন,
এহতে ভঙ্গুর, রম্য মানব জীবন !!!
কেন হেন হয়, কিছু না বুঝি কারণ,
হেন বুদ্ধিধর জীব নর,
আকাশের তারা করে, যে জন গণন
রবি শশী যার আজ্ঞাচর,
অধিপতি পৃথিবীর, জয় কর্ত্তা প্রকৃতির,
করে, বিশ্ব বদরি প্রকার,
আপন মরণ কেন ভুল হয় তার?

এই যে উৎসব দিন, বাদ্য কোলাহল,
হায় কত স্থানে কত জন,
মরণ-মদিরা পানে অবশ বিকল
নির্নিমেষ নির্নিত নয়ন !!
এই যে প্রমোদে রত, হায় এদলের কত,
(হতে পারে বিস্ময় কি তার)
আগামী প্রভাত ভানু হেরিবে না আর !!

সম্মুখে, সুদূরে দৃষ্টি হয় ধাবমান,
পশ্চাতে না কিছু দেখে আর,
যে জীবের রচনার এহেন বিধান,
মৃত্যুর বিস্মৃতি সাজে তার।
বর্ষ অন্তে বর্ষক্ষয়, হর্ষে বর্ষবৃদ্ধি কয়,
বিবিধ মঙ্গল আচরণ,—
অধোগতি এ উন্নতি,—কূপের খনন।

সিতাসিত দুই সূত্র একত্র জড়িত,
রজ্জুর কি দিব বিশেষণ?
চির বিচরিত হ্রাস, বৃদ্ধির সহিত,
বল ইচ্ছা যাহার যেমন।
আলো কাছে ছায়া পাই, ছোট ছাড়া বড় নাই।
নিশা চির-সঙ্গিনী দিবার,
বিপরীত বিজড়িত সকলি ধরার

পাঠশালে যায় শিশু চিন্তা এই তার,
দাদার বয়স হবে কবে,
দাদা, ভাবে কবে হবে বয়স পিতার,
সংসারের কর্ত্তা হব তবে।
হেনমতে পরস্পর, হতে চায় অগ্রসর
অভিমুখে, সম্মুখ মরণ;
তবে অল্প আয়ু বলে কান্দে কি কারণ?

মরুভূমে জল, যথা জলে রেখাপাত,
দামিনীর চমক যেমন,

আকাশের কলেবরে যথা অস্ত্রাঘাত,
নরে মৃত্যু স্মরণ তেমন।
আত্মীয় মরণ তরে, কিম্বা ঘোর ব্যাধিভরে,
উঠে মনে যদি বা কখন,
দুষ্ট শিশু পাঠ সম, ভুলি সেইক্ষণ।

মধ্যস্থ—ইতি নামধারী যে সাপ্তাহিক পত্রের নবোদয় হইয়াছে আমরা তাহার প্রথম দুই খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি কিন্তু এই প্রাপ্ত খণ্ডদ্বয়ে পত্রের উদ্দেশ্য কিছুই দেখিতে পাই নাই ও "সপ্তরত্ন সমাজেরও" বিশেষ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি নাই। পরের খণ্ড সকল না দেখিলে ইহার যথার্থ সমালোচন করা অসম্ভব।

কৌতুক-কণা।

সংবাদ পত্রে "আমাদিগের কর্ম্মালয়ে লৌহ খাট ও বিছানা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে" ইতি বিজ্ঞাপণ দর্শনে কোন ব্যক্তি বলিলেন "লৌহ-চাদরতো আছে গদি কৈ তো শুনি নাই ?"

কোন ভদ্র ব্যক্তি একজন কবিরাজকে বলি-লেন "মহাশয় অদ্য প্রাতে আমার পুত্র অকস্মাৎ অচৈতন্য হইয়া প্রায় দুই ঘণ্টাকাল তদবস্থায় ছিল" এতদ্বাক্যশ্রবণ করিয়া কবিরাজ কহিলেন "মহাশয় তাহার জন্য ভাবিবেন না অনেকে যাবজ্জীবন ঐ রূপ থাকেন।"

আমাদিগের নাটকাভিনয়—কোন অভি-নয় মন্দিরে আমরা একজন সম্ভ্রান্ত লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "মহাশয় কোন ব্যক্তির অভিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়াছেন?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন "চোতাধারকের, কারণ সকলের অপেক্ষা তাহাকে অল্প দেখিয়াছি কিন্তু অধিক শুনি-য়াছি।"

এক ব্যক্তি কবিরাজ তাঁহার উকীলকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁহার এক পিপা মূল্যবান্ উত্তম নস্য তাঁহার ভৃত্য লইয়াছে অতএব কি প্রকারে ঐ ভৃত্য দণ্ডিত হইতে পারে। উকীল তাহাতে উত্তর করিলেন "মহাশয় এরূপ কোন আইন দেখিনাই যাহাতে নস্য লওয়াকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য করে।"

ব্যবহার্য্য-বিষয়।

কস কালীতেই সকল আপীসের লেখা হয় ঐ কালির দাগ কাপড়ে লাগিলে আমরুল সাকের রস দিলেই ঐ দাগ উঠিয়া যায় ও কাপড় ভাল থাকে। আমরুল সাকাভাবে লেবুররস, তেঁতুল বা অন্যান্য অম্লমাত্রেই উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়।

পাঠ পরিবর্ত্তনাদি।

রহস্য-সন্দর্ভের সপ্তম পর্ব্বের ৬৭ খণ্ড যৎ-কালে যন্ত্রস্থ ছিল তৎকালে সম্পাদক উত্তর পশ্চি-মাঞ্চলে থাকাতে ঐ খণ্ডের স্থানে২ বর্ণ শুদ্ধি দোষ ঘটিয়াছে তজ্জন্য পাঠকগণ অপরাধ লইবেন না। যে দুই একটী পাঠ পরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক তাহাই করা হইতেছে। ১০ পত্রের প্রথমস্তম্ভে ৬ পঙ্‌ক্তিতে "আমরিকা খণ্ডের" পরিবর্ত্তে "আফরিকা খণ্ডের" পড়িতে হইবে। ১৪ পত্রের দ্বিতীয়স্তম্ভের শেষ ভাগের "স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে (যে ধর্ম্ম বুদ্ধির অভাবে সংসার অচল হয়)" ইহার স্থানে "যে ধর্ম্ম বুদ্ধি অভাবে সংসার অচল হয়" হইবে।

রহস্য-সন্দর্ভ।

নাম

পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র।

৭ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। সন ১২৭৯ [৬৯ খণ্ড।

মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাস।

পূর্ব্ব পত্রে কথিত হইয়াছে যে যৎকালে মোগল সম্রাটের পুত্র গণ সাম্রাজ্য লোভে তাতার ও তুরস্ক রুধীরে দেশ আপ্লাবিত করে, তৎকালে বিশাল-কীর্ত্তি-শৈলাগ্রগণ্য মহাত্মা শিবজীর উত্তরাধিকারীরা দক্ষিণ দেশের অবশিষ্ট যবন আধিপত্য বিলুপ্ত করিয়া প্রায় দক্ষিণ দেশ সমস্তই স্বাধীন করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। সেই হেতু হিন্দুজাতির পরম বৈরী ঔরঙ্গজেবের এক প্রধান কর্ম্মচারী জুলফিকার খাঁ কুচক্র করিয়া ঐ প্রোজ্জ্বল ঐশ্বর্য্যশালী মহারাষ্ট্রীয় নৃপতি বংশের আত্ম বিচ্ছেদের সূচনা করিয়া দেয়। সেই যুদ্ধ বিগ্রহ উপলক্ষেই মহাতেজঃপুঞ্জ ভুবন বিখ্যাত বীরবর শিবজীর স্বীয় বাহুবলোপার্জ্জিত দক্ষিণ দেশ দুই পৃথক অংশে বিশ্লিষ্ট হয়, তদ্বৃত্তান্ত কোলাপুরের ইতিহাস মধ্যে প্রাপ্তব্য এই হেতু আমরা কোলাপুরের ইতিহাসের উপস্থিত করিয়া ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত ক্রমান্বয়ে সহৃদয় পাঠক বর্গের গোচরার্থ উৎসুক রহিলাম।

কোলাপুর রাজ্য বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ও তত্রত্য রাজসংক্রান্ত-প্রতিনিধির ব্যবস্থান্তর্গত জনপদ, উহার উত্তর সীমা সেতারা, দক্ষিণে বৃটীশ কালেক্টরীভুক্ত বেলগেয়ন পরগণা, পশ্চিমাংশে সাবন্ত বাড়ি এবং রত্নগিরী। ইহার পরিমান ৩৪৪৫ চতুরস্র ক্রোশ। কৃষ্ণা এবং বর্ণা এই নদীদ্বয়ই কোলাপুরের প্রসিদ্ধ নদী। তদ্ভিন্ন কয়েকটা পার্ব্বতীয় স্রোতাকার জলাশয় আছে। তথায় প্রসিদ্ধ ঘাট নামক যে প্রধান পর্ব্বত শ্রেণী আছে উহা উচ্চে ৪০০০ ফিট এবং ভূতত্ত্ব নিয়মানুসারে উহা অগ্নিগর্ভ বলা যাইতে পারে। তত্রত্য অধিবাসী অধিকাংশ মহারাষ্ট্রীয় এবং রামুসী। শেষোক্ত জাতির ভীল দিগের সহিত সমতা আছে। পরন্তু তাহারা বুদ্ধি মত্তা ও সমরোৎসাহিতায় ভীল জাতিকে পরাস্ত করে। কোলাপুর রাজ্যের মধ্যে অন্যূন ৫,৪৬,১৫৬ লোকের বাস আছে এবং বিশালগড়, কগল, ইঞ্চলকরনজী এবং ভৌদা এই চারিটী রাজ্য উহার অধীন। উক্ত রাজ্যে শ্রীবৃদ্ধিমতী নগরী এক মাত্র রাজধানী। কোলাপুর রাজধানী বহুলোকে পরিকীর্ণ, এই হেতু তাহা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। পূর্ব্বে অপরিশুদ্ধ বস্তুর নিমিত্ত বায়ু যে রূপ দুষিত হইত এখন আর তাহা হয় না। ১৮৪৮ খৃষ্টীয় শক অবধি কয়েক বার উক্ত রাজ পাটের স্থান সংস্করণ হইয়াছে। কোলাপুর বোম্বাই হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে প্রায় ১৮৫ জ্যোতিষী ক্রোশ দূরে অবস্থিত। পুনা হইতে ১৩০ জ্যোতিষী ক্রোশ, সেতারা হইতে ৭৫ জ্যোতিষী ক্রোশ।

মহারাষ্ট্রীয় আধিপত্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী শাহুরাজা; তাঁহার যথার্থ নাম শিবজী, কিন্তু ঔরঙ্গজেব তাঁহার ঐ নাম রহিত করিয়া পিতামহের নামেই তাঁহাকে সম্বোধন করাতে তিনি শাহু নামে খ্যাত ছিলেন। শাহু দিল্লিতে কারারুদ্ধ হওয়াতে শিবজীর মধ্যম পুত্র মহারাষ্ট্রীয় দেশের সিংহাসনাধিরোহন করেন কিন্তু শাহুর কারাবিমুক্তির পূর্ব্বে তাঁহার কাল হওয়াতে তদীয় পুত্র শিবজী রাজা হন। যে সময়ে শাহু দিল্লি হইতে কারাবিমুক্তি লাভ করত স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন তৎকালে মহারাষ্ট্র দেশের বিপুল স্বাধীনতা শিবজী ও তাঁহার মাতা সম্ভোগ করিতেন। শাহু স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে খান্দেশস্থ প্রধান মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যাধ্যক্ষ পরশুজী ভোঁশলা এবং চিম্মাজী দামোদরকে তদীয় প্রত্যাগমন সংবাদ বিজ্ঞাপন ও রাজ্যাধিরোহণে তাঁহার স্বপক্ষতা করণ ইত্যাদি অভিসন্ধি করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। পরশুজী ভোঁশলা এবং চিম্মাজী শাহুর সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র তৎসন্নিধানে উপনীত হইয়া রাজোচিত সম্মান করিলেন। তৎপশ্চাৎ হৈবৎরাও, নিমাজী, নিম্বলকর, সিন্ধিয়া এবং অন্যান্য প্রধান রাজ পারিষদ্বর্গ তাঁহারদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলেন। শাহু পিতৃব্য পত্নীকে এক পত্র লেখেন; পরন্তু পুত্রকে পদচ্যুত করিয়া শাহুকে রাজা করা তারা বাঈয়ের অভিপ্রায় ছিল না। তন্নিমিত্ত শাহু যাহাতে রাজা না হইতে পারেন তাহার বিহিত চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। যাহাতে শাহু দেশ হইতে দূরীকৃত হন তদভিপ্রায়ে তাঁহাকে প্রতারক বলিয়া লোকের অবিশ্বাস উৎপাদন করণার্থ আন্তরিক চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পরামর্শানুসারে মহারাষ্ট্রীয় কোন কোন প্রধান ব্যক্তি শাহুর বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন। রামচন্দ্র পান্থ ও নীলু পান্থকে রাজমন্ত্রীর পদে, ধন্বাজী যাদো এবং পরশুরাম ত্র্যম্বককে সেনাপতির কর্ম্মে, শঙ্করজী নারায়ণ পার্ব্বত্য দুর্গ রক্ষায় ও কাহ্নজী অঙ্গ্রীয়া শিদোজীকে উপকূল রক্ষার তারাবাঈ নিযুক্ত করিলেন।

প্রতিকূলা পিতৃব্য পত্নীর অসঙ্গত মানস এবং অনুচিত দুর্ব্যবহার দর্শনে শাহু একেবারে গোদাবরী নদীতটে উর্ত্তীর্ণ হইলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে তিনি ছদ্মবেশী নহেন, তাঁহার খুল্লতাতপত্নী তাঁহাকে রাজ্যে বঞ্চিত করণোদ্দেশেই তাঁহাকে প্রতারক বলিয়া তাঁহার অপবাদ ঘোষণা করিতেছেন। শাহু অবিলম্বে পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য সঙ্গ্রহ করত রাজ পাট আক্রমণ জন্য অগ্রসর হইলেন, পরন্তু তাঁহার গমনাবরোধ জন্য তারা বাঈয়ের সেনাপতি ধন্বাজী যাদো এবং প্রতিনিধি বহু সৈন্য পরিবৃত হইয়া সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। প্রজা সমস্ত তারা বাঈয়ের অনুরক্ত ছিল সেই হেতু শাহুর সৈন্যগণকে গ্রামে গ্রামে বহু পীড়ন সহ্য করিতে হইল। শাহু ঐ সমস্ত গ্রাম অধিকৃত করত বিদ্রোহী প্রজাদিগকে বিশেষ শাসিত করিলেন। ঐ সময়ে সংগ্রাম ক্ষেত্রে এক অপূর্ব্ব ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, এক বয়ঃস্বিনী বাহু যুগলে একটী তরুণ শিশুকে ধারণ করত শাহু রাজার সন্নিহিত হইয়া "আমার এই সন্তানকে রাজার ইষ্ট সাধনে সমর্পন করিলাম" কেবল উচ্চৈঃস্বরে এই কথাটী বলিয়া শাহুর পদতলে সন্তানটীকে স্থাপন করিয়া প্রস্থান করিল। শাহু শিশুর প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ প্রযুক্ত উহার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিলেন। উহার পিতার নাম লাখ হণ্ডে এবং ঐ সন্তানের জাতিকুল বিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া পুত্রবৎ স্নেহের সহিত তাহার প্রতিপালন করেন, এবং তাহাকে স্বগোত্রীয় ভোঁশলা উপাধি প্রদান করেন উপস্থিত যুদ্ধে

শাহু জয়লাভ করাতে ঐ শিশুর ফতে সিংহ নাম রাখিয়াছিলেন। অনন্তর তাহা হইতেই প্রসিদ্ধ অকাল কুট রাজ্য স্থাপিত হয়।

উপরোক্ত যুদ্ধে শাহু অস্ত্র দ্বারা যতকৃত কার্য্য না হউন সদ্ভাব দ্বারা অধিক ইষ্ট সাধন করিয়াছিলেন। ধন্বাজী তারা বাঈয়েরপক্ষ ত্যাগ করিয়া শাহুর বশীভূত হন এবং প্রতিনিধিও তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন ইহা পরে প্রকাশ হইবে। ঐ সময়ে চন্দন বন্দন প্রভৃতি কতকগুলি প্রধান স্থান শাহু অধিকৃত করেন। তাঁহার প্রতি যাহারা বৈরিতা করিয়াছিল ঐ সকল স্থান অধিকারে তাহাদিগের অসৎ কর্ম্মের বিহিত ফল প্রদান করা হইল। শঙ্করজী নারায়ন পান্থ সুচেউ সেতারা ও পুরন্দর দুর্গ পরিত্যাগ করণ জন্য পরশুরাম ত্র্যম্বককে এক পত্র লিখিয়াছিলেন; পরন্তু তারা বাঈয়ের উক্ত পরম বিশ্বস্থ সেনাপতি তাহাতে অসম্মত হন কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ মীর নামা এক মুসলমান সৈনিক স্বীয় প্রভুকে কারাবরুদ্ধ করত উক্ত দুর্গ বৈরী পক্ষের হস্তে ন্যস্ত করে। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসে শাহু সেতারার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন।

তারা বাঈয়ের পক্ষে গদাধর প্রহ্লাদ প্রতিনিধি এবং ভৈরব পান্থ পিঙ্গলে পেশবার পদে আরূঢ় হইয়া অতি সুসৃঙ্খল রূপে রাজকার্য্য আরব্ধ করিলেন। তাহাতে সমস্ত মহারাষ্ট্রীয় প্রজারা তারা বাঈয়ের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হইয়া তাঁহারই অনুরক্ত হইল। কিয়দ্দিবস পরে রাজ্ঞীর প্রধানমন্ত্রী নীলু পান্থ ময়ূরেশ্বরের রাঙ্গা নামক স্থানে পরলোক প্রাপ্তি হয়, সেই হেতু রাজ্যের অশেষ বিশৃঙ্খলতা ঘটিবার উপক্রম হয়, কিন্তু ধন্বাজীকে আশু ঐ পদে নিয়োজিত করা হইল। তিনি রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্য কলাপ বিশেষ সুনিয়ম বদ্ধ করণার্থ কয়েক জন কার্কুনকে নিযুক্ত করেন, তন্মধ্যে শ্রীবর্দ্ধন নামা অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞ প্রভুত বুদ্ধিশালী জনৈক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। ভবিষ্যতে ইহাঁরই তেজস্বিনী বুদ্ধি হইতে মহারাষ্ট্রীয় জাতির তেজ যশঃ পুনরুদ্দীপ্তমান হইয়াছিল এবং ইনিই "বালাজী বিশ্বনাথ" এই অক্ষয় নাম ভূলোকে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রাখিয়া গিয়াছেন। কুলকর্ণী মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় রাজস্বমন্ত্রী বলিয়া বাচ্য হয়। বালাজী আদৌ ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্ব্বাংশেই রাজ্যের কুশল স্থাপন করিয়াছিলেন। বালাজী বিশ্বনাথ ভট্ট কুলকর্ণী দ্বারা পেশবা প্রভুত্ব স্থাপিত হয়।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের গৃহ বিবাদ উদ্দীপন করাই জুলফিকার খাঁর উদ্দেশ্য ছিল সেই হেতু শাহু সেতারায় সিংহাসনাধিরূঢ় হওনাবধি দক্ষিন দেশের সুর-দেশ-মুখী নামক চৌথ গ্রহণ জন্য দিল্লীশ্বরের সভায় আবেদন করেন। জুলফিকার খাঁর পরামর্শানুসারে শুলতান মৌজুম শাহুকেই সুরদেশী মুখী চৌথ প্রদান করা বিহিত বিবেচনা করেন। তারা বাঈয়ের কর্ম্মচারীরা সম্রাট মন্ত্রী মোনাইম খাঁর নিকট উক্ত বিষয়ের প্রতিবাদ করাতে জুলফিকার খাঁ মন্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া পরক্ষে তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল পরন্তু শুলতান জুলফিকার খাঁর কথা অগ্রাহ্য করিয়া মন্ত্রীরই মতের পোষকতা করিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীর গৃহ বিবাদ যাবত্ নিষ্পত্তি না হইবে তাবৎ ঐ কর প্রদানের নিষেধ করেন।

যৎকালে শাহুচন্দন বন্দন নামক স্থানে শিবির স্থাপন করত অবস্থিতি করেন তৎকালে বোম্বাইয়ের শাসন কর্ত্তা সরনিকলস সাহেবের সমীপে যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রাদি প্রার্থনা করা হয় কিন্তু কোন পক্ষে ইংরাজেরা তৎকালে সাহায্য

প্রদান না করাতে শ্রীশ্রী৺শারদীয়া পূজাবসানে শাহু বিপক্ষ প্রতি আক্রমণ করতঃ ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে পান্না নামক দুর্গ অধিকৃত করিবার পর শাহু ত্র্যম্বকপরশু রামকে হস্তগত করত বিশাল গড়ও অধিকৃত করিলেন। ঐ সময়ে রাঙ্গা নামক স্থানে তারা বাঈ উপস্থিত থাকাতে শাহু সে স্থানও আক্রমণ করিবামাত্র তারাবাঈ মালবন নামক স্থানে প্রস্থান করণে বাধিত হয়েন এবং তত্রত্য দুর্গ রক্ষক তাঁহার সহিত সংগ্রাম করণে উদ্যত হইয়াছিল।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বুদালস্তম্ভের খোদিত লিপি।

মরা ভারতবর্ষীয় ও অন্যান্য দেশীয় ইতিহাসাদি প্রকাশে বিশেষ যত্ন করিব এবং যে সমস্ত বিষয় ইতিহাস লেখকগণের প্রয়োজনীয় তৎপ্রকাশেও বিমুখ থাকিব না। আমাদিগের বাঙ্গলা ভাষায় নানামত নানা বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ হইতেছে কিন্তু তদ্দর্শনে আমরা বলিতে পারি না যে, বাঙ্গলা ভাষা একটি উত্তম ভাষা হইয়াছে। এস্থলে আমরা বঙ্গভাষাপ্রিয়বন্ধুগণকে বলিতেছি যে তাঁহারা এরূপ মনে করিবেন না যে বঙ্গভাষার নিন্দা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য বরং তদ্বিপরীতে বঙ্গভাষানুরাগী সহৃদয়গণকে যাহাতে মাতৃ ভাষা যথার্থ উন্নত হইতে পারে এরূপ পথ প্রদর্শন করাই আমাদিগের অভিপ্রায়। এই বঙ্গভাষার লালিত্য ও সাহিত্যাদি সম্বন্ধে আন্তরিক ভাব প্রকাশের ক্ষমতা এত অধিক হইয়াছে যে তদ্বিষয়ে ইহাকে সংস্কৃত ভিন্ন কোন ভাষা হইতেই ন্যূন বলা যায় না। আর ইহাতে কাব্য, নাটক, উপন্যাস, নবন্যাসাদি গ্রন্থের সদ্ভাব যে পরিমাণে দেখা যায় তাহাতে অন্যান্য ভাষা হইতে কোন প্রকারে হীন বলা যায় না। কিন্তু কেবল কাব্যাদিদ্বারা ভাষা উন্নত হইতে পারে না, কারণ যে ভাষাদ্বারা লোক সকল প্রকার আন্তরিক ও ব্যবহারোপযোগী ভাব প্রকাশ করিতে পারে সেই ভাষাই প্রকৃত উন্নত এবং যে ভাষায় তাহা দুঃসাধ্য সেই ভাষাই অপরিপুষ্ট বলিতে হয়। এই বঙ্গভাষায় বর্ত্তমানে আলঙ্কারিকদিগের শৃঙ্গারাদি রসের ব্যঞ্জনা যেরূপ পারিপাট্যের সহিত হইতে পারে, যন্ত্র বিজ্ঞান, রাসায়ন অপ্‌তত্ত্বাদিবিষয়ক ভাবাদি প্রকাশ বিষয়ে তাহার দশাংশের একাংশও দেখা যায় না। ইতিহাস ও বিজ্ঞানাদির গ্রন্থ বাঙ্গালায় এখন হইতেছে কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল নাই, কারণ কেবল অনুবাদের উপর নির্ভর করিলে প্রকৃত উন্নতির অসম্ভাবনা। যে পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষায় স্বাধীনচিত্তে বিতর্কিত-মত-সম্বলিত, সুদীর্ঘ ও *সর্ব্বাবস্থা প্রকাশক ইতিহাস ও †স্বপরীক্ষামূলক বিজ্ঞানাদি গ্রন্থের উদয় না হইতেছে তদবধি এই ভাষা বাস্তবিক উন্নত হইবে না। আমাদিগেরমতে স্বাধীন চিত্তে বিতর্কিত-মতসম্বলিত ইতি বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে "অমুক সাহেব এই প্রকার কহেন অতএব তাহাই হইবে" স্থির না করিয়া দশজন

---

* দেশের রাজনীতি, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বাণিজ্যাদি সম্বন্ধীয় অবস্থা।

† আপন আপন পরীক্ষা ও দর্শনাদিদ্বারা নির্দ্ধারিত স্বাভাবিক নিয়ম ও স্বাভাবিক রহস্যাদিকে মূল করিয়া যে গ্রন্থ রচিত হয় তাহা সপরীক্ষামূলক বাচ্য।

লেখকের গ্রন্থ পাঠ ও অন্যান্য উপায়দ্বারা ঐতিহাসিক ঘটনাদি সংগ্রহ করত তাহা নিজ নিজ বিবেচনামত সঙ্কলিত ও তৎসমস্তের কার্য্য কারণাদি বিষয়ক আপন আপন মতমূলক স্বাধীন চিত্তে বিতর্কিত-মতসম্বলিত দীর্ঘ ইতিহাস সহস্র দোষ সত্ত্বেও বিশুদ্ধরূপে অনুবাদিত সহস্র গ্রন্থাপেক্ষা উত্তম ও হিতকর। অনুবাদ করিলে লেখকের চিত্তবৃত্তি সকল আবদ্ধ হইয়া থাকে সুতরাং তাহার চালনা হয় না, আর স্বাধীন রচনা দ্বারা ঐ সমস্ত প্রশস্ত ভাবাপন্ন ও স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। আমরা এতৎ পত্রে অনেক অনুবাদিত ও ইংরাজি হইতে সংগৃহীত প্রবন্ধ প্রচার করিব তাহাতে পাঠকগণ অসন্তুষ্ট হইবেন না, কারণ মাসিক, সপ্তাহিক বা অন্য কোন প্রকারে নিয়মিত রূপে প্রচারিত পত্রের সম্পাদকগণ নিয়মের বশীভূত থাকাতে সকল প্রবন্ধ স্বাধীনতার সহিত লিখিবার সময় ও সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন না। সংবাদ পত্রের সম্প্যাদকেরা বরং আশু আন্দোলিত বিষয় সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন ; "রহস্য-সন্দর্ভাদির" ন্যায় পত্রে তাহা চলে না। অতএব এই পত্রে যে সকল অনুবাদিত বা সংগৃহীকৃত প্রবন্ধ প্রচার হয় তদ্দ্বারা পাঠকগণ বুঝিবেন যে আমরা অবকাশ বিশিষ্ট সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার রূপ গৃহ নির্ম্মাতাগণের নিমিত্ত কেবল ইষ্টক ও কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া দিতেছি তাঁহারা এসমস্তকে আবশ্যক মত যথা যোগ্য স্থানে নিবেশ করিয়া নিজ নিজ স্বাধীন বুদ্ধি কৌশলে নির্ম্মাণ কার্য্য সাধন করুন।

চারলস উইলকিন্স সাহেব বুদলের সন্নিকটস্থ কীর্ত্তিস্তম্ভে খোদিত লিপি বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা লিখিতেছি এবং ঐ লিপির তৎকৃত অনুবাদের সারাংশ প্রকাশ করিতেছি। ঐ লিপির আদর্শ সন্নিধানে থাকিলে তাহারই অর্থ বিকাশে যত্নবান্ হইতাম কিন্তু তদভাবে অগত্যা বিদেশীয় অনুবাদকের উপর নির্ভর করিতে হইল তজ্জন্য পাঠকগণ ক্ষুণ্ণ হইবেন না। আমাদিগের ও অন্যান্য ব্যক্তির তদ্বিষয়ক অভিপ্রায়াদি ব্যক্ত ও সন্নিবেশ করিতে বিরত হইব না।

বুদলে যে ইংরাজদিগের কুটি ছিল উইলকিনস সাহেবের তাহার কর্ত্তৃত্ব থাকায় ১৭৮০ খৃিষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তিনি তন্নগর সন্নিকটস্থ পতিত বাদা ভূমির উপর একটী এক-খণ্ড-প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভ দেখেন। ঐ স্তম্ভের আকার একটী মধ্যে ভগ্ন নারীকেল বৃক্ষের স্তম্ভের ন্যায় ও অনেকাংশ ভগ্ন। উহার দেহে, মৃত্তিকা হইতে অল্প পদ উচ্চে, একটী লিপি খোদিত আছে। উইলকিন্স সাহেব লেখেন যে ঐ লিপি যে অক্ষরে লিখিত তাহা চলিত দেবনাগরাক্ষর হইতে অনেকাংশে ভিন্ন এবং করনেল ওয়াটসন সাহেব মুঙ্গের হইতে যে প্রশস্তিপট্ট প্রাপ্ত হয়েন তাহার অক্ষরের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। এই অক্ষরের ঐক্যতা জন্যই প্রাগুক্ত সাহেব বলেন যে মুঙ্গেরের প্রশস্তিপট্ট ও বুদলস্তম্ভের খোদিত লিপি এক সময়ের কার্য্য। ঐ স্তম্ভস্থ লিপির ভাষা সংস্কৃত এবং বিবিধচ্ছন্দে অষ্টবিংশতি শ্লোকে উহা লিখিত হইয়াছে, উহার সার মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

---

*খোদিত লিপির মর্ম্মানুবাদ।

সাণ্ডিল্য বংশীয় বীরদেব হইতে পঞ্চালের উৎপত্তি এবং পঞ্চাল হইতে গর্গ জন্ম গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় ইন্দ্র তুল্য গর্গ দৈত্যদিগের

* বুদাল স্তম্ভে যে লিপি খোদিত আছে তাহার অর্থ বিকাশনে উইলকিন্স সাহেব যে অনেক প্রমাদ পাত করি-

দ্বারা পরাভূত হয়েন, কিন্তু ধর্ম্ম পরায়ণতা হেতুক তিনি সসাগরা পৃথিবী অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার সাধ্বী, স্বরূপা এবং প্রেমময়ী ভার্য্যা ইচ্ছার গর্ভে কমলযোনি সদৃশ শ্রীদর্ভ পাণী নামক এক ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন। †যাঁহার রাজ্য (মত্ত করিকুল-গণ্ডনিঃশ্রুত-মদবিলগ্ন শৃঙ্গ বিশিষ্ট রেবাজনক হইতে সৌরকরসমুজ্জ্বল তুষারাবৃত গৌরী পিতা হিমালয় পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত এবং যাহা পূর্ব্ব সাগর ও পশ্চিম সাগর দ্বারা দুই পার্শ্ব ধৌত) শ্রীদেবপাল ভূপতি তাঁহার কৌশলদ্বারা করপ্রদ করিয়াছিলেন। যাঁহার তোরণে দিগ্‌দিগন্তর হইতে সমাগত মহাজন মণ্ডলী মধ্যে শ্রীদেবপাল তাঁহার অবকাশজন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন। ‡যাঁহার রাজসিংহাসনারোহণ করিয়া ঐ রাজা স্বয়ং শোভা পাইয়াছিলেন, যদিয়ো তিনি পূর্ব্বে তাঁহাকে বহু সঙ্খ্যা চন্দ্রকর তুল্যাভ পিটাখ্য মুদ্রা কর স্বরূপে প্রদান করিতেন। তাঁহার সর্করাখ্যা পত্নীর গর্ভে ঈশ্বর-প্রিয় বিদ্যাগুণে ভূতল পূজিত সোমেশ্বর ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংসার করণাভিলাষে সানুরূপা রণার পাণিগ্রহণ করেন। এই উভয়ের যোগেই স্বুবর্ণ বর্ণ ষড়ানন সদৃশ কেদার মিশ্রের জন্ম হয়। তাঁহার অসীম প্রতাপের সীমাবদ্ধ করা দুষ্কর এবং তিনি আন্তরিক বলে অসীম জ্ঞান লাভ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। *তাঁহার বুদ্ধিমত্ত্বার উপর নির্ভর করিয়া গৌরের অধীশ্বর উৎকল, হুন, দ্রাবিড় এবং গুজ্জর রাজ্য ও পৃথিবীর সাগর বেষ্টিত সিংহাসন ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি অতি দানশীল, মিত্রামিত্র বিচার শূন্য, পাপাচারভীত এবং সংসারানুরাগ হীন ছিলেন। তাঁহার যজ্ঞে শ্রী.শূরপাল রাজা বারম্বার গমন করিয়া নত মস্তকে পবিত্র বারিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বহ্বা মাম্নী পত্নীর গর্ভে জ্যোতির্ব্বিৎ শ্রীগুরব মিশ্র জন্ম গ্রহণ করেন। যাঁহার বস্তুসারাবিষ্করণ চেষ্টা দেখিয়া রাজা শ্রীনারায়ণ পাল বিশেষ মান্য করিতেন। শ্রীনারায়ণ পালের

য়াছেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তৎপ্রণীত ইংরাজী অনুবাদের যে সারসংগ্রহ আমরা প্রকাশ করিতেছি তাহাতে গর্গকে স্পষ্টাক্ষরে রাজা বলা হইতেছে, এবং তৎপুত্র শ্রীদভ পাণীর রাজ্য অধীশ্বর শ্রীদেব পালের কৌশলে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে, ইহাও লিখিত হইয়াছে। পুনশ্চ শ্রীদর্ভ পাণীর পৌত্র কেদার মিশ্রের সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে তদ্দ্বারা তাঁহার গৌরেশ্বরের মন্ত্রীত্বপদ স্পষ্টপ্রকাশ পাইতেছে। অধীশ্বর শ্রীনারায়ণ পালের গুরব মিশ্রকে বস্তুসারানুসন্ধানে যত্ন জন্য মান্য করাকে মান্যের পরাকাষ্টা বলাতেই শ্রীনারায়ণ পালের আধিপত্য প্রকাশ হইতেছে।

† এই স্থানে সরউইলিয়ম জোনস রাধাকান্ত নাম পণ্ডিতের মতানুসরণ করত মূলে ইন্দ্র শব্দের পরিবর্ত্তে ইন্দু শব্দ ব্যবহার করিয়া নিম্নমতে অনুবাদ করেন, "যাঁহার কৌশল গুণে অধিপতি দেবপাল মত্তকরিকুল-গণ্ডনিঃশ্রুত-মদবিলগ্ন শৃঙ্গ বিশিষ্ট রেবাজনক (মহেন্দ্র পর্ব্বত) হইতে সৌরকর সমুজ্জ্বল তুষারাবৃত গৌরী পিতা হিমালয় এবং নবোদিত ও অস্তগামী সূর্য্যাংশু দ্বারা অরুণিত হয় যে সমুদ্রদ্বয় তৎপর্য্যন্ত ব্যাপী ধরা খণ্ডকে অধীন করিয়াছিলেন।

‡ এস্থলের ভাবে বোধ হয় যে শ্রীদেব পাল পুর্ব্বে শ্রীদর্ভ পাণীকে কর প্রদান করিতেন এবং পরে স্বয়ং তদ্রাজ্য গ্রহণ করেন। ইহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে উল্লেখিত সাণ্ডিল্য বংশীয়েরা রাজা ছিলেন কিন্তু সর উইলিয়ম জোনস তাহার বিপরীত কহেন পরের টীপ্পনীতে প্রকাশ পাইবে।

* সরউইলিয়ম জোনস সাণ্ডিল্য বংশীয়দিগকে ক্রমান্বয়ে নিম্ন লিখিত গৌররাজগণের মন্ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং প্রত্যেক রাজার রাজ্য কাল আনুমানিক ৩০ বৎসর

আদরাপেক্ষা জগতে আর কি মানের সম্ভব? সন্তান কামনায় তনি এত অধিক কাল অপেক্ষা করিয়াছিলেন যে তিনি স্বয়ং পুনর্ব্বার বালকত্ব পাইয়াছিলেন। এই অসীম উচ্চ ও শিরোভাগে গরুড়াকৃতি বিশিষ্ট সুন্দর স্তম্ভে যে লিপি খোদিত হইল ইহা তাঁহারই কীর্ত্তি। এই কার্য্য শিল্পী বিন্দুভদ্রের কৃত।

বসন্ত বর্ণন।

কোন কবির নূতন প্রণালীতে রচিত ঋতুসংহারের প্রথম বসন্ত বর্ণন হইতে কয়েকটী স্থান এস্থলে প্রকাশিত হইল। সমস্ত বসন্ত বর্ণন একত্রে পুস্তকাকারে অবিলম্বে প্রচারিত হইবে এবং তাহা পাঠক বৃন্দের গ্রহণীয় হইবে কি না জানিবার জন্যই রচয়িতা এই পত্রে কিয়দংশ প্রকাশ করিলেন। যে অংশ গুলিন আমরা এস্থলে দিলাম তাহা পরস্পরে অসংলগ্ন বোধ হইতেছে তাহার কারণ এই যে মূল গ্রন্থে এই সকল অংশ একত্রে না থাকিয়া ভিন্ন২ স্থানে নিবিষ্ট আছে।

বসন্ত ঋতুর অভ্যর্থনা।

এস এস ঋতুরাজ বসন্ত সুন্দর!
আইস লইয়া তব যত সহচর!
শীতের হইল শেষ তব আগমনে;
আনন্দ উদয় হল জীবগণ মনে।
ডাকহ তোমার যত কোকিল কলাপে;
তুষিতে নরের মন মধুর আলাপে।
সত্বরে ডাকিয়া আন যতেক ভ্রমরে,
করুক মধুর গান গুণ গুণ স্বরে;
মনোহর চারি পক্ষ নাড়িয়া নাড়িয়া,
ফুল হতে ফুলান্তরে বসুক উড়িয়া।
লইয়া আইস তব খঞ্জনী খঞ্জন,
নাচিয়া করুক নর জড়তা ভঞ্জন।
আনহ তোমার যত মন্দ গন্ধবহ,
আনন্দিত করুক জীবেরে অহরহ।
স্নিগ্ধতর মনোহর সরোবর কূলে,
প্রস্ফুটিত কর তব পাটলী মুকুলে।
প্রফুল্লিত কর তব কুসুম কাননে,
সুগন্ধ করুক দান কিকব বদনে।
ফল ফুলে পরিপূর্ণ করি সর্ব্ব দেশ;
ধরাও ধরণী তলে বিবাহের বেশ।
সবারে ডাকিয়া তুমি কর এক স্থান,
একত্র করিয়া কর বিভু গুণ গান।

ভারতবর্ষের প্রতি সম্বোধন।

হে বর্ষ! ভূতলে যাহা হিন্দুর আলয়,
ভরত হইতে নাম ভারত উদয়!
বল কি সাহসে এই সামান্য অধম।
বৎসর বর্ণিতে তব হইবে সক্ষম,
সুপ্রশস্ত স্থল! বল সৌন্দর্য্য তোমার,
বিস্তারি বর্ণিতে বর্ণে কি সাধ্য আমার?

করিয়াধরিয়া বুদলস্তম্ভস্থ গুরব মিশ্রের লিপির সময় ৬৭ খ্রীষ্টাব্দ বলেন।

গৌরের রাজা ও মন্ত্রীর তালিকা।

রাজা		মন্ত্রী
গোপাল		পঞ্চাল
ধর্ম্মপাল		গর্গ
দেবপাল	২৩ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্ব	দর্ভপাণী
রাজ্যপাল		সোমেশ্বর
শূরপাল		কেদারমিশ্র
নারায়ণপাল	৬৭ খ্রীষ্টাব্দ	গুরব মিশ্র

আছে কি তোমার পৃষ্ঠে জীবিত এখন,
তব পূর্ব্ব কবি দল তুল্য কবিগণ ?
পারে কি অধম আজি ভুলিতে এস্থলে,
তব পূর্ব্ব গত সে পূজিত কবিদলে ?
হায়রে ! এজন পূর্ণ প্রশস্ত ভারত
হইয়াছে জন শূন্য মরু স্থান মত,
যে কবি যে বীর আর বুধ গণাভাবে,
আর কি মানব লীলা তাহারা দেখাবে ?
কোথায় ভারত বল বাল্মিকী তোমার,
কবিকুল আদিগুরু স্রষ্টা কবিতার ?
সুধীকুল সুর ব্যাস সর্ব্বজ্ঞ সুধীর,
দর্শনে বিবিধ দর্শী বিচারেতে স্থির ;
মধুময় কবিতা পঙ্কজে দিন কর,
ভারত যাহার কীর্ত্তি খ্যাত চরাচর ?
ভবভূতি শ্রীরাম চরিতা বলি যার,
রস পূর্ণ হেতু প্রিয় রসজ্ঞসবার ?
শ্রীহর্ষ জগত হর্ষ রত্নাবলী যার,
নটী কর্ণে শোভে যেন রত্নাবলী হার ?
কবিকুল চূড়ামণি কোথা কালিদাস,
হৃদি যার সদা ছিল নব রসাবাস ;
ভাবের মাধুর্য্য আর সুপদ বিন্যাস,
অধিক এস্থলে তার কি করি প্রকাশ,
অতুল যাহার সাকুন্তলা মধুময়,
স্বভাব সৌন্দর্য্য কোষে দ্বার সম হয় ?
মুরারী শ্রীবাণ ভট্ট মাঘ কবিবর,
ভারব্যাদি কোথা যত কবি কুলেশ্বর ?
মধুর কোমল কান্ত পদা বলি যার,
কোথায় সে জয়দেব ভারত তোমার ?
হে ভারত তব ঋতু সমাগম বেশ,
পূত কবিদল মিলি গাইল অশেষ !
অধম একক আমি কিরূপ করিয়া,
বর্ণিব বৎসর তব সাহসী হইয়া ?
অসমর্থ আপনার বুঝিয়া বিশেষ,
বর্ণিবারে ইচ্ছামাত্র করি এক দেশ ।
জগতের শস্যকোষ রূপেতে বিদিত
যে স্থান, বর্ণিতে তাহা ইচ্ছা করে চিত,
বঙ্গের বসন্ত শোভা বর্ণিব প্রথমে ।
উত্তর পশ্চিম মুখে পরে যাব ক্রমে ;
সুভগা জাহ্নবী জল স্রোত অনুসারী
উত্তরিতে হৈমবতে শীতে মনে করি ॥

বঙ্গভূমির প্রতি।

সুখদ স্বভাব প্রিয়তর স্থল তুমি !
পরম ঈশ্বর তব, ওহে বঙ্গ ভূমি !
নানাবর্ণ শস্য পূর্ণ প্রান্তর নিচয়ে,
বিতরেন কৃপা তাঁর প্রসন্ন হৃদয়ে !
তাঁহারি প্রসাদে পার দিতে সর্ব্ব ফল,
কামধুক্ সম, যাহা জগতে বিরল !
স্বর্গ পুর সমাগম সোপান সমান,
শৈল শ্রেণী যদিয়ো না আছে বিদ্যমান ;
অভ্রভেদী হৈমবত তুঙ্গ শৃঙ্গগণ ;
কন্দর তমসাবাস ভীষণ দর্শন ;
প্রতপ্ত বালুকা পূর্ণ প্রশস্ত প্রান্তর ;
মহা শব্দে নিপতিত নির্ঝর নিকর ;
শৈলময় সাগরের ভীম তট চয়,
আঘাতিত ঊর্ম্মি দলে নিদাঘ সময় ;
পর্ব্বতকে ভগ্ন স্রোত বক্রগা তটিনী,
প্রবাহিত বেগ বলে সদা কল্লোলিনী ;
যদিয়ো ইত্যাদি নানা ভয়ঙ্কর বেশে
স্বভাব সজ্জিত নহে তব পৃষ্ঠ দেশে ;
শস্যময়ী বঙ্গভূমি তথাপি তোমার,
বর্ণিতে স্বভাব শোভা সাধ্য আছে কার ?

চিকাগো নগর।

চিকাগো নগর।

আমরিকার উত্তর খণ্ডের পূর্ব্বাংশস্থ সম্মিলিত রাজ্য তত্রান্তর্গত মেচিগান হ্রদের দক্ষিণ পশ্চিমকূলে চিকাগো নামক যে নগর আছে ইং ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তাহাতে অগ্নি দাহে বহু সংখ্যক হর্ম্মাদি ভস্মসাৎ হইয়াছে, বোধ করি পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই জ্ঞাত আছেন। দূরদেশস্থ চিকাগো নগর তাঁহারা দেখেন নাই এবং অনেকে তাহার বিশেষ বিবরণও জ্ঞাত না থাকাতে পূর্ব্বোক্ত দুর্য্যোগে যে কি পর্য্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে তাহাও জানিতে পারেন নাই। আমরা সম্প্রতি ঐ নগরের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত এস্থলে লিখিতেছি অনুমান করি পাঠক বৃন্দ ইহা নিতান্ত নিরস বোধ করিবেন না।

যদিও চিকাগোনগর সাগর তীর হইতে প্রায় পঞ্চশতক্রোশ দূর তথাপি ইহা পৃথিবীর মধ্যে একটি প্রধান বানিজ্য স্থান। ইলিনোইস মাচিগান, ইণ্ডিয়ানা, ওহিয়ো, উইসকন্‌সিন্, ইওয়া মিনেসোটা প্রভৃতি খণ্ড সকল নদ, নদী, খাল ও লৌহ বর্ত্মাদি দ্বারা এ প্রকারে মাচিগান হ্রদের সহিত সংযোজিত আছে যে দ্রব্যাদির যাতায়াত সহজেই সম্পন্ন হয়। পূর্ব্বোক্ত স্থান সমস্তে জনার,

গম, নানাবিধ ফলমূল, নানা প্রকার পণ্য পশু জন্মে এবং ঐসকল দ্রব্য চিকাগোনগরে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। নিকটস্থ অন্যান্য নগর সত্তেও এই নগর এবম্প্রকার প্রাধান্য লাভ করিবার কারণ এই যে ইহার স্থান স্বভাবতঃ অতি বাণিজ্য সৌকর্য্য সাধনোপযোগী। উত্তর চিকাগো ও দক্ষিণ চিকাগো নাম্নী অন্যূন ১২।১৫ ফুট গভির সলিল বিশিষ্টা ক্ষুদ্র নদীদ্বয়ের সংযোগ স্থানে চিকাগো নগর স্থাপিত এবং উক্ত সংযোগ স্থান জলজানসমূহের এরূপ আশ্রয় প্রদান করে যে তাহা এক প্রকার স্বাভাবিক কীলক স্থান বলা যায়। ৭০ বৎসর পূর্ব্বে এই চিকাগো নগর একটি অতি সামান্য বন্য স্থানমাত্র ছিল ও ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পরও আদিম আমরিকানেরা ইহাকে "স্কলক্‌স্‌-হোল" নামে কহিত। ইহা "ফার" আখ্যকোমল লোমানুসন্ধায়ী অরণ্য পরিভ্রমণকারীগণ ব্যতীত অত্যল্প লোকের জানিত ছিল। পরে ফার ব্যবসায়ীদিগের রক্ষার্থে সম্মিলিত রাজ্যতন্ত্র দ্বারা এই স্থানের ইংরাজি ৬ বর্গ ক্রোশ পরিমাণ ভূমি আদিম প্রতিবাসীগণের নিকট হইতে ক্রীত হয় এবং তথায় ডিয়ারবরণ নামক এক সামান্য দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে এস্থানে জন কিনজি নামক এক ব্যক্তি প্রথম বাস করেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইংরাজদের সম্মিলিত রাজ্যের সহিত সংগ্রাম হয় তৎকালে এই স্থানের দুর্গ পরিত্যক্ত ও বিনষ্ট হয়। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ঐ সমরানল নির্ব্বাপিত হইলে এস্থানের দুর্গ পুনর্ব্বার দৃঢ়রূপে নির্ম্মিত হয় এবং বসতিরও পুনরারম্ভ হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো গ্রামে সমুদায়ে ১৭০ জন লোকের বসতি ছিল এবং ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইহাতে প্রথম রাজপথ বিনির্ম্মিত ও ত্রয়োদশটি ছাত্র লইয়া একটি যৎসামান্য বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। পর বৎসরেই ডিমোক্রাটশ সংবাদ পত্রের প্রচারারম্ভ ও এই গ্রাম নগর রূপে পরিগ্রহীত হয়। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো সম্মিলিত রাজ্যের* মহা সভা হইতে নগরত্বের প্রকাশ্য প্রশস্তি পত্র প্রাপ্ত হয় এবং ডব্‌লু বি অগডেন সাহেব প্রজাগণের ঐক্যমত্যে প্রথম মেয়রের (আমাদিগের পূর্ব্বের মোড়ল) পদে অভিষিক্ত হয়েন। অতএব নগর রূপে চিকাগোর বয়স চতুস্ত্রিংশৎবর্ষের উর্দ্ধ নহে এবং এই অল্পকাল মধ্যে ইহা যেরূপ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল এপ্রকার অস্ট্রেলিয়া দ্বীপস্থ মেলবোরোণ নগর ভিন্ন আর কুত্রাপি দেখাযায় না। এই নগরের ক্রমশ প্রতিবাসী সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহার বিশেষ বিবরণ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি পাঠকগণ দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইহাতে ৪৮৫৩ জন লোকের বসতি ছিল, পঞ্চ বৎসরের মধ্যে বসতির সংখ্যা ১২০০০ হয়। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো নগরে ত্রিংশৎ সহস্র লোকের বসতি নির্ণীত হয়, ও পঞ্চবৎসরের মধ্যে উহা অশীতি সহস্রে পরিনত হয়। তৎপর পঞ্চবৎসরের মধ্যে ইহার লোকের সংখ্যা ১১০০০০ হয় ও পরে পঞ্চবৎসর মধ্যে তত্রত্য লোক সংখ্যা ১৭৮৫৩৯ অবধারিত হয় এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে এই নগর ২৯৯২২৭ জন লোকের বসতি স্থান ছিল।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো নগরে বাণিজ্যার্থে যে সকল দ্রব্য আনীত হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ এস্থলে উল্লেখিত হইয়াছে দেখিলেই সকলে ইহার বাণিজ্যাধিক্যতা জ্ঞাত হইবেন। উক্ত বৎসরের মধ্যে গম ১৭৩৯৪৫০৯ বুসেল, জনার ২০১৪৯৭৭৫ বুসেল, জৈ ১০৪৭২০০০ বুসেল, যব ৩৩৩৫৬৫৩ বুসেল, রাইসরিষা ১০৯৩৫০০, জীবিত ও রন্ধনকৃত স্থকর ১৯৫৩৩৭২ টা, গরু

৫৩২৯৬৪ টা, এতদ্ভিন্ন কাষ্ঠ, চর্ম্ম, ঊর্ণা মদিরাদি বহু প্রকার বন্য উৎপত্তি চিকাগো নগরে আসিয়াছিল। এই নগরের ব্যবহারার্থ মাচিগানহ্রদ হইতে যন্ত্রযোগে প্রতি দিন দুই কোটি গালন জল আনিত হইত এবং ঐ জল তত্রত্য পঞ্চবিংশতি সহস্র বাটিতে ব্যবহৃত হইত। চিকাগো নগরে প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত সমুদায়ে ৫০০ সাধারণ মার্গ ছিল এবং ঐ সকল মার্গে কাষ্ট বিছান থাকাতে অগ্নি নির্ব্বানের বিশেষ ব্যাঘাত হয়। এই নগরে বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্ম্ম মন্দির, সমাজাগার প্রভৃতি বহু ব্যয়নির্ম্মিত ও সুদৃশ্য বহু সংখ্যক ভবন ছিল। আমরা পত্রে যে একটি চিত্র দিয়াছি তাহাতে ক্লার্ক নামক একটি প্রধান বর্ত্মের উত্তর খণ্ডের কিয়দংশ মাত্র লিখিত আছে পাঠকগণ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে চিকাগোনগর কি প্রকার সুন্দর সুন্দর হর্ম্মে পরিপূরিত ছিল! এই নগর অগ্নিদাহে যে প্রকার ছিন্নভিন্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা বর্ণে বর্ণনা করা দুষ্কর এজন্য আমরা তদ্বিষয়ে দুই একটি কথা মাত্র লিখিতেছি যদ্দারা ক্ষতি ও অনিষ্টের পরিমাণ অনুভূত হইতে পারিবে। চিকাগো অনলদাহে ৭০০০০ লোক গৃহ শূন্য হইয়াছিল এবং অন্যূন সার্দ্ধ দুইশত মনুষ্যের প্রাণ বিয়োগ ঘটে। আমরা "ব্যাড়া আগুন" যে শ্রুত আছি তাহা এই অগ্নিকেই বলা যায়। ইহা নগরের পশ্চিম খণ্ড ভিন্ন সকল খণ্ডকেই ভস্মীভূত করিয়াছিল; অধিক কি বন্দরের পোতাদির অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়াছিল।

স্থবির যাত্রামল্লি ধর্ম্মরাম বনবাসী।

ভারতবর্ষের দক্ষিণে ভারতবর্ষীয় মহাসাগরবর্ত্তী সিংহল দ্বীপ নিবাসীরা এক মহল্লোকের মৃত্যু জন্য অপরিসীম বিষাদার্ণবে মগ্ন হইয়াছেন। পাঠকবর্গের অবিদিত নাই যে, তত্রত্য অধিবাসীগণ দ্রাবিড়ী এবং বৌদ্ধ। ভারতবর্ষের উপবর্ত্তী যে সমস্ত বৌদ্ধভূমি আছে তন্মধ্যে সিংহলদ্বীপ এবং ব্রহ্ম দেশীয় বৌদ্ধদিগের সহিত ভারতবর্ষীয় ব্যক্তিদিগের আচার ব্যবহার এবং জীবনযাত্রা স্বভাবাদির অনেক অংশেই ঐক্য হয়, পরন্তু বহুকাল ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধগণ মাতৃ ভূমি ত্যাগ করত দূরান্তরে বাস করাতে আমাদিগের সহিত কতক অংশেই উহাদের বিভিন্ন ভাব বর্দ্ধিয়াছে। পরন্তু সে অসদৃশ ভাব ভারতবর্ষীয় অন্যান্য হিন্দুর মধ্যেও পরস্পর লক্ষিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধেরা আমাদের হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হইলেও মাতৃ ভূমির চির সেবিত আচার ব্যবহার বিস্মৃত হইতে পারে নাই, বিশেষতঃ কোন কোন বৌদ্ধজাতি বিশেষে মনুর ব্যবস্থাকে মূল ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া অদ্যাপি মান্য করিয়া থাকে। তাহাদিগের ভাষাও এতদ্দেশীয় ভাষা হইতে অধিক বিভিন্ন নহে। প্রসিদ্ধ নৃপ নন্দন সিংহ বাহু যখন লঙ্কা দ্বীপে গিয়া বাস করেন, সেই সময়ে তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন সম্পত্তি পালীভাষা তথায় লইয়া যান। ঐ পালী ভাষা বিভিন্ন নামে বিখ্যাত আছে; যথা,—মাগধী, অপভ্রংশ, প্রাকৃত, পৈশাচী, রাক্ষসি ইত্যাদি, যদিও সংস্কৃত নাটকে উল্লেখিত নামানুযায়ী কিঞ্চিৎ রূপান্তর দৃষ্ট হয়, ফলতঃ তাহা প্রায়ই এক, এবং সকলি সংস্কৃতের প্রাকৃত। কানাড়াদি জনপদে প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হয়; কিন্তু বর্ম্মা ও সিংহল দ্বীপে এই ভাষা অদ্যাপি পূজনীয় আছে। এবং তাহা তত্রত্য শাস্ত্রীয় ভাষা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ৺যাত্রা মল্লি ধর্ম্মরাম উক্ত পালী ভাষাভিজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। লঙ্কাবাসী বৌ-

ন্দ্বেরা তাঁহাকে ঋষি বলিয়া মান্য করিত; তিনি অতিশয় ধর্ম্মাত্মা এবং পুণ্যাত্মা বলিয়া সর্ব্ব সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। পালী শাস্ত্র ও ভাষাভিজ্ঞ লোক মাত্রেই তাঁহার মৃত্যু জন্য পালী সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি বিবেচনা করিবেন সংশয় নাই। তিনি বৌদ্ধ পুরোহিতের কর্ম্মে চির জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। লঙ্কাস্থিত বেণ্টোটা নামক বনমধ্যে তাঁহার আবাস ছিল। লঙ্কার অন্যান্য পালী শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে যদিও তিনি সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিলেন না, তথাপি তাঁহারদূরভিজ্ঞতা ও পারদর্শীতা অত্যন্ত প্রসংশনীয় ছিল। ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতগণের পালী সম্বন্ধে কোন বিষয়ের জ্ঞাতব্য হইলে তাঁহার সাহায্য বিশেষ উপকার দায়ক ও সন্দেহ ভঞ্জক হইত এবং সকলেই তাঁহার ব্যবস্থাকে অত্যন্ত মান্য করিত। তাঁহারি এক অন্তেবাসিন্ বিশুদ্ধ বৌদ্ধ মত সমুদ্ধার জন্য সর্ব্ব গ্রাহ্য "সমাগম" নাম ধেয় মতের প্রচারণ দ্বারা অধিকাংশ বৌদ্ধ উদাসীনদিগের জীবন উন্নত ভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। ঐ মত এক্ষণে লঙ্কায় অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ত্রিপিঠক নামক বৌদ্ধ শাস্ত্রার্থ শুদ্ধির নিমিত্ত সিংহল দ্বীপে যে বৃহতী সভা আছে যাত্রা মল্লী ধর্ম্মরাম প্রচুর শাস্ত্র দর্শীতা এবং নিগূঢ় সমালোচনায় উক্ত সভার মহানুকুল্য করিতেন। বৌদ্ধ গ্রন্থ সকলের মুদ্রাঙ্কণ জন্য ত্রিপিঠক নামক সমাজের তিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। এক অতি নিভৃত স্থানে তাঁহার আবাস ছিল ঐ স্থান হইতে তিনি প্রায় গমন করিতেন না। অথচ চিরকাল সমান পবিত্র ভাবে চির জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি এরূপ সহৃদয় লোক ছিলেন যে তাঁহার পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই তদীয় গুণের ভুরী প্রশংসা করিয়া থাকে। তাঁহাকে চারি বৎসরাবধি স্বাস্থ্য ভঙ্গ নিবন্ধন অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। পরিশেষে বিগত জানোয়ারি মাসের অষ্টাবিংশতি দিবসে রজনীর শেষ ভাগে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। পঞ্চাশৎ বৎসরের অধিক তাঁহার বয়ঃক্রম হয় নাই, কাল তাঁহাকে অকালে গ্রাস করাতে আমরা দুঃখিত হইলাম।

তুলসী ও দূর্ব্বা।

আমাদিগের পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ যে সকল কার্য্যাদি করিতে নিষেধ ও যে সকল কার্য্যাদি করিতে নিয়ম করিয়াছেন তৎসমস্তকে এক্ষণের নব্য বাবুগণ "ননসেন্স ওলড্ সুপর্ষ্টিসন" বলিয়া অবজ্ঞা করেন। তাঁহাদিগের এপ্রকার আচরণের কারণ, বিদ্যাভিমান কি সাহেবি চাল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যখন ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীয়গণ ঐ সকল পূর্ব্ব পণ্ডিতগণের বাক্যের অনেকং অংশ বিশেষ অনুসন্ধান ও পরীক্ষা পূর্ব্বক মাননীয় বলিয়া স্বীকার করিতেছেন তখন আমরা তাঁহাদিগের কথা একেবারে অবজ্ঞা করিলে বিলক্ষণ বিপৎপাতের সম্ভাবনা আছে। যৎকালে ইউরোপে লৌহবর্ত্মে গাড়ি চালাইবার প্রথম প্রস্তাব হয় তৎকালে প্রস্তাবক গণকে সকলেই উন্মাদ বলিয়া হাস্য করিয়াছিল এবং অনেকেই উহা অসম্ভব বোধ করিয়াছিল। তাড়িত যন্ত্রে বার্ত্তা প্রেরণ প্রস্তাবও ঐ রূপে আদৃত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে ঐ লৌহবর্ত্ম ও তাড়িত বার্ত্তা বহুতর চলিতেছে ও কেহই অসম্ভব বোধ করে না। এই প্রকার অনেক বিষয় যাহা পূর্ব্বে অসম্ভব বোধ হইত এক্ষণে সম্ভব হইবাতে জ্ঞানী লোক সহসা কোন বিষয় অসম্ভব বলিয়া অবজ্ঞা করেন

না। হিন্দুধর্ম্মে দূর্ব্বা ও তুলসীর প্রচুর ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট থাকাতেও এক্ষণের নব্যবাবুগণ তাহাকে অগ্রাহ্য করেন ও তাহার হিতকারীত্বের কিছুই জানেন না। সম্প্রতি ভারতবর্ষের কৃষিবিদ্যাবিকাশিনী সভার সভ্য জে ফেডারিক পগসন সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন যে দূর্ব্বা ঘাস ও তুলসী স্থান ও অবস্থা বিশেষে সাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক এবং তিনি কহেন যে ডেঙ্গুজ্বর ও সাধারণ সঞ্চারী (এপিডেমিক) জ্বর যে স্থানে প্রবল সেই স্থানে গৃহস্থগণের বাটীর সম্মুখস্থ ও অন্যান্য পতিত স্থানে দূর্ব্বা ঘাস বসাইলে এবং দিবাভাগে গৃহ মধ্যে টবে করিয়া তুলসী রাখিয়া ও রাত্রে তাহা গৃহের বাহির করিলে ডেঙ্গু ও বায়ু দোষজনিত জ্বর সমস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। ওজন নামক বায়ু যদিয়ো বিষ তথাপি তাহা মনুষ্য জীবনের বিশেষ প্রয়োজনীয়। ওজন বায়ুর অপ্লতা জন্য পূর্ব্বোক্ত রোগাদি জন্মে এবং তুলসী বৃক্ষ ঐ বায়ু উৎপাদক বলিয়া উহা গৃহে রাখিতে পগসন সাহেব বলিয়াছেন। তুলসীর গন্ধও মন্দ নহে এবং সাস্থ্য সম্পাদক বলিয়া গণ্য। আমাদিগের পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ যদি সকল বিষয়ে কারণ দর্শাইয়া উপদেশাদি দিতেন তাহা হইলে এত প্রমাদ ঘটিত না ও অনেক বিদ্যা লোপ পাইত না। নব্যবাবুদিগের সাহেবি মেজাজ ও পুর্ব্ব পণ্ডিতগণের কারণ গোপন করা প্রথা ভারতবর্ষের হীনতার সামান্য কারণ নহে।

নূতন গ্রন্থের সমালোচনা।

উত্তর চরিত—বাঙ্গালা অনুবাদ। শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা প্রাকৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। মহাকবি ভবভূতি নাটক রচনা বিষয়ে কালিদাসের সমকক্ষ ছিলেন। কালিদাসের "শকুন্তলা" অমূল্যরত্ন স্বরূপ একবার পাঠ করিলে মন স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করে। নবীন প্রেম, বিরহ, বাসন্তীয় নবকুসুমিত লতাকুঞ্জ, মলয় সমীরণে দোদুল্যমান বনস্পতি, বিহঙ্গকুলকূজিত নির্জন তপোবন, এবং সুবর্ণ মুকুট সুশোভিতা বনদেবীগণের বিবরণ কালিদাস শকুন্তলা ও বিক্রমোর্ব্বশী ত্রোটকে অতি উত্তম রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ভবভূতির বর্ণনা ভিন্ন প্রকার। তাঁহার রচনা গম্ভীরভাব সমন্বিত। শব পরিপুর্ণ শ্মশানভূমি চিরনীহারাবৃত পর্ব্বতমালা, যুদ্ধক্ষেত্র, প্রভৃতি তিনি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কিন্তু ইহাঁর রচনা কালিদাসের রচনার ন্যায় সুললিত ও প্রাঞ্জল নহে। দীর্ঘ২ সমাস দ্বারা ইনি মালতীমাধবের রচনা, শ্রুতি কটু ও স্থানে২ দুর্ব্বোধ করিয়া তুলিয়াছেন।

এই উত্তর চরিতখানি তাঁহার উৎকৃষ্ট নাটক স্থানে২ পাঠ করিয়া মোহিত হইতে হয় এবং বৈদেহির বিলাপ বাক্য পাঠে অবিরল অশ্রুধারা পতিত হইতে থাকে।

আমাদিগের বঙ্গদেশীয় অধ্যাপকেরা এমন সুরসিক যে এতাদৃশ উৎকৃষ্ট কবিত্বসম্পন্ননাটকের আলোচনায় তাঁহারা এত কাল বিরত ছিলেন এক্ষণে রাজপুরুষদিগের অনুকম্পায় ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে এবং সংস্কৃত বিদ্যালয়ের এক জন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় উহার অবিকল অনুবাদ ফার্ষ্ট আর্টশ পরীক্ষার্থীদিগের জন্য সংক্ষিপ্ত টীকার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা উহার একখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া

সাদরে পাঠ করিয়া দেখিলাম অনুবাদ অবিকল হইয়াছে, কিন্তু ভাষাটি প্রাঞ্জল বা সর্ব্বজন হৃদয়গ্রাহিণী হয় নাই। তন্নিবন্ধন অনুবাদ পাঠ করিয়া বোধ হয় যে অনুবাদক উত্তমরূপ সংস্কৃতের অর্থগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু কবিত্বের রস সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই।

বিভাবতী—কলিকাতা প্রাকৃতযন্ত্রে মুদ্রিত। এই ইতিহাস মূলক আখ্যায়িকা গ্রন্থকারের নাম গোপন করিয়া পূর্ব্বোক্ত উত্তর চরিত অনুবাদক বাবু নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রচার করিয়াছেন। ইংরাজী "নবেলের" অনুকরণে ইহা রচিত হইয়াছে। রচনা মধ্যে২ সুমিষ্ট বোধ হইল। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের আখ্যায়িকা একাদশ পরিচ্ছেদ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, বোধহয় দ্বিতীয় খণ্ডে সমাপ্ত হইবেক। আখ্যায়িকা সম্পূর্ণ হইলে আমরা এই গ্রন্থের সবিস্তারে সমালোচন করিতে পারিব।

বাঙ্গালার-ভাবি-মঙ্গল নাটক—জনৈক বিক্রমপুর তেঁওটা নিবাসি প্রণীত। কলিকাতা গিরীশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত। গ্রন্থকার বঙ্গদেশের শোচনীয় অবস্থা সন্দর্শনে সুরাপাণ নিবারণ, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, বিদ্যালয় সংস্থাপন প্রভৃতি সৎকার্য্যে মনোনিবেশ করিবারজন্য উপদেশচ্ছলে এই নবনাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা নাটকের রীতিতে রচিত হয় নাই এবং কিয়দংশ পাঠ করিলেই বিরক্তি সহকারে দূরে নিক্ষেপ করিতে হয়। রচয়িতা আপনার নাম গোপন করিয়া এক প্রকার বুদ্ধি মানের কার্য্য করিয়াছেন, কেন না নিতান্ত লঘুচেতা না হইলে স্বনামে এরূপ কদর্য্য গ্রন্থ জনসমাজে প্রচার করিতে কাহার সাহস হয় না।

প্রহ্লাদ নাটক—শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রণীত ঢাকা গিরীশযন্ত্রে মুদ্রিত। প্রহ্লাদ চরিত্র নাটকাকারে রচিত হইয়াছে। এখানি নাটক না করিয়া সরল সাধুভাষায় উপদেশচ্ছলে সঙ্কলিত হইলে বালক বালিকার পাঠোপযোগী হইত। এই নাটকে প্রশংসার যোগ্য কোন গুণ লক্ষিত হইল না।

আলালেরঘরের দুলাল—এই বিখ্যাত নবন্যাসটী ছয়খানি উত্তম ভাবব্যঞ্জক লিথোগ্রাফ চিত্রের সহিত পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। পূর্ব্বের মুদ্রাঙ্কনে বর্ণাশুদ্ধি বহুতর ছিল, এবার তাহা দেখা যায় না। মুদ্রা যন্ত্রের বর্ণবিন্যাস প্রমাদ বসতঃ যে কএকটি দেখা যায় তাহা মার্জ্জনীয়। "আলালের ঘরের দুলাল" কিরূপ গ্রন্থ তাহার পরিচয় দিবার জন্য অধিক লিখিবার আবশ্যক নাই। মান্যবর "টেকচাঁদ ঠাকুরের" আদেশে আমরা যে ভূমিকা লিখিয়াছি তাহার কিয়দংশ মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। "বর্ত্তমান গ্রন্থে যদিও কাদম্বরীর উৎকটপদ-প্রয়োগ-পটুতা, শকুন্তলার ললিত-পদ-বিন্যাস-মাধুর্য্য, বাসবদত্তার অনুপ্রাস-ছটা ও তিলোত্তমার ভাব ঘটা নাই; যদিও ইহার আখ্যায়িকাভাগ দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় বিস্ময় ও কৌতুহলোদ্দীপক নহে; যদিও ইহাতে সঞ্জুক্তা স্বয়ম্বরের ন্যায় কোন পুরাণ ঐতিহাসিক ব্যাপার বর্ণিত হয় নাই; যদিও ইহাতে কপাল কুণ্ডলার ন্যায় জড় স্বভাব সৌন্দর্য্য বিশিষ্টরূপে বর্ণিত হয় নাই এবং যদিও ইহা সীতার বনবাসের ন্যায় বিশুদ্ধ সাধুভাষায় গ্রথিত নহে; তথাপি ইহাকে উল্লেখিত গ্রন্থ সমস্তের অধিকাংশাপেক্ষা উত্তম বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। ইহা অস্মদ্দিগের কথোপকথনে ব্যবহৃত ভাষায় রচিত এবং ইহার প্রাঞ্জলতা এত অধিক যে বাঙ্গালিমাত্রেই অনায়াসে বুঝিতে পারে। ইহাতে সজীব ও সান্তঃকরণ স্বভাব অর্থাৎ মনুষ্য স্বভাব যে প্রকার

কৌশলে ও পারিপাট্যের সহিত চিত্রিত হইয়াছে সেরূপ বাঙ্গালা ভাষায় আর দেখা যায় না।"

অভেদী—এই গ্রন্থখানির রচয়িতা পাঠকগণের নিকট অপরিচিত নহেন। "আলালের ঘরের দুলাল" "মদখাওয়া বড়দায় জাত থাকার কি উপায়" "রামারঞ্জিকা" "কৃষিপাঠ" "গীতাঙ্কুর" ও "যৎকিঞ্চিৎ" যাঁহার রচনা ইহাও সেই সুবিখ্যাত টেকচাঁদ ঠাকুরের কৃত। প্রাগুক্ত লেখক মহোদয়ের রচনায় নানা গুণ দেখা যায়। বিশেষত স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে ইহঁার বিরচিত গ্রন্থগুলিন পরিপূর্ণ। সময়ানুযায়ীক আচার ব্যবহার ও লোকের আন্তরিক গতি প্রকাশে ইনি বিলক্ষণ পটু এবং ইহঁার গল্পচ্ছলে হিতোপদেশ প্রদানের অসাধারণ ক্ষমতা দেখা যায়। "যৎকিঞ্চিৎ" ও "অভেদী" পাঠকালে পাঠকগণ নবন্যাস পাঠের আনন্দ সম্ভোগ করেন কিন্তু বাস্তবিক এই দুই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ধর্ম্মোপদেশ এবং ঐ ধর্ম্মোপদেশ নিষ্ফল ও অপরিস্ফুট রূপে লিখিত নহে। আমাদিগের সমালোচনার বিষয়ীভূত গ্রন্থখানিতে অভেদ ধর্ম্মজ্ঞানোদ্দীপনাত্মক এরূপ একটী গল্প লিখিত হইয়াছে যে তৎপাঠে পাঠকগণের অন্তর উদারতা ও ঈশ্বর প্রেমে পরিপূর্ণ হয়। এই অভেদীর উদয়ে কৈশব ব্রাহ্ম্যগণ নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এবং 'মিরার" সম্পাদক গ্রন্থকারের উপর যে কটূক্তি করকাভিঘাত করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা কেবল আত্মমনের অপ্রশস্ততা ও সাম্প্রদায়িক ভ্রমান্ধতা প্রকাশ হইয়াছিল। পক্ষপাত শূন্য পাঠকমাত্রে "অভেদী" গ্রন্থে দূষ্য কিছুই দেখিতে পাইবেন না বরং ইহার রচনা চাতুর্য্য দর্শনে সম্যক্ তুষ্টি লাভ করিবেন।

বিক্টোরিয়া পঞ্জিকা—ইত্যভিধেয় যে এক খানি নূতন পঞ্জিকা শ্রীযুক্ত বাবু হিরালাল নন্দি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে তদ্দর্শনে আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম। এই পঞ্জিকার মূল্য স্বাক্ষরকারীর প্রতি এক টাকা নিরূপণ করায় অধিক হয় নাই। যে সকল এই প্রকার ও অন্যান্য পূর্ব্ব প্রচলিত পঞ্জিকা হইয়াছে তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও নানা বিষয়ক উপকার কর। মফঃসলের ও কলিকাতার দেশীয় ব্যবসায়ীগণের নাম ও ঠিকানা, রেলগাড়ির মালের যাতায়াতের মাসুলাদি লিখিত হইলেই ইহা ১৮ টাকা দরের ইংরাজী ডাইরেক্টরীর তুল্য উপকারী হইবে। আমরা পঞ্জিকা গ্রাহকগণকে বিক্টোরিয়া পঞ্জিকা লইতে অনুরোধ করিতেছি এবং আশা করি যে গ্রাহক বৃদ্ধি হইলে শ্রীযুক্ত বিহারিলাল বাবু আগতবর্ষে ইহার মধ্যে উপরোক্ত বিষয়গুলিন দিবেন। আমাদিগের মধ্যে এবম্প্রকার পঞ্জিকার অভাব ছিল এক্ষণে সেই অভাব দূর হইবার ফল লোকে ক্রমশঃ বুঝিবেন।

মধ্যস্থ—এই পত্রের আমরা অন্যান্য সংখ্যা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক পংক্তি পাঠেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে সম্পাদক পত্রের "মধ্যস্থ" নামটীকে যথা নিয়মে অর্থ যুক্ত করিয়াছেন। এপ্রকার পক্ষপাত-হীন বাক্যে সকলেই পরিতৃপ্ত হয়েন।

"কৈশব" শব্দ ব্যবহার করাতে ঘৃণা প্রকাশ কদাপি হইতে পারে না। ইহা পূর্ব্বেই বুঝাইয়া দিয়াছি। অধিকন্তু, যে কেশব বাবু আমাদের গৌরবের স্থল, যাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্র,সর্ব্বানুকরণীয় ধর্ম্মানুরাগ, অপরিমেয় কার্য্য ও বাঙ্-নৈপুণ্য, অসাধারণ যোগ্যতা ও স্বদেশহিতৈষী দ্বারা দেশ বিদেশে হিন্দুনাম উজ্জ্বল হইয়াছে; নানা গুণে যাঁহাকে ক্ষণ-জন্মা পুরুষ বলিয়া বোধ হয়; তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা, ইহাও কি সম্ভাব্য ? কিন্তু অগ্রে যেরূপ বলিয়াছি, যদি বিষয় বিশেষে তাঁহার ভ্রান্তি থাকে, যদি উন্নতির অনুরাগে

তিনি সমাজকে যে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তুলিলেন, ইটি যদি তিনি না বুঝিয়া থাকেন: গমনের বেগ কিঞ্চিৎ শিথিল করিলে সেই সব দোষ ঘটিতে পারে না বরং যাঁহারা ভয় পাইয়া পশ্চাতে পড়িয়াছে, তাহাদিগকেও সঙ্গী পাইতে পারেন ইত্যাদি মঙ্গলময় ভাব ভ্রান্তিজালে যদি তাঁহার মনে অপরিস্ফুট ও আচ্ছন্ন থাকে; তবে কি সে কথার আলোচনা করাতে তাঁহার বিপক্ষ হওয়া হইল? তিনি কি অভ্রান্ত পুরুষ? তিনি কি ইহ লোকের লোক হইতে স্বতন্ত্র? তাঁহার কার্য্য মাত্রেই কি দোষস্পর্শ শূন্য? তাঁহার বিরুদ্ধে কি কোনো কথাই উঠিতে পারে না? কথা তুলিলেই কি তাঁহার বিপক্ষ হওয়া হইল?

উজীরপুত্র শ্রীফকীরচাঁদ বসু প্রণীত।

এই ইতিবৃত্ত মূলক উপন্যাস পূর্ব্বে কিয়দংশ মাত্র সংবাদ প্রভাকরের মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে গ্রন্থকার প্রথম পর্ব্ব পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। শাজাহান বাদসাহের ভারতবর্ষ শাসন সময়ে এক জন মুসলমান আপনার জীবন বৃত্তান্ত তথা অন্যান্যাগল্প, এই গ্রন্থে স্বমুখে ব্যক্ত করিতেছে। উপন্যাসটী স্বকপোল কল্পিত কেবল ইতিহাসের ছায়ামাত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। রেনল্‌ডশ্‌ যেরূপ "জোজেফ উইলমট্‌" ও "মেরি প্রাইসের" "অটবায়গ্রাফী" রচনা করিয়াছেন সেই আদর্শে এই অভিনব "নবেল" সঙ্কলিত হইতেছে। বিলাতীয় এই কুগ্রন্থ লেখক বঙ্গ-সাহিত্যের সর্ব্বনাশ করিল। অর্দ্ধ শিক্ষিত বাঙ্গালা বাবুরা উহার সৌন্দর্য্যমাত্র বিহীন "মিষ্টরিজ" প্রভৃতি অপকৃষ্ট গদ্য কাব্য গুলিকে রচনা পারিপাট্যের চরম সীমা বলিয়া বোধ করেন। এবং প্রতিনিয়ত তদালোচনায় তাঁহাদিগের রসগ্রহণ ক্ষমতা একেবারে বিকৃত হইয়া যায়। বর্ত্তমান উজীর পুত্র "এই শোচনীয় ব্যাপারের এক পরিচয় স্থল। আমরা সররিচার্ডটেম্পেলকে অনুরোধ করি তিনি রেনল্‌ড্‌স্‌ লিখিত গ্রন্থের আমদানির টাক্স বসাউন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টেরও কিছু লাভ দেশেরও মঙ্গল।

পুরাণ প্রকাশ—বিষ্ণুপুরাণ। শ্রীধর স্বামি কৃত টীকা ও বিষ্ণুধর্বৈদ্যনাথ নামক বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত। সপ্তদশ খণ্ড শ্রীবরদাপ্রসাদ বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

বিষ্ণুপুরাণ মহামুনি পরাশরোক্ত। ইহার রচনা অতি সরল, আবৃত্তি মাত্রেই অর্থ বোধ হয়, টীকার সাহায্য বড় প্রয়োজন করে না। এই পুরাণ ষট্‌ অংশে বিভক্ত এবং অগ্নিপুরাণের মতানুসারে ২৫,০০০ সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ। পুরাণে যে পঞ্চ লক্ষণ * আবশ্যক ইহাতে তাহা সমুদয় আছে। পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে লিখিত আছে † যে বিষ্ণু, নারদীয়, ভাগবত, গারুড়, পাদ্ম, এবং বারাহ পুরাণ সত্ত্বগুণ সম্পন্ন সুতরাং অন্যান্য পুরাণাপেক্ষা বৈষ্ণবগণের এই কএকখানি পুরাণ অতি আদরণীয়। বহুকাল হইল সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত মৃত উইলসন (যাঁহাকে কোন বঙ্গীয় কবি অতি সম্মানের সহিত বন্দনা করিয়াছেন) মহোদয় বিষ্ণুপুরাণের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণে উহা পুনর্ব্বার শ্রীযুক্ত হল সাহেব দ্বারা সংশোধিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এপর্য্যন্ত বাঙ্গালা অনুবাদ কেহ সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। সম্প্রতি পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় উহা মূল, টীকা অনুবাদ সহ খণ্ডে২ প্রকাশ করিতেছেন। সপ্তদশখণ্ডে পঞ্চমাংশের কিয়দংশ মুদ্রিত হইয়াছে বোধ হয় আর এক খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবেক।

* সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চ লক্ষণম্‌॥

† বৈষ্ণবং নারদীয়ং চ যথা ভাগবতং শুভম্‌।
গারুড়ং চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে॥
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ।

রহস্য-সন্দর্ভ।

নাম

পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র।

৭ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। সন ১২৭৯ [৭০ খণ্ড।

বুলবুলবোস্তা।

মাদিগের পাঠকবর্গের অনেকেই এই সুবিখ্যাত গায়ক পক্ষীকে দেখিয়াছেন। ইহার আকৃতি ও বর্ণসম্বন্ধীয় সৌন্দর্য্য অতি সামান্য অথবা কিছু নাই বলিলেও বলা যায়; কিন্তু ইহার স্বরমাধুর্য্য এত অধিক যে কোন ব্যক্তি এই পক্ষীর গান একবার সাবহিত চিত্তে শ্রবণ করিলেই তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয় যে বুলবুলবোস্তা সকল গায়ক বিহগকুল শ্রেষ্ঠ। প্রাণীতত্ত্বজ্ঞেরা কহেন যে এই পক্ষীর গানোপযোগী শিরা ও মাংসপেশী সকল অত্যন্ত পরিপুষ্ট; অন্য গায়ক পক্ষী কাহারও তত দেখিতে পাওয়া যায় না। বুলবুলবোস্তা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, তন্মধ্যে এক শ্রেণীর গুলি অপার্ব্বত্য প্রদেশে থাকে, তাহাদের পরিমাণ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫ ইঞ্চি এবং ঐ দৈর্ঘ্যের সার্দ্ধ দুই ইঞ্চি পুচ্ছ ও চঞ্চু কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূন এক ইঞ্চি। ইহাদিগের গাঢ় খদির বর্ণ চঞ্চু সূক্ষ্ম ও অবক্র এবং ঐ চঞ্চুর ও মুখের অন্তরভাগ পীতবর্ণের দেখা যায়। অপর শ্রেণীর গুলি পর্ব্বতোপরি বাস করে ও কদাচিৎ পর্ব্বত নিম্নভাগস্থিত কুঞ্জাদিতে দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ব শ্রেণী অপেক্ষা এই গুলির দেহের পরিমাণ প্রায় দুই ইঞ্চি অধিক ও বর্ণও কিঞ্চিৎ গাঢ় হয়। এই সুমধুর নিশিথ গানকারী পক্ষী এতদ্দেশীয় অনেকে পালন করেন এই হেতু আমরা ইহার বিষয় বাহুল্যে লিখিতেছি। বুলবুলবোস্তার পৃষ্ঠাদির বর্ণ খদির বা নস্যের ন্যায়; তলভাগ শ্বেতাক্ত-খদির বর্ণ ও পদদ্বয় মাংস বর্ণের।

বুলবুলবোস্তার পুং পক্ষী গুলিই গায়ক হয় এবং বন্যাবস্থায় প্রায় দুই তিনমাস গাইয়া থাকে। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া তিন চারিমাস একত্রে এক দেশে থাকে ও উক্ত সময়ের মধ্যে প্রায় ৩ বার সাবকোৎপাদন ও পালন করে। শাবকাবস্থাতেই ইহাদিগের পুং ও স্ত্রী প্রভেদ বিশেষরূপে প্রকাশ পায়। যে সকল শাবকের বক্ষের ও পক্ষের পক্ষাগ্র সকল প্রায় পীতবর্ণে পরিণত ও কণ্ঠদেশ শ্বেতবর্ণ তাহারা পুং ও যে সকলের কণ্ঠে শ্বেতাভাব ও পক্ষাগ্র সকল পীত নহে

তাহারা স্ত্রী। এই কালে পুং ও স্ত্রী উভয়েই মৃদু অস্ফুটস্বরে উহাদিগের পিতৃ গীত অবিরত অনুকরণের চেষ্টা করে। বুলবুলবোস্তা পক্ষী সমমণ্ডল বাসী, শীত বা উষ্ণ প্রধান দেশে পাওয়া যায় না, ইউরোপ ও আশীয়া খণ্ডদ্বয়ের অনেকাংশেই পাওয়া যায় এবং আফরিকা খণ্ডে কেবল নীল নদের তীরবর্ত্তী দেশ সকলেই আছে। ইউরোপে ইংলণ্ড ও নরয়োয়ের উত্তরাংশে প্রায় নাই ও আশীয়ার শাইবীরিয়ার উত্তরাংশেও দুর্লভ এবং ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশেও পাওয়া যায় না। ইহারা এক এক বারে পাঁচ বা ছয়টি হরিতাক্ত কপীস বর্ণের ছোট ছোট অণ্ড প্রসব করে ও ১৪ ১৫ দিবস ক্রমাগত তদুপরি বসিয়া প্রস্ফুটিত করে। এই সাবকগণ উত্তম রূপে উড়িতে না শিখিয়াই নীড় ত্যাগ করে। বুলবুলবোস্তা প্রায়ই মৃত্তিকা হইতে অল্প উচ্চে নীড় নির্ম্মাণ করে এবং কখন কখন দীর্ঘ তৃণাবৃত মৃত্তিকায়ও নীড় করিয়া সাবকোৎপাদন করে। ইহারা নিতান্ত গম্ভীর ও নির্ভয় প্রকৃতি ; অল্পায়াসেই ধৃত হইয়া থাকে। পালিতাবস্থায় ইহারা নিত্য সেবকের এরূপ বশীভুত হয় ও ভাল বাসে যে তাহার বিরহে কখন কখন প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে। বুলবুলবোস্তা অধিকাংশ কীট ও পতঙ্গ ভোজী, কিন্তু বন্য ফল ও খাইয়া থাকে। কথিত দুই শ্রেণীর দৈর্ঘ ও বর্ণ ভিন্ন অন্য প্রভেদও আছে। প্রথমাপেক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণীর কণ্ঠস্বর প্রায় দ্বিগুণ সবল, ও প্রথম শ্রেণীর প্রায় অধিকাংশেই দিবা গায়ক হইয়া থাকে, রজনীতে উত্তম গান করে না, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণী কিবল রজনী গায়ক বলিয়া বিখ্যাত। ইউরোপের কোন কোন প্রদেশে বুলবুলবোস্তা ধরিবার বিশেষ নিয়ম আছে, তথা বৃদ্ধ পক্ষি ধারণ করা দণ্ডনীয় ও সাবক ধরিয়া বিক্রয়াদি করাই বিধি। এই পক্ষীকে পিঞ্জরবদ্ধাবস্থায় রাখিলে সদা সর্ব্বদা পীড়িত হয়, তন্নিবারণার্থ নিত্য অল্প উদ্ভিজ্জ্য, যথেষ্ট কীট পতঙ্গ ও স্নান ও পানার্থ নূতন জল দেওয়া উচিত। ইউরোপে শীত বশতঃ কীট পতঙ্গ তত সচ্ছল নহে, সুতরাং তদ্দেশস্থ পক্ষী পালকেরা নবধৃত পক্ষীকে সচ্ছবারী ও শুষ্ক পিপিলিকাণ্ড দেন। ক্রমে তাহারা নর সমক্ষে আহারাদি করিতে আরম্ভ করিলে শাশ্রয় জন্য রোটীকা, দুগ্ধ, সুপেশীত শষ্য, কুক্কুটী অণ্ড ও পীপিলিকাণ্ড একত্রে আহারার্থে দিয়া থাকেন। এতদ্দেশে কীট ও পতঙ্গ প্রচুর, সুতরাং বুলবুলবোস্তা পালনে আহারের জন্য তাদৃশ উদ্বিগ্ন হইতে হয় না, অল্প ব্যয় ও যত্নেই যথেষ্ট ফড়িঙ্গ ও (অশ্বপুরীষজাত) কীট পাওয়া যায় ও উদ্ভিজ্যার্থে শুপেশীত ভাজাছোলার শাতু ঘৃতে মাখিয়া দিলেই হয়। কখন২ উক্ত সাতুর সহিত কুক্কুটী অণ্ডের পীতাংশ সিদ্ধ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। নবধৃত শাবকের দেশান্তর আনয়নে বা আহার পরিবর্ত্তনে কিম্বা স্বাধীনতা বিরহে প্রথমত মন্দাগ্নি হইয়া থাকে, তাহাতে তাহাদিগকে এক এক দিন অন্তরে দুই তিন দিন তিন বা চারিটা করিয়া মাকড়সা খাইতে দেওয়া আবশ্যক। তাহাতে ও যদি ক্রমে দুর্ব্বল হইতে থাকে তাহা হইলে পাণীয় জলে সজজ্বা লৌহখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া ঐ জল তিন চারি দিবস রাখিলে তৎপানে মন্দাগ্নি ও দৌর্ব্বল্য যায়। প্রথম বৎসরে গাইবার সময় প্রায় নবধৃত শাবকের নাসা রন্ধ্রের উপরে ফোড়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথমতঃ খালি মাখন দিতে হয় ও তাহাতে আরোগ্য না হইলে উক্ত ফোড়ায় ফটিকারি ও মধুতে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায় তাহাতেও না আরোগ্য হইলে অবশেষে অরক্ত উষ্ণ ছুটিকাদ্বারা

উক্ত ফোড়া দগ্ধ করিয়া কৃষ্ণবর্ণ সাবানের জলে ধৌত করিলে আরোগ্য হয় ও পাণীয় বারির পরিবর্ত্তে বীটপালমের রস তিন বা চারি দিবস প্রত্যহ নূতন করিয়া দেয়। তৎপরে পক্ষ পরিবর্ত্তন কালের কিছু পূর্ব্বে, অর্থাৎ বৈশাখ মাসের শেষ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাহা সমুদয়, ইহাদিগকে কুক্কুটী অণ্ড ও জাফরান্ মিশ্রিত শাতু দেওয়া উচিত। পক্ষ পরিবর্ত্তন কালে ইহাদিগের যথেষ্ট কীট ও ফড়িঙ্গ খাইতে দেওয়া আবশ্যক, নচেৎ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও কখন২ প্রাণ পর্য্যন্ত রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। এই কালে স্নান ও পাণীয় জলে জাফরান্ নিতান্ত আবশ্যক। এই পক্ষ পরিবর্ত্তন কালে কোন পক্ষির নাসারন্ধ্র রোধ হইয়া যায়, তাহা হইলে প্রথমতঃ এক বা দুই দিন মাখন্, মরিচ, ও রশুন একত্র করিয়া রুদ্ধ নাসারন্ধ্রে দেওয়া উচিত, তাহাতে না পরিস্কার হইলেও নিক্ষিপ্ত একটী খুদ্র পক্ষ মাখনে ভিজাইয়া নাসার এক রন্ধ্র দিয়া প্রবেশ করাইয়া অপর রন্ধ্র দিয়া বাহির করিয়া লইবে, তাহাতে নাসার রন্ধ্রে যথেষ্ট মাখন না থাকিলে পুনরায় মাখন লিপ্ত করিবে, এবং দুই দিবস প্রত্যহ নূতন বাদামের শ্বেতাংশ লইয়া জলের সহিত প্রস্তরে ঘর্ষণ করিয়া দুগ্ধবৎ করিয়া পাণীয় জলের পরিবর্ত্তে দিলে নিশ্চয় নাসারন্ধ্র মুক্ত হইবে। নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হইলে কখন২ ইহাদের পক্ষ পরিবর্ত্তন ক্ষান্ত হয়, তাহা হইলে নাসারন্ধ্র মুক্ত করিয়া পক্ষ পরিবর্ত্তনার্থ তাহাকে আমিষ জলে, অর্থাৎ মৎস্য ধৌত জলে, স্নাত করিয়া পাণীয় বারি জাফরান্ দ্বারা আরক্ত করিয়া দিবে। এই পক্ষ পরিবর্ত্তন কালে কখন২ বুলবুলবোস্তাকে বাতরোগাশ্রয় করে, কিন্তু সে সর্ব্বদা প্রকৃত বাত রোগ নহে, উহা প্রায়ই পদের অস্ত্যাচ্ছাদক মাংস বৃদ্ধির নিমিত্ত ঘটে, যাহাই হউক বাতাশ্রিতের ন্যায় বোধ হইলেই প্রথমতঃ তাহাকে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল জলের মধ্যে পদদ্বয় ডুবাইয়া রাখা যুক্তি যুক্ত, তাহাতে আরোগ্য না হইলে উষ্ণ জল বা তৈলদ্বারা পদের অস্ত্যাচ্ছাদক তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। অস্ত্যাচ্ছাদক তুলিতে হইলে তৈলে বা অল্প উষ্ণ জলে প্রথমে ১০ বা ১৫ মিনিট মগ্ন করিয়া রাখিবে তৎপরে যত্নের সহিত এক একটী করিয়া প্রত্যহ তুলিয়া পুনরায় তৈল মাখাইয়া রাখিবে। এই সময় কখন২ ইহাদিগের পুরীষের সহিত এরূপ শোণিত নির্গত হয় যে তাহাকে কিবল মাত্র শোণিত বলিলেও বলা যায়, এবং কখন২ ইহাতে ক্ষীণ হইয়া মরিয়া যায়। এরূপ শোণিত দৃষ্ট হইলেই প্রথমতঃ পাক করা ছাগি দুগ্ধ পাণীয় জলের পরিবর্ত্তে দেওয়া আবশ্যক; তাহাতে রক্ত বন্ধ না হইলে ছাগী দুগ্ধ সহিত মেষ মর্জা পাক করিয়া পাণীয় জলের পরিবর্ত্তে দিলেই তিন চারি দিনে আরোগ্য হয়। পক্ষ পরিবর্ত্তনের পর নব কলেবর হইয়া বুলবুলবোস্তা কখন২ মৃগি রোগে মরিয়া যায়, এই মৃগির প্রথমাবস্থায় মূর্চ্ছা মাত্রেই সহসা জলে মগ্ন করিয়া প্রত্যহ বল পূর্ব্বক শীতল জলে স্নান করান কর্ত্তব্য। তাহাতে আরোগ্য না হইলে, পদের এক অঙ্গুলীর কিয়দংশ কর্ত্তন করিয়া বিলক্ষণ শোণিত নির্গত করা আবশ্যক। হাঁপানি হইলে জলে ভিনিগার ও মধু মিসাইয়া দেওয়া উচিত তাহা হইলে প্রায় আরোগ্য হয়। ইত্যাদি যত্নে ইহাদিগের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত হইলে পঁচিশ বৎসরাবধি জীবিত থাকে ও ১০। ১২ বৎসর ক্রমাগত বৎসরের মধ্যে ৮। ৯ মাস গান করে।

কোলাপুরের ইতিহাস।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

মহারাষ্ট্রীয় গৃহ বিবাদ জন্য মুসলমানেরা পূর্ব্ববৎ প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিতে লাগিল। রাজর্ষি শিবজীর বংশধরেরা যদ্যপি শাহুর কারামুক্তির অব্যবহিত পরেই সন্ধিদ্বারা আত্ম-বিবাদ গৃহ-বিরোধ ভঞ্জন করিতেন তাহা হইলে মহারাষ্ট্রীয় আধিপত্যের রাজলক্ষ্মী কদাপি চপল হইতেন না, এবং যবনদিগের তত অসীম প্রভাব আর কদাচ দক্ষিণ দেশে পরিব্যাপ্ত হইত না। হিন্দুদিগের গৃহ-লক্ষ্মী চিরকালই অচলা হইয়া গৃহে থাকিতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য ভারতভূমি যে গৃহ-বিবাদ সূত্রে বহুকাল পরাধীনতায় অসহ্য দাসত্ব যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, আবার সেই গৃহ-বিবাদে মহারাষ্ট্রীয় জাতির অতুল বীর্য্য, বিপুল দর্প ক্ষয় হইতে লাগিল। কোলাপুরের রাজবংশ বহুকাল রণরঙ্গে ব্যাপৃত থাকিয়া ক্রমে নিস্তেজ এবং শ্রান্ত হইয়া পড়িল। পরিশেষে ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে এক সন্ধি স্থাপন করত শাহুর স্বতন্ত্র প্রভুত্ব এবং অধিকার স্বীকার করা হয়, তাহাতে সেতারা এবং কোলাপুরস্থ রাজাদিগের গৃহ-বিবাদের উপশান্তি হইল। ঐ সন্ধি এপ্রিল মাসের ২৬ তারিখে সমাধা হয়। তাহাতে কোলাপুরের প্রধান পারিষদ রামচন্দ্র পান্থ অমাত্য, সূর্য্যরাও ঘটগে, প্রভৃতি সকলেই সন্ধির প্রস্তাবে বিশেষ অনুমোদন করিয়াছিলেন। রাজা সন্ধির আদি প্রকরণে অঙ্গীকৃত হন যে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ এবং পূর্ব্ববর্ত্তী যে সকল জনপদ আছে এবং বর্ণা নদীর সহিত যে স্থান হইতে উহার যুক্তবেণী হইয়াছে তন্নিম্ন দেশের কোন কোন জনপদ মধ্যে তাঁহার অধিকারের অভিযোগ করিবেন না। (বিজয়দুর্গের দক্ষিণদিগের কেল্লার পার্শ্বস্থ সমস্ত জনপদ) রত্নগিরী ইত্যাদি আপা সাহেব অথবা শাহু রাজাকে প্রত্যাবর্ত্তন করত কপাল দুর্গটী আপনি গ্রহণ করিবেন। ঐ সঙ্গে বর্গেরম নামক অধিস্থান বিনষ্ট করা হইবে। বিজয়পুর এবং মির্চ্চ জনপদের প্রধান অধিস্থান গুলিও শাহুকে প্রদান করা হইবে। তোম ভদ্রা নদী তটের দক্ষিণসীমাবধি মহাসাগরের ক্রোড়বর্ত্তী রামেশ্বর তীর্থ পর্য্যন্ত যাবতীয় রাজ্য কোলাপুরস্থ রাজারা সংগ্রামে জয় করিতে পারিবেন ও তাহার অর্দ্ধ অংশ সেতারা রাজাকে অর্পণ করিবেন। সেতারার বিরুদ্ধে কোন জাতি শত্রুতা করিলে তাহার দমন জন্য সহায়তা করা হইবে। কোন পক্ষে পদচ্যুত কর্ম্ম চারিকে কোন পক্ষই আপনার অধীনে কর্ম্মে নিয়োগ করিতে পারিবেন না।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে কোলাপুরীয় অধীশ্বর শাম্বাজীর পরলোক প্রাপ্তি হয়, তাঁহার দায় গ্রহণাধিকারী কেহ না থাকাতে তদীয় স্বগোত্রীয় একটী শিশুকে সিংহাসনে স্থাপন করত শিবজীর নামেই তাঁহার নাম ও রাজোপাধি প্রদান করা হইয়াছিল। তৎকালে সমুদ্রে দস্যুর ভয় অত্যন্ত ছিল। রাজা তাহাদিগকে স্বীয় অধিকার মধ্যে কোনমতেই শাসন করিতে পারিতেন না, তাহাতে পোতবাহী বণিকদিগের বিপুল ক্ষতি হইত। তদর্থে ইংরাজ বণিকেরা রাগত হইয়া ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু রাজা যুদ্ধ না করিয়া সন্ধিদ্বারা ইংরাজদিগের সহিত মৈত্রতা করিলেন। ঐ সন্ধির প্রকরণ এই যে কোলাপুরের রাজ্ঞী বিজা বাঈ ও তাঁহার উত্তরাধি-

কারী ও দায়াধিকারীর সহিত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির চির সুহৃদ্যতা থাকিবেক। সন্ধির দৃঢ় বিধান জন্য রাজ্জীর কোন সম্ভ্রান্ত লোককে প্রতিভু স্বরূপে বোম্বাই রাজ্যে রাখিলেন। তাঁহার সমস্ত ব্যয় রাজ্জী প্রদান করিতেন। অপর কোম্পানিকে ছয়লক্ষ মুদ্রা প্রদানের ও অঙ্গীকার করা হয়। ইংরাজেরা ত্রিশলক্ষ মুদ্রা এবং ফোর্ট অগষ্টস (সন্দদুর্গ), রাজকোট, সূর্য্যকোট পদ্মদুর্গ, ইত্যাদি ছাড়িয়া দিতে অঙ্গীকার করেন। যে সমস্ত প্রয়োজনীয় বারুদ অস্ত্র শস্ত্র শকট ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ঐ স্থানে নীত হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদিগেরই থাকিবেক। ইংরাজেরা সুবিধামত ঐ স্থানে বানিজ্য সম্পর্কীয় বাটী নির্ম্মাণ করিবেন, এবং তথায় ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীয়মান থাকিবেক। এবং মনে করিলেই তাঁহারা দেশীয় দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিবেন। ইংরাজদিগের বাণিজ্যের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। ঐ সন্ধির পর অবধি কোলাপুরের সহিত সাবন্তবাড়ি নিপানীকার এবং প্রতবর্দ্ধন রাজবংশের বহুকাল ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। তাহাতেই কোলাপুরের রাজারা একেবারেই নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িলেন। ৫৩ বৎসর রাজত্বের পর ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে শিবজীর মৃত্যু হয়।

তাঁহার দুই পুত্র বর্ত্তমান ছিলেন, তম্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম শম্ভু সাহেব, কনিষ্ঠের নাম বায়োয়া সাহেব, শম্ভু সাহেব জ্যেষ্ঠাধিকারানুসারে রাজা হইয়াছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে বায়োয়া রাজা হন্। ইতিহাসে ইহাঁর মন্দ রাজত্ব বর্ণিত হইয়াছে, রহস্যের কলেবর যে রূপ সঙ্কীর্ণ তাহাতে অপরাপর বিষয়ের বর্ণনায় ইহার উদর পরিপূর্ণ হয়। তদর্থে অনাবশ্যকীয় বিষয় সকল ত্যাগ করিয়া আবশ্যকীয় ঘটনার আন্দোলন করাই বিহিত

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বায়োয়ার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র শিবজী অতঃপর রাজা হন, সেই সময়ে প্রজারা তাঁহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। প্রবাদ আছে, তাঁহার মন্ত্রী দাজী কৃষ্ণচন্দ্র রাজ্যের সুশাসন জন্য সম্যক্ মনোযোগী ছিলেন সেই প্রবাদ এতৎ সম্বন্ধে প্রকৃত বোধ হয় না। যাহা হউক সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে রাজা ঐ বিদ্রোহে লিপ্ত না থাকাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে দত্তক গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর মৈত্র সর্দ্দারগণ যে সমস্ত ক্ষমতা ভোগ করেন গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে সে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন। ব্রিটিশ পক্ষের প্রতিনিধির অগোচরে প্রাণদণ্ডের বিচার এবং প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিতে পারেন। কোলাপুর ৩১৮৪ বর্গ ক্রোশ।

রহস্য-সন্দর্ভ সম্বন্ধীয় বক্তব্য সকল।

আমরা দুই খানি পত্র পাইয়াছি এবং পত্র প্রেরক মহাত্মাদ্বয়ের সহৃদয়তা গুণে নিতান্ত বাধ্য হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মানসে নিম্নে ঐ পত্রের এক খানির আদ্যোপান্ত ও অপর খানির কিয়দংশ প্রকাশ করিতেছি। পাঠকগণ দেখুন যে কতদূর পর্য্যন্ত বঙ্গবিদ্যানুরাগী ও সহৃদয় লোক আছেন। আমরা সহৃদয় পাঠকগণকে অনুরোধ করি যে তাঁহারা পত্র লেখক দ্বয়ের ন্যায় "রহস্য-সন্দর্ভের" মঙ্গলার্থ গ্রাহক বৃদ্ধির উপায় করুন।

"মান্যাস্পদেষু—

অমৃত বাজার পত্রিকায় অবগত হইলাম রহস্য-সন্দর্ভের নিমিত্ত মহাশয় মাসিক ৩০ টাকা

পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন, ইহাতে কেবল যে দুঃখিত হইলাম এমত নহে, ইহা রহস্য-সন্দর্ভের পরমায়ু ক্ষয়ের কারণ বিবেচনায় ভাবী শোকেরও আবির্ভাব হইল। অতএব মহাশয় এই সময় হইতে তাহার জীবন রক্ষার উপায় বিধান করুন, নচেৎ রহস্যের অকাল মৃত্যু হইলে দেশের ক্ষতি ও মহাশয়ের উৎসাহ ভঙ্গ হইবে, কেবল উৎসাহ ভঙ্গ নয়, কেহ অপরিণামদর্শী বলিলে, তাহার প্রতিবাদ করিতে সক্ষম হইব না। আর আপনি যদি ক্ষতি স্বীকার করিয়াই ইহার জীবন রক্ষা করেন তাহাও আমাদিগের ভারি লজ্জার বিষয়, কারণ আপনি দেশের উপকারার্থে নিঃস্বার্থ ভাবে রহস্যের নিমিত্ত মূল্যবান্ সময় ব্যয় করিবেন, আমরা সে সময়ের সাহায্য করিব না, অধিকন্তু আপনাকে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তদ্দ্বারা বিবিধ জ্ঞানার্জ্জন ও অনুপম সুখাস্বাদন করিতে থাকিব, ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় কি আছে? মহাশয়ের আর্থিক ক্ষতি না হয় অথচ রহস্য—চিরজীবী হয় তাহার সমুচিত উপায় বিধান করাই আমাদিগের এক মাত্র কর্ত্তব্য হইতেছে। ইহার দুইটি উপায় আছে, প্রথম উপায় এই—রহস্যের মূল্য এক্ষণে ডাকমাসুল সমেত ২।৵০ আনা আছে, তাহার উপর আর ।৵০ আনা বৃদ্ধি করিয়া ৩ টাকা করা; দ্বিতীয় উপায়—দেশহিতৈষী সহৃদয়গণ সমুদ্যোগী হইয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেওয়া। হিসাব করিয়া দেখিলাম এক্ষণে আর ১৫০ জন গ্রাহক হইলে ৩০ টাকা ব্যয়ের সংস্থান হইতে পারে, রহস্যের গ্রাহক এক্ষণে কত জন আছেন তাহা জ্ঞাত না থাকায় ।৵০ আনা মূল্য বৃদ্ধি করিলে ৩০ টাকা পূরণ হইবে কি না বলিতে পারি না, তথাপি প্রথম উপায় অতি সহজ বিধায় আপাততঃ সেই উপায় অবলম্বন করাই সিদ্ধান্ত হইতেছে। যাঁহারা রহস্য-সন্দর্ভের মর্ম্মজ্ঞ ও রসজ্ঞ তাঁহারাই রহস্য-সন্দর্ভ গ্রহণ করিয়া থাকেন। রহস্যের ফল নিচয়ের তুলনা করিলে তাহার বার্ষিক মূল্য ডাক মাসুল সমেত ৩ টাকা অতি লঘু জ্ঞান হইবেক সন্দেহ নাই। যদি কেহ রহস্যের অতিরিক্ত মূল্য ।৵০ আনা অধিক বোধ করেন তাঁহার স্মরণ করা কর্ত্তব্য তত্ত্ববোধিনী ও বঙ্গদর্শন প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার মূল্য ৩ টাকার অধিক ভিন্ন কম নহে, ঐ সকল পত্রিকার যেমন কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব আছে রহস্যেরও তেমনি অনেক বিষয়ে গুরুত্ব আছে এস্থলে তাহার উল্লেখ করিয়া পত্রের কায় বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা রহস্যের হিতৈষিতা-গুণগ্রাহী হইয়াছেন, তাঁহারাই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন, অতএব আমরা বিবেচনা করি, এবং সম্পূর্ণ ভরসাও করি যাঁহারা কেবল রহস্যের চিত্রাবলী দেখিয়া তাহাকে শিশুদিগের সচিত্র বর্ণ পরিচয় পুস্তক তুল্য মনে না করিয়া তাহার সারগ্রাহী হইয়াছেন, তাঁহারা আপনার ক্ষতি পূরণের নিমিত্ত না হউক রহস্যের জীবন রক্ষার নিমিত্ত অতিরিক্ত মূল্য ।৵০ আনা অবশ্য দিতে বাধ্য হইবেন তাহাতে কেহ দ্বিরুক্তি করিবেন না। এক্ষণে আপনাকে অনুরোধ করি আপনি বর্ত্তমান বৎসর অবধি রহস্য-সন্দর্ভের মূল্য ডাক মাসুল সমেত ৩ টাকা অবধারণ করিয়া বিজ্ঞাপন দিবেন এবং যাঁহারা পূর্ব্ব নিয়ম অনুসারে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য শোধ করিয়া দিয়াছেন তাঁহারদিগের স্থানে অবশিষ্ট ।৵০ আনা চাহিয়া লইবেন। অন্যে গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট আমাদিগের সবিনয়ে নিবেদন এই তাঁহারা যেন সানুগ্রহ-চিত্তে প্রস্তাবিত মূল্য স্বীকার করিয়া অনতি বিলম্বে স্ব স্ব দেয় প্রদান করেন।

আপনার ক্ষতি পূরণের দ্বিতীয় উপায় অর্থাৎ গ্রাহক সংগ্রহের যে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষাকৃত অসহজ বিবেচনা করিবার কারণ এই, ধরিয়া ভদ্র ঘটাইলে কদাচিৎ ভদ্র হয় এবং উপরোধে ঢেঁকি গিলিতে গেলে তাহা উদরস্থ হয় না। এককালে ১৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নহে হয় তো কেহ সঙ্গতিথাকিতেও বলিবেন খবরের কাগজ দেখিতে আমার অবকাশ নাই” কেহ বলিবেন “ উহাতে কি লেখে কিছু বুঝিতে পারি না” কেহ বা সুদের হিসাব করিবেন, কেহ বা অপব্যয় মনে করিবেন, এই কারণে বিবেচনা করি ঐ উপায় এক মাত্র অবলম্বন হইতে পারে না। তথাপি আশা করি যিনি একবার রহস্যের রসাস্বাদন করিবেন তিনি আর তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। অতএব দেশ হিতৈষী সহৃদয় গণ যেন রহস্যের গ্রাহক সংগ্রহ করিতেও সাধ্য মত যত্ন করেন। সংপ্রতি এই ক্ষুদ্র ব্যক্তি এক জন গ্রাহক স্থির করিয়া উপরি উক্ত প্রস্তাব অনুসারে তাঁহার দেয় মূল্যে ৩ টাকা ও নিজ নামীয় রহস্য সন্দর্ভের অতিরিক্ত মুল্য ৷৷৵৹ আনা একুনে ৩৷৷৵৹ আনার ডাক ষ্ট্যাম্প এই পত্র মধ্যে প্রেরণ পূর্ব্বক রহস্যের নূতন করের পুণ্যা করিল; প্রাপ্তি সংবাদে বাধিত করিবেন।

ক্রমেং পত্র খানি দীর্ঘ কায় হইয়া উঠিল; তথাপি আপনাকে ধন্যবাদ নাদিয়া লেখনী সংহত করিতে পারিলাম না, যে রহস্য-সন্দর্ভ বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রতিপালনে থাকিয়াও অকালে কালের রসনেন্দ্রিয়ের রসাভিষিক্ত হইয়াছে আপনি যে, তাহাকে পুনর্জ্জীবত করিয়াছেন ইহাই প্রথম ধন্যবাদ। দ্বিতীয়তঃ আপনি যে দেশের হিতার্থে নিঃস্বার্থ ভাবে কায়িক মানসিক ও সাময়িক এবং আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া তাহাকে প্রতিপালন করিতেছেন ইহাতে সকলেই আপনাকে ধন্যবাদ দিবেন এবং আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিবেন।

নূতন গ্রাহকের রহস্য-সন্দর্ভ নিম্ন লিখিত ( ) ইত্যাকার চিহ্নের অন্তর্গত নাম ও ঠিকানায় প্রেরণে বাধিত করিবেন এবং গত বৈশাখ মাস হইতে তাঁহাকে গ্রাহক গণ্য করিবেন।

বশম্বদ
শ্রীরঘুনাথ মুস্তৌফী।

এই পত্র লেখক মহাশয়ের ন্যায় বঙ্গ বিদ্যানুরাগী দেখা যায় না। ইহাঁর রহস্য-সন্দর্ভের হিতাকাঙ্ক্ষা দেখিয়া আমরা যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি তাহা বাক্য দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। ইনি রহস্য-সন্দর্ভের মুল্য বৃদ্ধি করণার্থে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে আমরা সম্মত হইতে পারি না; কারণ এই পত্র সর্ব্বসাধারণ গ্রাহ্য করণাভিলাষেই ইহার সম্পাদকতা গ্রহণ করিয়াছি এবং ক্ষতি স্বত্বেও সন্তুষ্ট আছি। আমরা গ্রাহক সংখ্যা সম্যক বর্দ্ধিত হইলে এই পত্রের দেহ বৃদ্ধি অথবা ন্যূন মুল্য করিতে পারি কিন্তু মুল্য বৃদ্ধি করিয়া অর্থ হীনগণের অপাঠ্য করিতে সম্মত নহে। সচিত্র পত্রের বিশেষ ফল আছে এই জন্যই রহস্য-সন্দর্ভের প্রতি আমাদিগের এত যত্ন এবং সরল ভাবে সাধারণকে ক্রমশঃ নানা প্রকার বিষয় জ্ঞাপন করাই আমাদিগের এক মাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য যে কত দূর ফলবতী হইবে তাহা “রহস্য-সন্দর্ভের” বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া আমরা বলিতে সাহস করিতে পারি না কেবল সহৃদয় বঙ্গ ভাষা প্রিয় পাঠকগণই বলিতে পারেন যে হেতু ইহার জীবন ও মরণের তাঁহারাই কর্ত্তা।

"মহাশয়!

অমৃত বাজার পত্রিকায় "রহস্য-সন্দর্ভের" অবস্থা অবগত হইয়া দুঃখিত হইলাম। ইহার উন্নতি পক্ষে সকলেরই যত্ন করা আবশ্যক। কিন্তু আমাদের তদ্রূপ কোন যোগ্যতা নাই। মফঃসলে অনেকে জানেন না "রহস্য-সন্দর্ভের" মূল্য কত এবং কোথায় পাওয়া যায়। ইহার একটী বিজ্ঞাপন "মধ্যস্থে" দেখিলাম। আমাদের "—— ——" তেও বিজ্ঞাপন প্রকাশ (কিছু কালের জন্য) ইচ্ছা করিয়া মহাশয়কে লিখিতেছি যদি কোন বাধা বোধ না করেন, অনুমতি পাইলে বিনা মূল্যে উহার একটুক বিস্তৃত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে পারি।

আমাদের পত্রিকা দ্বারা "রহস্য-সন্দর্ভের" কোন উপকার পাইবার সম্ভাবনা অল্প। যদি আপনি উপকার বোধ করেন নিয়মিত রূপে পাঠাইতে পারি। পরিবর্ত্তনে "রহস্য-সন্দর্ভ" পাইবার অভিলাষ করি না। এই মাত্র বই আর কোন রূপ সাহায্যে আমরা ক্ষমতা হীন।"

এই পত্র খানি কোন এক সুবিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদকের দ্বারা প্রেরিত হইয়াছে। আমরা পত্র প্রেরয়িতা মহাশয়ের নিকট যোগ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অক্ষম এজন্য অত্যন্ত লজ্জিত আছি। গ্রাহকগণের নিকট এই মাত্র নিবেদন করিতেছি যে যদি কাহার যথার্থ পক্ষপাত শূন্য নির্ম্মল ও উন্নতোদ্দেশে লিখিত সংবাদ পত্র পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আমাদিগকে পত্র লিখিবেন আমরা এই মহানুভব দ্বারা সম্পাদিত পত্র খানির নামাদি লিখিব। অনুমতি না থাকায় এই মহাত্মার নাম পত্রে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। এপ্রকার স্বার্থ শূন্য হিতব্রত সম্পাদক কোথাও দেখা যায় না এবং বোধ করি অন্যান্য সম্পাদকগণ ইহাঁর ন্যায় কৃপা দৃষ্টি করিলে 'রহস্য-সন্দর্ভ' স্বধনে চলিতে পারে।

ব্রহ্মদেশীয় মেটেতৈলের কূপ।

ভূগর্ভ হইতে যে সকল নানা প্রকার পণ্য দ্রব্য উদ্ধৃত হইয়া থাকে, মেটে তৈল তন্মধ্যে গণনীয়। অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপ, আমরিকা ও চিন দেশের যেরূপ সুবর্ণ, ভারতবর্ষের যেরূপ হীরক এবং ইংলণ্ডের যেরূপ লৌহ ও (পাতুরে কয়লা) প্রস্তরাঙ্গার তত্তৎদেশবাসীগণের দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধির কারণ স্বরূপ গৃহীত হয় ব্রহ্মদেশীয়েরা মেটেতৈলকে সেইরূপ বিবেচনা করে। ব্রহ্মদেশে ইরাবতী নদীর তীরে বহুসংখ্যক মেটেতৈলের কূপ আছে। ঐ সকল কূপ স্বাভাবিক নহে মনুষ্য দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং স্থান বিশেষে পার্ব্বত্য উচ্চ ভূমি সকলে কূপ খনন করিলেই মেটেতৈল নির্গত হয় অন্যত্র হয় না।

আমাদিগের কূপ খনন হইলে যে প্রকারে মৃত্তিকা নির্ম্মিত পাট সকল উপর্য্যুপরি বসান হয় ব্রহ্মদেশীয় মৃত্তৈল কূপ সকলে সেরূপ হয় না ঐ সকল কূপ খননের প্রথা স্বতন্ত্র যথা—প্রথমতঃ একটী পর্ব্বতের শিরোভাগ কর্ত্তন করিয়া একটী সমতল চতুষ্কোণ করা হয় ও ঐ পর্ব্বতকের দেহ দিয়া বক্রভাবে একটী নিম্নে নামিবায় পথ খনিত হয়। ঐ পথ দিয়া কূপ খনন কালে উদ্ধৃত মৃত্তিকাদি ও পরে তৈল লইয়া কার্য্যকারীরা অবতরণ করে। পূর্ব্বোক্ত চতুষ্কোণ স্থানের মধ্যভাগে কূপ খননারম্ভ করিয়া ক্রমে ঐ কূপ ছয়ফুট আন্দাজ খনিত হইলে পাট বসাইতে আরম্ভ

করা হয়। ঐ সকল পাট ৬ ফুট দীর্ঘ ৬ ইঞ্চি প্রস্ত ও দুই ইঞ্চি স্থূল খদির কার্ষ্ঠের ফলকে নির্ম্মিত (তল ও উপরি ভাগের আবরণ শূন্য বাক্‌সের ন্যায়) চতুষ্কোণ বিশিষ্ট ঘের। কূপ খননকারীর পাছে খনিত ভাগের পার্শ্বস্থ মৃত্তিকা পতনে মৃত্যু হয় এই আশঙ্কায় নয় ফুটের নিম্নে খননারম্ভ হইলেই কতক গুলি উক্তরূপ পাট উপরে২ সাজাইয়া দেওয়া হয় ও কার্য্যকারক তাহার মধ্যে থাকিয়া খনন করিতে থাকে। যেরূপ খনন বৃদ্ধি হইতে থাকে ঐ কার্ষ্ঠময় বেড়ও এক একটী করিয়া উপরে বসান হয়। খনিত মৃত্তিকা ও তৎপরে তৈল উত্তোলনার্থ কূপের দুই পার্শ্বে দুইটী কাষ্ঠের খুঁটি বসান হয় ও উহার অগ্রভাগে এদেশে প্রচলিত উদুখলের পায়ার ন্যায় খালকাটা থাকে। পরে একটী কার্ষ্ঠদণ্ডের মধ্যস্থলে একটী পিপা গাঁথিয়া ঐ দণ্ডের দুই পার্শ্বভাগ উক্ত খুঁটিদ্বয়ের অগ্রস্থ খালে রাখা হয়। যে পিপাটি দণ্ডের মধ্যে গাঁথা থাকে তাহার দেহে রজ্জু থাকিবার জন্য একটী খাল কাটা হয় ও রজ্জুর এক মুখে ডামর মাখান একটী ঝুড়ি বান্ধিয়া কূপ মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় ও অপর মুখটী ঐ পিপার কাটা খালের উপর দিয়া লইয়া দুইজন লোক তাহা ধরিয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণার্থ কাটা পথ দিয়া নামিতে থাকে ও উঠিতে থাকে; ও তাহাতে (পশ্চিমাঞ্চলে যেরূপে কূপ হইতে জল তোলা হয়) সেই রূপে কার্য্য চলে। যে এক ব্যক্তি কূপের ধারে থাকে তৈল উত্তোলিত হইলে সে ঐ তৈল নিকটস্থ কাটা খালে ঢালিলে তাহা ঐ খালের শেষে ভূ-নিম্নে স্থাপিত একটী বড় জালায় গিয়া পড়ে। ঐ জালা হইতে মৃৎ কলসে করিয়া তৈল সকল নদী কূলে পোতোপরি নীত হয়।

কোন২ মৃত্তৈলের কূপ কিছু দিন পরে শুষ্ক হইলে পুনশ্চ খনন করিতে হয় এবং খনিত হইলে পূর্ব্বমত তৈল প্রদান করে।

এ প্রকার তৈল কূপ ব্রহ্মদেশে প্রায় সার্দ্ধ পঞ্চশত আছে এবং যে স্থানে যত আছে তাহা তত্তৎ স্থানের অধিকারী জমিদারদিগের সম্পত্তি। ব্রহ্ম দেশাধিপতি ঐ কূপ সকলের জন্য যে স্বতন্ত্র কর নির্দ্ধারিত করিয়াছেন তাহা সমুদয়ে প্রায় ১৭৫০০০ সিক্কা টাকা ব্রহ্মরাজের বাৎসরিক আয় বৃদ্ধি করে। এক তৈল কূপ হইতে এক সহস্র টীকল (১২৫০ সিক্কা টাকা) কূপ স্বামীগণের বাৎসরিক লভ্য হয়। ইংলণ্ডে পাতুরে কয়লাকে কৃষ্ণবর্ণ হীরক বলা হয় ও ব্রহ্মদেশে মৃত্তৈল, গলিত সুবর্ণ নামপাইতে পারে। মৃত্তৈলের গন্ধ এরূপ তীব্র যে কখন২ কূপ খননকারী তাহার তেজে মরিয়া যায় এবং ইহার গুণাদি ইউরোপীয় পেটরোলিয়ম তৈলের তুল্য।

এই তৈলে ব্রহ্মদেশের প্রায় ১৪০০০০০ টাকা আয় হয় পরে ব্যবসায়ীগণের যে পরিমাণ লভ্য হয় তাহা নিম্ন-লিখিত দরের হিসাবেই অনুভূত হইবে। কূপ নিকটে একহন্দর তৈল।৶১০ আনায় বিক্রয় হয় ও তাহার সন্নিকটস্থ নগরে ৩৶১০ দর, বিদেশের দর আর অধিক বলা বাহুল্য।

জাপান দ্বীপের পার্ব্বণ।

জাপান দ্বীপে অন্যূন দ্বিসপ্ততি প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে তন্মধ্যে অধিকাংশ লোক সুবিখ্যাত কনফুছের ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের কতক কতক মত সম্বলিষ্ট শিনটো ধর্ম্মাবলম্বী। শিনটো ধর্ম্মে কথিত আছে যে এক সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর অনাদি কাল পর্য্যন্ত আছেন এবং তিনি হীনজীবগণের বিষয়াদিতে